উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,২৭৩.৯২ (+২০৮.১৭)
নিফটি : ২৫,৯৩৫.১৫ (+৬৭.৮৫)

আবার রক্ষাকর্তার ভূমিকায় সোনু
রাজপালকে সাহায্য ৮

আরও রাফাল কিনছে ভারত ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

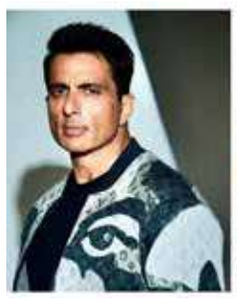

২ মার্চ ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা ৫

শিলিগুড়ি ২৮ মাঘ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 11 February 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 263

মহিলা-যুবদের ভোটের টোপ দিতে কোপ অন্যত্র

“ মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়ানোর দায়িত্ব তো একা রাজ্য সরকারের নয়, কেন্দ্রেরও আছে। ফলে কারা বরাদ্দ বাড়াচ্ছে না, তা স্পষ্ট।

-চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

“ বাংলায় মিড-ডে মিলের বরাদ্দ নয়ছয়ের প্রচুর অভিযোগ। ওই প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এখনও খরচই করেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

-সুকান্ত মজুমদার

‘লক্ষ্মী’কে ভাতা, টান মিড-ডে মিলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভোটের হাওয়ায় শিশুদের পেটে লাথি! ভাবছেন সে আবার কী! রাজ্য বাজেটে শিশুদের মায়েদের তো লক্ষ্মীলাভ হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতা বেড়েছে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই ৫০০ টাকা ভাতা বেড়েছে। অথচ জানেন কী, শিশুদের মিড-ডে মিলের থালায় টান পড়া শুরু হয়েছে আরও আগে?

পরিসংখ্যানে চোখ বোলালে হাড়হিম সত্যটা টের পাবেন। বসন্ত আসি আসি করছে। তবে কোকিল এখনও ডাকেনি। কিন্তু ‘গরম হাওয়া’ বইছে এখনই। ভোটের হাওয়া! যে হাওয়ায় তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। ‘ভোট অন অ্যাকাউন্টস’ ওপর ওপর দেখলে মা-বোনেদের বিরাট উপহার আছে মনে হতে পারে। কিন্তু চকচকে মোড়কটা সরালেই বেরিয়ে আসছে সেই সত্য। এক হাতে টাকা গুঁজে অন্য হাতে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ কার্যত নিলামে তোলা হচ্ছে!

কীভাবে? সরকারি নথি ‘জেন্ডার অ্যান্ড চাইল্ড বাজেট’ এবং ‘ভোট অন অ্যাকাউন্টস’ অনুযায়ী, ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রাজ্যের বরাদ্দ ছিল প্রায় ২৮,৬১৫ কোটি টাকা। আর এই টাকা জোগাড় করতে কোপ পড়েছে শিশুদের ভাতের থালায়। বিশ্বাস হচ্ছে না? গত বাজেটে মিড-ডে মিলে বরাদ্দ ছিল ৮১৯ কোটি। অথচ খরচ হয়েছে মাত্র ১৫৬ কোটি! অর্থাৎ বরাদ্দের মাত্র ১৯ শতাংশ।

বাকি টাকা তাহলে কোথায় গেল? বাচ্চার পেটে ভাত জুটল কি

মিড-ডে মিল:
৮১৯ কোটি
↓
১৫৬ কোটি (১৯%)

সমগ্র শিক্ষা মিশন: স্কুল সারাইয়ে
১৭৮৮ কোটি
↓
৭৬০ কোটি (অর্ধেকেরও কম)

স্কলারশিপ: তফশিলি পড়ুয়াদের জন্য
৯৪ কোটি
↓
১৮ কোটি

না, ডিম জুটল কি না- তা দেখার সময় নেই বোধহয় সরকারের। দরকারও নেই! বাচ্চারা তো আর ভোট দেয় না! ভোট দেন মায়েরা। তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিলেই হল। শুধু কী মিড-ডে মিলে ধাক্কা! আরও আছে।

স্কুলবাড়ি সারাই আর শিক্ষার মানোন্নয়নে ‘সমগ্র শিক্ষা মিশনে’

এরপর দশের পাতায়

এপ্রিলেই ‘যুবসাথী’

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ১৫ অগাস্ট থেকে নয়, ১ এপ্রিল থেকে ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্প কার্যকর হবে। মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্থিক বছরের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত বলে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন। ভোট অন অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্প ১৫ অগাস্ট থেকে শুরুর ঘোষণা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পকেটে পুরে নিচ্ছে তৃণমূল। সেই সমালোচনার জবাব দিতেই যেন মঙ্গলবার মমতা বলেন, ‘এটা এপ্রিল ফুল নয়।’

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, অন্যান্য বৃত্তির পাশাপাশি চালু থাকবে যুবসাথী। যাঁরা এই ভাতা পাবেন, তাঁদের অন্য স্কলারশিপ পেতে সমস্যা হবে না। হাতে যেহেতু সময় কম, যুবসাথীর ভাতা পাওয়ার আবেদন করতে তাই অনলাইন ব্যবস্থা থাকছে না। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই এজন্য বিশেষ ক্যাম্প চালু করবে রাজ্য সরকার। ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই শিবিরে আবেদন নথিভুক্ত করা যাবে। শুধু ছুটির দিনে বন্ধ থাকবে সেই শিবির।

অনলাইনে ঝাড়াই-বাছাইয়ের ঝামেলাও সেক্ষেত্রে এড়ানো সম্ভব হবে। শুধু যুবসাথী নয়, খেতমজুরদের ভাতার আবেদনও নথিভুক্ত করা হবে। সেজন্য প্রতিটি শিবিরে তিনটি দপ্তর হাজির থাকবে। যুবসাথীর সুবিধা দেওয়ার জন্য থাকবে যুব এবং ক্রীড়া দপ্তর। ভূমিহীন খেতমজুরদের জন্য থাকবে কৃষি দপ্তর। বছরে দু’বার ২ হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন খেতমজুররা। ক্ষুদ্র সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরও শিবিরে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিবিরে আবেদন করার পর রসিদ দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে তা ডিজিটাইজও করে দেওয়া হবে। প্রকল্প শুরুর দিন এগিয়ে আনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘১ এপ্রিল থেকে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া শুরু করছি। পয়লা এপ্রিল মানে এপ্রিল ফুল। কিন্তু আমরা এখানে এপ্রিল ফুল বলছি না।’

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

বলি নাবালক

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নাবালকের পরিবার-পরিজন। মাটিগাড়ার শিমুলতলায়। মঙ্গলবার। ছবি : খোকন সাহা

প্রেমের কাঁটা সরাতে খুন, গ্রেপ্তার ২

রাহুল মজুমদার ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রেমের সপ্তাহে করুণ পরিণতি নাবালকের। তাঁর কিশোরী প্রেমিকাকে পছন্দ করতেন প্রতিবেশী এক দাদা। কিশোরী অবশ্য মন সঁপেছিল তাকেই। বিষয়টি মোটেই ভালো লাগেনি রাজ পাসোয়ানের। নাবালককে মেরে ফেলতে ফাঁদ পাতেন তিনি। সঙ্গী হয় স্থানীয় আরেক কিশোর।

সেই ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ খোয়াতে হল নাবালককে। তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর সুকনার জঙ্গল থেকে পচন ধরে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার হল ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মাটিগাড়ার একটি বিলাসবহুল টি রিসর্টের খুব কাছে জঙ্গল থেকে সোমবার গভীর রাতে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

ঘটনাটি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার শিমুলতলার। দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে কিশোর মুরগির মাংসের দোকানে কাজ করত বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে, রাজ পেশায় টোটোচালক। অভিযুক্ত কিশোরকে সোমবার সকালে এলাকাবাসী পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রাজকে মঙ্গলবার বিকেলের পর শিলিগুড়ি থেকে পালানোর আগে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, ‘দুজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত চলছে।’

নাবালকের মুখে, ঠোঁটে আর চোখে কালশিটে দাগ ছিল। ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়েছে গলাতেও। দেহ উদ্ধারের সময় মৃতের চোখ খোলা ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খুনের আগে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে তাকে। পুলিশের কাছে অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে, মৃতের প্যান্ট থেকে বেল্ট খুলে গলায় পেঁচিয়ে খুন করা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাত থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। রাজ ও অপর ধৃতের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। এদিন দেহ ময়নাতদন্তের পর গ্রামে নিয়ে ফেরার পথে ফের উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রথমে বালাসন সেতুর কাছে এবং পরে দেহটিকে নিয়ে খাপরাইল মোড়ে পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসী। মিনিট ২০ অবরোধ চলার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তার খানিকক্ষণ বাদেই জালে ধরা পড়েন রাজ।

- শনিবার সন্ধ্যায় বন্ধুর ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয় নাবালক
- সোমবার সকাল থেকে বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু পুলিশের
- সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ে দোষ স্বীকার
- নাবালকের পরনে থাকা বেল্ট পেঁচিয়ে খুন, দাবি অভিযুক্তদের

সেই কিশোরীর বাড়িতেও চড়াও হয়েছিল জনতা। বাঁশ, লাঠি নিয়ে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করা হয়। তবে, আগে থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি নাগালের বাইরে যায়নি।

অভিযোগ, শনিবার নাবালকের বন্ধু তাকে ফোন করে ডেকেছিল। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে।

এরপর দশের পাতায়

প্রত্যাখ্যানে মনে ক্ষোভ, অপরাধে সঙ্গী কিশোর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রথমদিকে টিউশন যাওয়ার সময় চোখে চোখে কথা হত। তারপর ধীরে ধীরে মন দেওয়া-নেওয়া। স্কুলজীবনের প্রেমে বেশ মাখোমাখো ব্যাপার ছিল। একসঙ্গে টিউশন যেত ওরা, ফিরত একইসঙ্গে। একঝলক দেখা পাওয়ার আশায় মাঝেমধ্যে বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা হত। বছর পনেরোর সহপাঠীর সঙ্গে কিশোরীর প্রণয় দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, মাসতিনেক আগে প্রেমে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় এলাকারই বাসিন্দা রাজ পাসোয়ান।

জন্মসূত্রে বিহারের বাসিন্দা হলেও পরিবারের সঙ্গে মাটিগাড়ার শিমুলতলায় দিদির বাড়িতে থাকতেন রাজ। কিশোরীকে ভালো লেগেছিল তাঁর। একবার তাকে প্রেমের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে মানা করে দেয়। ওই নাবালকের জন্যই যে ‘না’ শুনতে হল, তা বুঝতে পেরে ভীষণ রাগ হয়েছিল রাজের। ধীরে ধীরে ক্ষোভ জমাট বেঁধে পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর আগেও নাকি একবার নাবালকের সঙ্গে রাজের ঝামেলা হয়েছিল। সেই দেখে কিশোরী দুজনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওদের বন্ধুদের দাবি, দিনদশেক ধরে নাকি মেয়েটি তাদের কারও সঙ্গে কথা বলছিল না। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি খুনে মূল অভিযুক্ত। অভিযোগ, এরপরই মনে মনে নাবালককে খুনের ফন্দি আঁটেন তিনি। অপর এক কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার কাণ্ডটি ঘটান।

এরপর দশের পাতায়

রাজগঞ্জের রণক্ষেত্রে ‘সেফ’ নয় তৃণমূল

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রাজগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্লাস্টিকের ছাউনির নীচে কোথাও প্লেটে সাজিয়ে রাখা চিংড়ি, কোথাও বোরোলি, গজলডোবার বাতাস ভাজা মাছের গন্ধে ম-ম করছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না হাওড়ার সুপ্রতিম ধর। এমন সময় নদীর চর থেকে চিৎকার, ‘স্যএএর, ও স্যএএএএর, নৌকা রেডি তাড়াতাড়ি আসুন।’ কাগজের প্লেটে গরম বোরোলি ভাজা চেপে ধরে নদীর দিকে ছুটলেন সুপ্রতিম। কিন্তু নৌকায় উঠেও নেমে পড়লেন। কারণ, লাইফ জ্যাকেট নেই। মাঝির চোখেমুখে তখন খদ্দের হারানোর হতাশা। লাইফ জ্যাকেট রাখেন না কেন? সুপ্রতিমের প্রশ্নে খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন মাঝি। তারপর আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘সরকার থাইকা কইছিল তো জ্যাকেট দিবো, আমাগো দোকান বানায়া দেওয়ারও কথাও কইছিল গেলবার ভোটের সময়। কই কিছুই তো জুটল না!’ যে গজলডোবায় একসময় রুপোলি শস্যের স্বপ্ন বুনত জেলেরা, আজ সেখানে কংক্রিটের অট্টালিকা। নদী হারিয়েছে মাছ, আর মাঝি হারিয়েছে তার বাঁচার রসদ; পড়ে আছে শুধু না রাখা প্রতিশ্রুতির কঙ্কাল।

তিস্তা আর করলার কোল ঘেঁষে থাকা ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার রাজগঞ্জ বিধানসভায় ভোটের আগে আবার সেইসব প্রতিশ্রুতির কথা উঠতে শুরু করেছে। বাইরে থেকে অরণ্যছায়ার স্নিগ্ধতা থাকলেও, রাজগঞ্জের মাটির নীচে বইছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর জনরোষের তপ্ত লাভা। বিধানসভার নির্বাচনি ক্যানভাস এখন কেবল উন্নয়নের খতিয়ান নয়, বরং তাতে লেখা হচ্ছে আধিপত্যের লড়াই আর ভাঙা-গড়ার এক জটিল আখ্যান।

২০০৯ সালের উপনির্বাচন থেকে এই এলাকার মুকুটহীন রাজা খগেশ্বর রায়। টানা চারবারের বিধায়ক। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের দ্বিতীয় বিধায়ক তিনি। এরপর দশের পাতায়

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা এককেটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। এককে বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া এককেরকম। আজ নজরে রাজগঞ্জ

ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা

যুব নেতাকে সাসপেন্ড

রণজিৎ ঘোষ ও মহম্মদ হাসিম

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিলম্বিত বোধোদয়। নকশালবাড়ির ঘটনা নিয়ে ওপরমহলের নির্দেশ আসতেই নড়েচড়ে বসল তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব। ঘটনার তিনদিন পরে ব্যবসায়ীকে দিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি অভিযুক্ত নেতাকে পার্টির সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিনভর নকশালবাড়িতে থেকে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি এবং দোকানে যান তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। ওই পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা সাংবাদিক বৈঠক করে ওই নেতার তাণ্ডবের নিন্দা করেন। এদিনই বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও ওই ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়িয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৩২৯ (৩), ৩২৪ (৪), ৩৫১ (৩), ১১৫ (২) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধারা অনুযায়ী, অপকর্ম, ভাঙচুর, সম্পত্তি নষ্ট করা, ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়ার অভিযোগেই মূলত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গত শুক্রবার মধ্যরাতে নকশালবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ী তপন পালের দোকানে গিয়েছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সাধারণ সম্পাদক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ওরফে মন্টা। ওই ব্যবসায়ী ধারে সিগারেট না দেওয়ায় কিছুক্ষণ পরে মন্টা কয়েকজন শাগরেদকে নিয়ে ওই দোকানে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতারা অভিযুক্তদের ছাড়াতে রাত ২টো নাগাদ থানায় পৌঁছালেও পুলিশ লকআপের দরজা খোলেনি। শনিবার সকালে ফের তৃণমূলের নেতারা থানায় গিয়ে ব্যক্তিগত জামিনে অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

এরপর দশের পাতায়

দৃষ্টিহীনতার আঁধারে উজ্জ্বল অঙ্গীকার

ভালোবাসার সপ্তাহ চলছে। এই সময়কালে উত্তরবঙ্গ সংবাদে ভালোবাসায় মাখা নানা কাহিনী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আজ শিলিগুড়ির এমনই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, ‘তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি।’ তবে শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা চিন্ময় সরকার কিন্তু কথা রেখেছেন। বুক ফুলিয়ে সে কথা বলছেনও। দীর্ঘ ১৬ বছর পার করে এসেও সঙ্গিনী অঞ্জলির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। চিন্ময় এবং অঞ্জলি- দুজনেই দৃষ্টিহীন। তবে অন্ধের ভরসা কেবল হাতের শক্ত লাঠি নয়, বরং অন্য এক দৃষ্টিহীন মানুষের নিখাদ ও নির্ভেজাল ভালোবাসা হতে পারে তা এই দম্পতি প্রমাণ করেছেন। তাঁদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা আছে। কিন্তু তা তাঁদের জীবনে কোনওদিনই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং পারস্পরিক বন্ধনটা আরও শক্তপোক্ত করেছে।

চোখের দৃষ্টি না থাকলেও তাঁরা একে অপরের জন্য জামাকাপড় কেনেন, পরম মমতায় সঙ্গীর জন্য রান্না করেন এবং আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক ছন্দে সংসার সামলান। যে মানুষটির সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘ দেড় দশক ঘর করছেন, তাঁকে হয়তো কোনওদিন চোখে দেখেননি, এমনকি যে ঘরটিতে তাঁদের বসবাস সেটি দেখার ভাগ্যও তাঁদের হয়নি, তবু মনের মণিকোঠায় তাঁরা এক নিখুঁত ছবি এঁকেছেন যেখানে প্রতিটি স্মৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট। ভালোবাসার সপ্তাহে বুধবার ‘প্রমিস ডে’ বা ‘অঙ্গীকার দিবস’। চিন্ময়-অঞ্জলির গল্প এ দিনটির এক সার্থক প্রতিচ্ছবি।

নিজেদের ভালোবাসার ‘রাজপ্রাসাদ’-এ দৃষ্টিহীন দম্পতি।

একসময় তাঁদের জীবন ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল, আর ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই একে অপরের জীবনে আলোর দিশারি হয়ে তাঁদের প্রবেশ ঘটে। অনেকটা ফিল্মি কায়দায় এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্দিরে গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন। ২০০১ সালে অঞ্জলির ভাইয়ের হাত ধরেই চিন্ময়ের যাতায়াত শুরু হয় অঞ্জলিদের বাড়িতে। সেখান থেকেই পরিচয় এবং মনের টান তৈরি হয়। চিন্ময় স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘তাঁর অবর্তমানে মেয়ের দেখাশোনা কে করবে তা নিয়ে অঞ্জলির মা প্রায়ই দুশ্চিন্তা করতেন।’ সেদিন সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চিন্ময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, নিজের মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি অঞ্জলির খেয়াল রাখবেন। তবে তাঁদের এই মেলামেশা নিয়ে প্রতিবেশীরা নানা কটু কথা বলতে শুরু করলে চিন্ময় অঞ্জলির সম্মানের কথা ভেবে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। কয়েক বছর তাঁদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ একদিন অঞ্জলির মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে চিন্ময় নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি। গিয়ে দেখেন বিনা যত্নে অঞ্জলির সারা গায়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। পকেটে সেদিন পাঁচটা টাকাও ছিল না। কিন্তু সেদিনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন অঞ্জলিকে আগলে রাখার। নিজের মোবাইল ফোনটি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে বৈশাখ মাসের ১২ তারিখে তাঁরা শিব মন্দিরে বিয়ে করেন।

এ পর্যন্ত পড়ে যদি মনে হয় তারপর থেকেই সবই ভালো, তা কিন্তু মোটেও নয়। বিয়ের পর চিন্ময়ের বাড়িতে তাঁদের আশ্রয় দেয়নি।

এরপর দশের পাতায়

সুসম্পর্কের আশায় বাংলাদেশিরা

শতাব্দী সাহা

আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে স্বাভাবিক বাণিজ্য। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায়।

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ টালবাহানার পরে অবশেষে বৃহস্পতিবার নির্বাচন ওপার বাংলায়। তাই ভারত সহ গোটা বিশ্বের নজর এখন বুড়িগঙ্গার তীরে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে, যে দলই মসনদে বসুক, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক সুসম্পর্ক চান বাংলাদেশের আমজনতা।

মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিভাগ দিয়ে পারাপার করা বাংলাদেশি নাগরিকদের অনেকেই ভারত থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরছিলেন। বগুড়ার বাসিন্দা মহেশ কুমারের মন্তব্য, 'এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা ভালো। সবকিছু স্বাভাবিক আছে। ভোট দিতে দেশে ফিরছি। পরে আবার এদেশে এসে হাঁটুর চিকিৎসা করাব।' তাঁর সংযোজন, 'সুষ্ঠুভাবে ভোটে জিতে যেই ক্ষমতায় আসুক, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে বলেই আশা করি।'

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে বারবার বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। সরকারের নিজস্ব নীতি, ভালোমন্দ থাকে। তবে মানুষ যেমন আত্মীয়ের বাড়িতে যান, দুটো ভাত খেয়ে দু'বেলা থেকে ফিরে আসেন, ভারতের সঙ্গে সেরকম সম্পর্ক বজায় থাক।'

বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন বাংলাদেশের হাতিবান্ধা উপজেলার প্রবীণ বাসিন্দা, মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী সালেহ আহমেদ। তাঁর মন্তব্য, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়তাম। স্কুল বন্ধ রেখে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে গিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে ভারত এবং রাশিয়ার সহযোগিতা না পেলে বাংলাদেশ তৈরি হত না। নতুন প্রজন্ম সেই একাত্তর দেখেনি। ওদের চিন্তাধারা সম্পর্কে আমি বলতে পারব না। সেই আমল থেকে এই আমল, কত পরিবর্তন চোখে পড়ল। নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেই ভালো।'

ভোটের পর কি নতুন পরিস্থিতি !

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এপারে আসা এক বাংলাদেশি বধূর মন্তব্য, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে খুব একটা ভালো ছিলাম না। চারদিকে হিংসা। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে সবসময় আতঙ্কে কেটেছে। আশা করি, নতুন সরকারের আমলে আতঙ্কমুক্তি ঘটবে। আগের মতো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে যাতায়াত ছিল স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ছন্দে চলেছে বৈদেশিক বাণিজ্য। স্থলবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে ৭৭ ট্রাক পণ্য। অন্যদিকে, ৪৪ ট্রাক পণ্য আমদানি করা হয়েছে। ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যেও পণ্য পরিবহণ স্বাভাবিক ছিল বলেই খবর।

বাংলাদেশের বুড়িমারির ট্রাকচালক শহিদার রহমান ভুটো পণ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব মাথা চাড়া দিয়েছে। দেশে নতুন সরকার এসে দুর্নীতি বন্ধ করুক। প্রতিবেশীর সঙ্গে অশান্তি করে বাঁচা যায় না। দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই।'

এদিকে, চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক শুভেন্দু দাশগুপ্ত বলেন, 'আশা করি, ডামাডোল কাটিয়ে নির্বাচিত সরকার গঠন হলে বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।'

ধুলো উড়িয়ে 'গোল' কবজায় লক্ষ্যে খুদেরা। হেমতাবাদের শালবাগানে। ছবি : শুভঙ্কর সরকার

উপহার হাতে পাকড়াও বধূ

হেমতাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : ফাঁস হয়ে গেল পরকীয়া সম্পর্ক। ভ্যালেন্টাইন্স উইক উপলক্ষ্যে প্রেমিককে উপহার দিতে এসে স্বামীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন স্ত্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানার বেলতলি মোড় এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে প্রেমিকা ও তাঁর প্রেমিককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেমিকের বাড়ি হেমতাবাদ থানা এলাকায়। আর প্রেমিকার শ্বশুরবাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকায়। এদিন সকালে স্বামীর নজর এড়িয়ে কালিয়াগঞ্জ থেকে হেমতাবাদের বেলতলি মোড়ে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সেই তরুণী। তখন টেডি বিয়ার, গোলাপ ফুল ও চকোলেট আদানপ্রদান চলছিল। কিন্তু হঠাৎ চলে আসেন তরুণীর স্বামী। দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

জানাজানি হতেই এলাকায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর পেয়ে হেমতাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দুজনকে থানায় নিয়ে আসে। সেই তরুণীর স্বামী বলেন, 'বেশ কয়েক মাস ধরেই আমার স্ত্রীর ভাবভঙ্গি ঠিক লাগছিল না।

- স্বামীর নজর এড়িয়ে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তরুণী
- সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ায় স্বামীর সন্দেহ হতেই পিছু ধরেন স্ত্রীর
- পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে ধরলেও জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়

সব সময় মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকত। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ সেজেগুজে বাড়ি থেকে বের হওয়ায় আমার সন্দেহ হয়। এরপরই স্ত্রীর পিছু ধাওয়া করে তাদের দুজনকে হাতেনাতে ধরি।'

তবে সব জানাজানি হওয়ায় তাঁদের সম্পর্ক 'পূর্ণতা' পেল বলে মনে করছেন ওই তরুণী ও তাঁর প্রেমিক। সেই তরুণ এদিন থানা থেকে বের হওয়ার পর বলেন, 'এখন থেকে আমরা একসঙ্গেই থাকব। নতুন করে সংসার করব। আমরা পুলিশকে লিখিত মুচলেকা দিয়েছি।' অন্যদিকে প্রেমিকাও নতুন করে সংসার পাতার সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বলেন, 'ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক। এক বছর পর এদিন দেখা করতে এসেছিলাম। স্বামী আমাকে মারধর করেছে। আমি আর স্বামীর বাড়ি যাব না। প্রেমিকের সঙ্গেই সংসার করব। স্বামীকে ডিভোর্স দেব।'

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোলমাল শুরু হয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে ধরে আনে। জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা বুঝতে পারি, ওই তরুণ ওই মহিলাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

প্লেসমেন্টে শীর্ষস্থানে কেআইআইটি

নিউজ ব্যুরো

১০ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫ ব্যাচের প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে কেআইআইটি আবারও ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নিজের অবস্থান প্রদর্শন করেছে। ২০২৫ সালের প্লেসমেন্টের সময় ৭৫৭টিরও বেশি কোম্পানি প্রায় ৫০০০ যোগ্য শিক্ষার্থী নিয়োগের জন্য কেআইআইটি ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে। বিভিন্ন শাখায় প্রায় ৪৬২১টি চাকরির প্রস্তাব আসে।

কেআইআইটি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টে (কেএসওএম) ১৬১টি কোম্পানি এসেছিল। কেআইআইটি স্কুল অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট (কেএসআরএম) আবারও ১০০ শতাংশ প্লেসমেন্ট অর্জন করেছে। কেআইআইটি স্কুল অফ বায়োটেকনলজি (কেএসবিটি) ৮৫ শতাংশ প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কেআইআইটি স্কুল অফ ল'-এ ৫২টি ল' ফার্ম এবং কর্পোরেট সংস্থা এসেছিল।

মহাকালধামে নজরদারি

শুভদীপ শর্মা

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বট গাছের তলায় সাফাই। লাটাগুড়িতে মঙ্গলবার।

লাটাগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে লাটাগুড়ি জঙ্গলের ঐতিহ্যবাহী মহাকালধামকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। ধাম চত্বরে জোরকদমে চলছে সাফাই অভিযান। জঙ্গলস্থিত এই ধামে আগত পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। যাতে কোনও ভক্ত বন্যপ্রাণীর হামলার মুখে না পড়েন বা জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ না করেন, সেদিকেও কড়া দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, শিবরাত্রির দিন এই নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

প্রতিবছর শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন বনবস্তি এলাকা থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে মহাকালধামে। পুণ্যার্থীরা এখানে এসে শিবলিঙ্গে জল ঢেলে পূজার্চনা করেন। চলতি মাসের ১৫ তারিখ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ধামের দেখভালের দায়িত্বে থাকা অজিত তেলি তামারিয়া ও বন্ধাইন মুন্ডা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেছেন।

বহু বছর থেকেই মহাকালধামের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া বামনি বনবস্তির বাসিন্দা ফুলমণি তেলি তামারিয়া ও বন্ধাইন মুন্ডা। তবে প্রায় দু'বছর আগে এক দুর্ঘটনায় ফুলমণির মৃত্যু হয়। এরপর থেকে তাঁর ছেলে অজিত তেলি তামারিয়া বন্ধাইন মুন্ডার সঙ্গে মিলেই ধামের দায়িত্ব সামলে চলেছেন। প্রতিদিন নিয়ম করে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে ধামে এসে তাঁরা পুজো ও পুজোর আনুষঙ্গিক কাজ করেন। এ বছরও শিবরাত্রিতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় হবে বলেই তাঁদের আশা।

অজিত বলেন, 'মহাশিবরাত্রি আমাদের কাছে শুধু উৎসব নয়, একটা দায়িত্বও বটে। বন দপ্তর ও প্রশাসন পাশে থাকায় আমরা অনেকটাই আশ্বস্ত। আশা করছি, এ বছরও ভক্তরা শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর পরিবেশে মহাদেবের পুজো দিতে পারবেন।'

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বন দপ্তর আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে। মঙ্গলবার গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় আসেন লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবরাত্রি ও তার পরেরদিন ভিড় এতটাই বেশি হয় যে, পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয়। তাই চলতি বছরও পর্যাপ্ত বনকর্মী মোতায়েন রাখা হবে। পাশাপাশি মেটেলি থানার পুলিশও নজরদারিতে থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

কর্মখালি

Required Physics, Chemistry Teachers (Part/Full time), Female tele caller and counsellor for NEET Coaching whatsapp your resume at - 7379261325. (C/120432)

Required Transport Manager & Accountant at Bright Academy, Punjabipara, Siliguri. Email : hr.brightslg@gmail.com or Whatsapp 9641195334.

ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনা ভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ইস্টার্ন বাইপাস রোড। (M):-7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

NOTICE INVITING TENDER
Name of work : Civil Works under CSAP. 3Aunder SBM-U 2.0 e-NIT No. TUFANGANJ/53 /2025-26 (3rd Call) Id-2026_MAD_1002244_1, Start date of droping tender at 18:30 PM on 09.02.2026. Last date of droping tender Date at 17:00 am 17.02.2026. Tender opening date 12:00 on 20.02.2026. Details will be available at office notice board & web portal **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O-Tufanganj, Dist.-Coochbehar

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 39 (2025-26) Memo No-153/PS, of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 20.02.2026. And in case of eNIT No.-40 (2025-26) Memo No-154/PS of Executive Officer, is invited by the undersigned last date of submission is 13.02.2026. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/- E.O
Blg. P.S

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সামগ্রী প্রচলন এলাকার উন্নয়ন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/৫৭ তারিখ: ০৬-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার নং. এপি-এসটি-৫৭-২০২৫-২৬। কাজের নাম: ডামডিমে - পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সামগ্রী প্রচলন এলাকার উন্নয়ন সহিত সঠিক নর্দমা ব্যবস্থা, সামগ্রী প্রচলন এলাকার সমীপবর্তী পথের মেরামত, সামগ্রী কার্যালয়, মার্চেন্ট রুম, শ্রমিকের লেবার শেড সহিত শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, আনলোডিং কাজের সঠিক নিরীক্ষণের জন্যে সিসিটিভি এবং উপযুক্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। (এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজসমূহ)। টেন্ডার রাশি: ৯,৩৩,৩৫৩.১৫/- টাকা। বায়না রাশি: ১৮,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"একান্তিক গ্রাহক পরিষেবা"

অ্যাসোসিয়েট এসএনটি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭৪, তারিখ: ০৬-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের গুপ্ত মালদা - মালদা কোর্টের মধ্যে কিমি ৩/৭-৮-এ লেভেল ক্রসিং নং ৩এস-৩ (ম্যানড) -এ ২ লেন রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য অ্যাসোসিয়েটেড এসএনটি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৫৪,৮৩,৩৬৭.৬০ টাকা, বায়নার ধন: ১,০৯,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন-এনজেপি-২০২৬-ফেব্রুয়ারি-০১; তারিখ: ০৩-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ঠিকাদার (দের)/ফার্ম (গুলি)র কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াই সিই-কন-জিই ওটিই সিএই চ-এনজেপি- ০১। কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলুয়াবারি রোড-ঠাকুরগঞ্জ বিজি ডাবলিং প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ব্রিজ (মেজর, মাইনর, আরইউবি ও এলএইচএস), স্টেশন ভবন এবং এমব্যাঙ্কমেন্ট-এর ভিত্তির জন্য জিওটেকনিক্যাল তদন্তর সাথে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত ও জমা দেওয়া। টেন্ডার মূল্য: ৯৭,২২,২০৮.৩৩ টাকা, বায়নার ধন: ১,৯৪,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়: ১১-০২-২০২৬ তারিখ থেকে ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৪:৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খুলবে: ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন), নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৬:০০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই.চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

মানব নিযুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আউটসর্সিং
ই-টেন্ডার নোটিস নং. সীওএন-এনজেপি-২০২৬-এফইবি-০২ তারিখ: ০৫-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সি-ওআরএইচ-এনডিএলএস-২৬-০১। কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ সংস্থা) সিকিউরিটি-কাম-কেয়ার টেকার, রাঁধুনি এবং সাফাইওয়ালা আদির উপলব্ধতার দ্বারা ১২ (বারো) মাসের এক সময়সীমার জন্যে নিউ দিল্লীর সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামের সমীপস্থ এশিয়ান গেমস ভিলেজের ফ্ল্যাট নং. ৫৫১ এ থাকা আধিকারিকের বিশ্রাম-গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, মানব নিযুক্তি এবং হাউস কিপিংয়ের জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশি- ২৬,২৮,২২৪.৪২/- টাকা। বায়না রাশি: ৫২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়: ১৩-০২-২০২৬ তারিখ থেকে ২৭-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবে: ২৭-০২-২০২৬ তারিখের ১৬.৩০ ঘণ্টায়, উপ মুখ্য অভিযন্তা (সিওএন), নিউ জলপাইগুড়ী, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ী-৭৩৪০০৭ এর কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ী
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"একান্তিক গ্রাহক পরিষেবা"

Tender Notice
E-NIT No:- 24(e)/Chan_II/APAS/2025-26, Dated- 06/02/2026, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Chanchal-II Dev. Block,
Malatipur, Malda

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তি
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিউ ময়নাগুড়ি, ধুবরি, মালবাজার, বানারহাট, কোচবিহার এবং চ্যাংরাবান্ধায় পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সি-এপি-পার্ক-৪৫-৬; বর্ণনা : দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন : ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় : ১৯-০২-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স -এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং - মিশ্র)

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় : ১৯-০২-২০২৬ তারিখে ১২:২০ টায়। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬১৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID No. TSX1648211, আধার কার্ড নং 4152 6209 4906, Pan Card No. HDQPB7233E আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 9-2-26 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Lovely Bibi, Lovely Khatun এবং Lavly Biwi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। স্বামী : Amjad Hossain, বড়ো আঠারো কোঠা, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার, পিন:736170. (C/119550)

আধার কার্ড নং 6549 8719 8518 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 08-01-26, J.M. 3rd Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Mahes Chandra Barman এবং Machchndra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Mahes Chandra Barman ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। সাঁজেরপাড়, ঘোড়ামারা, থানা:পুন্ডিবাড়ি, জেলা: কোচবিহার। (C/119552)

আমি Md Masiur Rahman, S/o Md Ejajul Hoque, গ্রাম- পূর্ব চাঁদপুর, পোঃ জালালপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পিন- 732206, আমার এক মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার (রেজিঃ নং 8306, তাং 20/07/2011) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/02/26 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Most. Sarmin Sultana থেকে Sarmin Sultana করা হইল। ও আরেক মেয়ের যার জন্ম প্রমাণ পত্রের রেজিঃ নং 9610 তাং 02/05/2014, নাম Most Sahadiya Sultana থেকে Sahadiya Sultana করা হইল। (C/120572)

আমার বাবার সার্ভিস রেকর্ড-এ ভুলবশতঃ আমার নাম Ayan Paul থাকায় গত ০৯-০২-২০২৬ J.M. 1st Class সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ayan Pal হলাম। Ayan Pal ও Ayan Paul একই ব্যক্তি, গ্রাঃ হরিণচওড়া, পো+জেলাঃ কোচবিহার।

হারানো/প্রাপ্তি

আমি রিটন সরকার, পিতা: মৃত জীতেন্দ্র সরকার, ঠিকানা: চিত্তরঞ্জনপল্লি, ওয়ার্ড নং ৩, পো: আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার জমির Chain deed, No: I-518, dt. 15.01.2008, হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9733057958. (C/120127)

অ্যাফিডেভিট

নিজ ভোটার কার্ডে (RNL1451335) পিতার নাম Ajijul Sekh থাকায় 06.2.2026 দিনহাটা JM(1st. Cl.) কোর্টে 1905 নং অ্যাফিডেভিট বলে Azizul Sekh হইল যিনি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Saddam Sekh, সাং - দীঘলটারি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 1995 0854352 আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 05-02-26, C.J. (Jr.Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhalapauddin Miya এবং Md. Chhalapuddin Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ধলুয়াবাড়ি, পো : ঘুঘুমারি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/119551)

আমার লাইসেন্সে নাম ভুল ছাপা হয় গত 3-11-25 নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Anup Kumar Dey ও Anup Kar Dey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/120570)

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে রেজিস্ট্রেশন নং B-2017:19-00788-000717 আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 23.09.2025, J.M 1st চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No.876) দ্বারা আমার স্বামী Md Mainur Hoque এবং Md Mainul Hoque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। - Runa Khatun Bibi, W/o- Md Mainul Hoque, দক্ষিণ কালীগঞ্জ, ভেবা, চাঁচল, মালদা। (S/T)

আমি Animesh Das, S/o Late Naresh Das, Vill+PO- Kishamat Dasgram, PS- Sahebganj, Dt- Coochbehar. আধার এবং ভোটার কার্ডে Ranu Das ভুল থাকায় দিনহাটা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 30/1/26 ইং তারিখে 2571 নং অ্যাফিডেভিট বলে Late Naresh Das হল। Naresh Das & Ranu Das একই ব্যক্তি।(D/S)

আমি, Md. Hasanujjaman, Vill+P.O.-Masimpur, P.S.-Kaliachak, Dist. Malda, Pin-7732206, আমার মেয়ের জন্মের সংশাপত্রে যার Reg.No.15454, D, T-04/11/2015 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/02/2026 এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাভিডেভিট বলে Simran থেকে Simran Parvin করা হল। (C/115460)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ আমি যে কে তোমার, দুপুর ১২.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৩.৪৫ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.০০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৩০ পাওয়ার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ যুদ্ধ, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ গল্প হলেও সত্যি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মধুমতি, বেলা ১১.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ২.৩০ মায়া মমতা, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, সন্ধে ৭.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১০.০০ স্বপ্ন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আক্রোশ
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৯ দবং-টু, দুপুর ১.০৬ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৫.১৬ মায়োঁ, সন্ধে ৭.৫৯ তিরঙ্গা, রাত ১০.৫০ কমান্ডো-আ ওয়ান ম্যান আর্মি
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৭ লক্ষ্য, ২.২৯ লাক, বিকেল ৫.২৯ ড্রাঙ্কেন মাস্টার, সন্ধে ৭.৫৪ ওরদিওয়ালা-দ্য আয়রন ম্যান, রাত ১০.২০ জুমানজি-ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৪ আর্মি, দুপুর ১.৪৪ ফুল বনে অঙ্গারে, বিকেল ৪.২৭ শিবা দ্য সুপার হিরো, সন্ধে ৭.৩০ রাউডি রক্ষক, রাত ১০.৩৫ ওম ভীম বুশ
জি বলিউড : বেলা ১১.০২ দানবীর, দুপুর ১.৪৫ প্রেম গ্রন্থ, বিকেল ৪.৪৫ খলনায়ক, সন্ধে ৭.৫৯ ডন, রাত ১১.২৩ ধরম করম
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ সপনে সাজন কে, বিকেল ৩.২০ মন, সন্ধে ৬.৫০ রক্ষক

ভ্যালেন্টাইস পর্ব

অরুণা দে এবং বলাই দে শেখাবেন পটলের দোলমা তৈরি করা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

স্পাইডারম্যান নো ওয়ে হোম
বিকেল ৫.৪৬ স্টার গোল্ড থ্রিলস

হিরোগিরি দুপুর ১২.৩০ জলসা মুভিজ

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৮ মাঘ, সংবৎ ৯ ফাল্গুন বদি, ২২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। বুধবার, নবমী দিবা ৯।৪০। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১১।৯ ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ২।৫৭। গরকরণ দিবা ৯।৪০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৫৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১১।৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ৯।৪০ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৯।৫ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১১।৫২ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৫ গতে ৪।৪১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।৪০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১০।২৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।৪০ গতে চন্দ্রদণ্ডা। বৈদান্তিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আবির্ভাব দিবস ও শ্রীমৎ স্বামী দেবানন্দ গিরি মহারাজের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বাড়ি সংস্কারে খরচ বাড়বে। বৃষ : কথা বলতে সাবধানি হন। আগুন ও বিদ্যুতের ব্যবহারে সাবধান। মিথুন : প্রেমে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশ ঘটতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। কর্কট : ফেলে রাখা কাজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব কাটবে। আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হবে। সিংহ : অতি সাহসে ক্ষতি হতে পারে। আজ দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। কন্যা : বিপন্ন কোনও জীবকে বাঁচিয়ে আনন্দ। দীর্ঘদিন বাদে খুঁজে পাবেন পুরোনো বন্ধুকে। ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। তুলা : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। বৃশ্চিক : পুরোনো পিঠের ব্যথা নিয়ে ফের ভোগান্তি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে কাটবে। ধনু : ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। সৃজনমূলক কাজে উন্নতি। মকর : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিরোধ বাড়বে। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কারে অর্থব্যয় বাড়বে। মীন : কোনও জটিল সমস্যার সমাধানে বন্ধুর ভূমিকায় উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি বাড়বে। আর্থিক লাভ।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পড়ুয়া টানতে মগজধোলাই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রধানকে খুঁজছে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : শালুগাড়ার প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটটি নিয়ে তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। তদন্তকারীদের ধারণা, ডিএমএলটি কোর্সের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীনই সুরেন্দ্র কুমার সম্ভবত এই সুপরিকল্পিত জালিয়াতির নীল নকশা তৈরি করেছিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবল নার্সিং শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সম্প্রতি শালবাড়িতে অবস্থিত বর্তমান প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ভবনেই একটি হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন খোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। জানা গিয়েছে, আগামী মাসেই এই নতুন প্রতিষ্ঠানের পথ চলার কথা ছিল।

বর্তমানে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ পড়ুয়াদের মুখেও ফিরছে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সুরেন্দ্রর নাম। দামি গাড়ি চড়ে সুট-বুট পরা ওই ব্যক্তি ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করলেই সবাই তটস্থ হয়ে থাকতেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব এমন ছিল যে, পড়ুয়াদের পক্ষে সরাসরি দেখা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। রীতিমতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তবেই এই তথাকথিত প্রিন্সিপালের দেখা মিলত। এই বিষয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া আকাঙ্ক্ষা থাপা বলেন, 'স্যর সপ্তাহে খুব বেশি দুই থেকে তিনদিনই আসতেন। স্যর এলেই যে দেখা করা যাবে এমনটা নয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখতে হত। এরপর সপ্তাহখানেক পরে ডাক আসত।'

- ভুয়ো চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে সুরেন্দ্র কুমার সাধারণ পড়ুয়াদের সঙ্গে জালিয়াতি করেন বলে অভিযোগ
- কর্পোরেট কায়দায় প্রচার চালিয়ে বিভিন্ন ভাষার পড়ুয়াদের এই প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করা হত
- অভিযুক্তরা নেপালে পালাতে পারেন বলে আশঙ্কা

> স্যর সপ্তাহে খুব বেশি দুই থেকে তিনদিনই আসতেন। এলেই দেখা করা যাবে এমনটা নয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখতে হত।
>
> **আকাঙ্ক্ষা থাপা**
> *প্রথম বর্ষের পড়ুয়া*

আশ্চর্যের বিষয় হল, ফ্যাকাল্টি, পড়ুয়াদের কাছে ওই ব্যক্তির পরিচিতি ছিল একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে। তবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তাঁর নামের পাশে ডক্টর শব্দটি না থাকায় পড়ুয়াদের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করে। এই বিষয়ে ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা দাবি করতেন, ওয়েবসাইট আপডেটের সময় ডক্টর শব্দটি বসিয়ে দেওয়া হবে। গত শনিবারও একই প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে জানান পড়ুয়া অঙ্কিতা রায়। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, 'সার্টিফিকেটের নাম না থাকার ব্যাপারটা প্রাক্তনদের কাছ থেকে শোনার পর থেকেই আমরা প্রিন্সিপালের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিলাম। তখনই আমাদের মনে তাঁর চিকিৎসক পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল।' তদন্তকারী পুলিশকর্তারা মনে করছেন, পড়ুয়াদের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। উদ্ধার হওয়া নথিপত্র ঘেঁটে সুরেন্দ্রর চিকিৎসক হওয়ার কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি।

প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ কর্পোরেট কায়দায় প্রচার চালিয়ে পড়ুয়াদের আকৃষ্ট করত। বাংলা, হিন্দি ও নেপালি ভাষার তিনটি পৃথক দল বিভিন্ন স্কুল চত্বরে গিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মগজধোলাই করত বলে অভিযোগ। তবে অভিযোগ দায়ের হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পার হলেও মূল অভিযুক্তরা ধরা না পড়ায় পড়ুয়ারা আতঙ্কিত। পুলিশের আশঙ্কা, সুরেন্দ্র ও বোর্ডের সদস্যরা নেপালে পালিয়ে যেতে পারেন। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযুক্তদের পাকড়াওয়ের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

হিলির ছয় চৌকিতে কিউআর স্ক্যান

হিলি, ১০ ফেব্রুয়ারি : এতদিন ভারতীয় সচিত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে স্বাক্ষর করে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতেন কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দারা। এবার থেকে আর সেই ভোগান্তি পোহাতে হবে না। ডিজিটালাইজড ছাড়পত্রে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলেই মিলবে যাতায়াতের অনুমতি! ওই প্রক্রিয়ায় একদিকে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের হয়রানি কমবে। অন্যদিকে, সীমান্তে অবৈধ গতিবিধিতেও রাশ পড়বে বলে দাবি বিএসএফের।

হিলি থানার ভীমপুর বিওপি থেকে বালুপাড়া বিওপি পর্যন্ত মোট ছয়টি বিওপির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সুরক্ষার দায়িত্ব রয়েছে ৭৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের কাঁধে। মঙ্গলবার থেকে এই ছয়টি বিওপি-তেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল এই প্রক্রিয়া। আর এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন ৭৯ ব্যাটালিয়নের জওয়ান পঙ্কজকুমার দুবে।

কীভাবে কাজ হবে এই প্রক্রিয়ায়? সীমান্ত ফটকগুলিতে কম্পিউটার বসিয়ে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাঁটাতারের ওপারের গ্রামের বাসিন্দাদের একটি করে ইউনিক আইডি কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের ইউনিক আইডিতে থাকছে কিউআর কোড। সীমান্ত ফটক পেরোনোর সময় ওই কিউআর কোড স্ক্যান করবেন কর্তব্যরত জওয়ানরা। কোড মিললে তবেই ছাড়পত্র পাবেন বাসিন্দারা। পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রীরও হিসেব থাকবে সফটওয়্যারে। দৈনিক যাতায়াত থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। তা থেকে একটি ডেটাবেস তৈরি হবে সফটওয়্যারে।

ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। মঙ্গলবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রতিবাদে উপভোক্তারা

ইসলামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাংলা আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাবাড়ি বুথের তারাবাড়ি, পোখোরপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়া এলাকার শতাধিক উপভোক্তা প্রতিবাদে শামিল হন।

বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহেই তাঁরা ইসলামপুরের মহকুমা শাসক ও বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অবিলম্বে ঘর বরাদ্দ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান চায়না মোদক বলেন, 'আবাস যোজনার ঘরের সার্ভে ব্লক প্রশাসন করেছিল। সেখানে পঞ্চায়েতের কোনও ভূমিকা ছিল না।' ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। যোগ্য উপভোক্তারা বঞ্চিত হবেন না।'

জমি বিবাদে বিক্ষোভ, তর্জা দুই ফুলের

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিতর্কিত জমির মালিকানা নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের তর্জা চরমে। জমিটি নিয়ে মামলা হওয়ায় আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে। কিন্তু এরপরও জমিতে নির্মাণকাজ চলায় সোমবার সেখানকার এক বাসিন্দাকে আটক করে এনজেপি থানার পুলিশ। যদিও পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখান। এরপর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় আশ্বাস দেন, তাঁদের সরকার ক্ষমতায় এলে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিতর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জমির স্বত্ব দেওয়া হবে। যদিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়ের অভিযোগ, বিতর্কিত জমি নিয়ে উসকানি দিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন শিখা। এই পরিস্থিতিতে উত্তরকন্যা সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীনগর শালবন এলাকায় ওই বিতর্কিত জমিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে।

জমিতে বর্তমানে ৪৪টি পরিবার ঘর বানিয়ে বাস করছে। বাসিন্দাদের কথায়, জায়গাটি রাজ্যের খাসজমি। এদিকে, তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া নেতা মহম্মদ আহিদ ওরফে চুটকির স্ত্রী বিতর্কিত জমিটিকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বলে দাবি করে মামলা করেছেন। সম্প্রতি ৪৪টি পরিবারকে উঠে যাওয়ার জন্য আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। তারপর থেকে বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।

এদিন স্থানীয় রামপ্রসাদ দাস বলেন, '৩৯ বছর ধরে এখানে বাস করছি। এখন জমি দখলের জন্য জালিয়াতি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও জমি দখলের চেষ্টা হয়েছিল। ফের আমাদের উচ্ছেদ করতে চেষ্টা চলছে যাতে চড়া দামে প্রোমোটারদের জমি বিক্রি করা যায়।' পেশায় রাজমিস্ত্রি জীবন হালদার বলেন, '১৯৭৪ সাল থেকে এই জমিতে আছি। কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে আহিদের স্ত্রী জমিটি নিজের বলে দাবি করছেন। আমরা চাইছি সুরাহা হোক।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় জমি দখলের ভূরিভূরি মামলা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি কারবারের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের নেতা চুটকিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। শিখার কথায়, 'জমির দালালে ভরে গিয়েছে তৃণমূল। বাসিন্দাদের ২ মাস অপেক্ষা করতে বলেছি। আমরা ক্ষমতায় এসে জমির পাট্টা দেব।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার।

এদিকে আহিদের কথায়, 'মামলা চলছে। জমি কার, আদালত বিচার করবে। কে, কী বলল উত্তর দেব না।' দিলীপ বলেন, 'বিধায়ক ঘুমের ঘোরে তৃণমূলকে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের কেউ জমি দখলের চেষ্টা করলে রেয়াত করা হবে না।'

এদিকে, জমি কার জানতে পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা রায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'অনেকদিন আগে জমির প্রকৃত মালিকের বিষয়টি জানতে চিঠি দিয়েছিলাম। সদুত্তর পাইনি।' এদিকে, রাজগঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'জমিটি কার খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।'

ক্যানাল থেকে উদ্ধার দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মহানন্দা ক্যানাল থেকে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পরিচয় অবেশেষে পাওয়া গেল। মৃতের নাম নিন্টু দে (৫০)। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার মৃতের ভাই টিংকু দে দাদার দেহ শনাক্ত করেন।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিন্টু দে অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মহম্মদবক্স এলাকায় একটি গ্যারাজে দীর্ঘদিন কাজ করতেন। এর মাঝে তিনি কখনও হোটেলে, আবার কখনও গাড়ির খালাসি হিসেবেও কাজ করেছেন। মৃতের ভাই টিংকু দে বলেন, 'গত শুক্রবার থেকে দাদার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। গ্যারাজের মালিক ও সহকর্মীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাননি। এরপরই মৃতদেহ উদ্ধার হয়।'

টিংকু দে'র কথায়, 'দাদার মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। আমাদের ধারণা, মদ্যপ অবস্থায় হয়তো তিনি ক্যানালে পড়ে গিয়েছেন। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই বলেই মনে করছি।'

সোমবারই ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ নিন্টুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠিয়েছিল। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

ইসলামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরের তিনপুল থেকে মাটিকুন্ডা যাওয়ার পথে ১০০ মিটার রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবারও নুড়িপাথরে পিছলে এক বাইক আরোহী পড়ে যান। যদিও তিনি চোট পাননি। প্রসঙ্গত তিনপুল থেকে মাটিকুন্ডা হয়ে পাটাগড়া পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তার কাজ অনেক গড়িমসির পর শেষ হয়েছে। কিন্তু তিনপুল সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১০০ মিটার রাস্তা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। যা নিয়ে বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পূর্ত দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, শীঘ্রই রাস্তার ওই কাজ সম্পন্ন হবে।

আরকেএসের ভূমিকায় প্রশ্ন

মেডিকেলে সুপার পদ ফাঁকা, ভোগান্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রায় ১০ মাস ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের চেয়ার ফাঁকা। প্রতিদিন রোগীরা বিভিন্ন প্রয়োজনে সুপার অফিসে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত ৩০ জানুয়ারি মেডিকেলে সাময়িকভাবে ডাঃ পার্থপ্রতিম পানকে সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১২ দিন পরেও তিনি কাজে যোগ দেননি। ফলে মেডিকেলের মতো এত বড় হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং রোগীকল্যাণ সমিতির (আরকেএস) সদস্য মেয়র গৌতম দেবের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। মেয়র অবশ্য বলেছেন, 'বিষয়টির ওপরে নজর রাখছি। যথাসময়ে স্বাস্থ্য ভবনকে জানাব।' মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছে। সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

গত বছরের মে মাসে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ করা হয়। সেই সময় থেকে তিনি অধ্যক্ষের অফিসে বসছেন। ফলে সুপারের চেয়ার ফাঁকা পড়ে রয়েছে। অথচ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসা প্রচুর মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন সুপার অফিসে আসছেন। কিন্তু সুপার না থাকায় অফিসও কার্যত গড়ের মাঠ হয়ে থাকায় হতাশ হয়ে ফিরছেন রোগীরা। গত মাসের শেষে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম মেডিকেল পরিদর্শনে এসে সুপার না থাকায় সমস্যার কথা শুনেছিলেন। তারপরেই রাতারাতি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডাঃ পার্থপ্রতিম পানকে সাময়িকভাবে সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ডাঃ পান দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিয়েছেন।

এতদিন ধরে সুপার অফিস ফাঁকা থাকায় মানুষের সমস্যা হলেও, তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোনও আন্দোলন নেই রাজনৈতিক দলগুলির। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মন বলেন, 'কয়েকদিন আগে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জানিয়েছি।' তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। আর তিন মাস এই সরকারের মেয়াদ রয়েছে। তারপরে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার এসে মানুষের সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করবে।' এই সমস্যা নিয়ে দ্রুত আন্দোলনে নামার কথা জানিয়েছে সুশ্রুতনগর নাগরিক মঞ্চ। সংগঠনের সম্পাদক সিপিএম নেতা দিবাকর সরকার বলেছেন, 'দ্রুত স্থায়ী সুপার দিতে হবে। আমরা দ্রুত এই ইস্যুতে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকদের অনেকেই মনে করছেন, রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য গৌতম দেব স্বাস্থ্য ভবনে সুপার ইস্যু নিয়ে কথা বললেই সমস্যা মিটতে পারে। কিন্তু তিনিও চুপচাপ রয়েছেন।' মেয়র অবশ্য দ্রুত স্বাস্থ্য ভবনে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

- ১০ মাস ধরে ফাঁকা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার পদ
- বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সুপারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হচ্ছেন রোগীরা
- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীরবতায় প্রশ্ন, প্রশ্নের মুখে রোগীকল্যাণ সমিতি

স্বাস্থ্যকর্মীকে হুমকি

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : শহরতলির একটি সাব-সেন্টারে আটকে রেখে এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল একদল তরুণের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সোমবার রাতে ওই স্বাস্থ্যকর্মী প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ওই মহিলার অভিযোগ, গত ৪ তারিখ এক দম্পতি তাঁদের শিশুকে নিয়ে সাব-সেন্টারে আসেন। সেই শিশুকে ভ্যাকসিন দিতে বললে ভ্যাকসিনেশনের কার্ড চাওয়া হয়। যদিও সেই কার্ড হারিয়ে গিয়েছে বলে ওই দম্পতি দাবি করেন। ওই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর অভিযোগ, এরপর তিনি তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে কার্ড হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন।

তবে কথোপকথনের সময়ে তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করেন, যা ওই দম্পতির কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়। ওই দম্পতি গত ৬ তারিখ আরও কয়েকজন লোক নিয়ে এসে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, জোর করে ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে ক্ষমা চাওয়ানো হয়। তখনই সাব-সেন্টারে আটকে রেখে ওই মহিলাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

সকাল সকাল রোজগারের আশায়। মঙ্গলবার ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন রাজু দাস।

'আশ্রয়'-এর উঠোনে নিত্য পঠনপাঠন

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকের ভোজপুরানিগছ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি কার্যত পরিকাঠামোগত সমস্যায়। কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর না থাকায় অন্যের বাড়ির উঠোনেই চলছে পড়ুয়াদের পাঠদান। আর এই অসুবিধাই কচিকাঁচাদের আগ্রহ কমাতে সাহায্য করছে। এক চিলতে টিনের চালের নীচেই তাদের নিত্য পড়াশোনা। কোনওরকমে পঠনপাঠন চালাতে হচ্ছে শিশুদের। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যার কোনও সুরাহার মুখ দেখেনি কেন্দ্রটি।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ওই বাড়ির মালিক সীমা দেবনাথ বললেন, 'বাড়ির একটি ঘর অঙ্গনওয়াড়ির কাজে ব্যবহার করতে দিয়েছি। সেখানে রাখা হচ্ছে কেন্দ্রের রান্নার সামগ্রী আবার কাজও সেখানেই হচ্ছে। আর উঠোনে চলছে ক্লাস। এভাবেই নিয়মিত চলছে।' ওই কেন্দ্রের কর্মী-সহায়িকারা বলছেন, ঘরের অভাবে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি এখনও মডেল সেন্টারে উন্নীত হয়নি।

ওই কেন্দ্রের কর্মী বন্দিতা সিংহ বলেন, 'তালিকাভুক্ত পড়ুয়া ৫০ জন। ঘরের সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো আছে। জায়গার অভাবে এখনও ঘর নির্মাণের অনুমোদন মেলেনি।' স্থানীয়দের অনেকে বলছেন, এলাকায় এক কাঠা জমির দাম ন্যূনতম এক লক্ষ টাকারও বেশি হওয়ায় কেউ জমি দান করতে রাজি হচ্ছে না।

এদিকে, ওই কেন্দ্রের সহায়িকা মানসী দাস প্রামাণিক বলেন, 'এর আগেও দুজনের বাড়ি বদলানো হয়েছে। স্থায়ী ঘর হলে পরিষেবা আরও ভালোভাবে দেওয়া যেত।' শিশুদের ভবিষ্যতের স্বার্থে দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির জন্য স্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে অভিভাবক মহল থেকেও।

অভিভাবকদের মধ্যে আদুরী সিংহ বলেন, 'এখানে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসি। ঘর না থাকায় কনকনে শীতে সমস্যা আরও বাড়ে। প্রচণ্ড গরমেও সমস্যা প্রকট হয়ে উঠে। আর বর্ষা এলে তো এক প্রকার জলের মধ্যেই চলে পড়াশোনা।' আরেক অভিভাবক রত্না রায়েরও পরিকাঠামো ফেরানোর একই দাবি। অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের তৃণমূল কর্মী সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গায়ত্রী সরকার বলেন, 'ব্লকে মোট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ৩৬২টি। এখনও একাংশ কেন্দ্রে জমির সমস্যায় ঘরের অনুমোদন মেলেনি। আমার নিজের কেন্দ্রেও একই সমস্যা। তবুও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিছু কেন্দ্রে এভাবেই চলছে প্রাকপ্রাথমিক পাঠদান।'

এদিকে, চোপড়া ব্লকের ভারপ্রাপ্ত সিডিপিও আনারুল ইসলাম বলেন, 'ভোজপুরানিগছ এলাকায় জমি পাওয়া যাচ্ছে না। জমির অভাবে এরকম আরও কিছু কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর করা সম্ভব হচ্ছে না।'

নিজের ঘরের মুখ দেখেনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

জট কাটল, সংস্কার হবে আব্বাসউদ্দিনের ভিটের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের জন্মভিটে নিয়ে অবশেষে জট কাটল। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর ডাকবাংলো এলাকায় ওই জমি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় এক পরিবারের মালিকানাধীন ছিল। অবশেষে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার তা 'আব্বাসউদ্দিন স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র নিয়ন্ত্রণে এল। এতেই খুশির হাওয়া স্থানীয় মহলে। জরাজীর্ণ দশা ঘুচিয়ে এখন সেই জন্মভিটে নবরূপে সজ্জিত হোক, সেটাই চাইছেন এলাকাবাসী সহ ভাওয়াইয়াপ্রেমীরা।

'ও কি গাড়িয়াল ভাই', 'প্রেম জানে না রসিক কালাচান' বা 'তোরষা নদী উথালপাথাল কায়বা চলে নাও' -আব্বাসউদ্দিন আহমেদের কালজয়ী সব গান। তাঁর দরদিয়া সুরেলা কণ্ঠে বিশ্বজুড়ে আজও আট থেকে আশি মোহিত হন। অনেকে নতুন করে ভাওয়াইয়ার প্রেমে পড়েন। যাঁদের জানা নেই, তাঁরা এই শিল্পীকে জানতে আগ্রহী হন। অথচ তাঁর প্রতি উপেক্ষা শুধু আজকের নয়। ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিনের জন্ম। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা ও সংগীত সাধনা। বহুবছর ধরে ডাকবাংলা এলাকায় শিল্পীর সেই জন্মভিটে অযত্নে পড়ে রয়েছে। অযত্ন নয়, বলা ভালো কোনও নজরই নেই। টিনের চালার নড়বড়ে ঘর যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ির যেখানে বসে আব্বাসউদ্দিন গান বাঁধতেন বলে কথিত, সেখানে বেঁধে রাখা হয় গোরু, ছাগল। বাড়ি চত্বর ভরে গিয়েছে জঙ্গলে। সেখানে সাপখোপের আড্ডা। বাম আমল হোক বা তৃণমূল আমল, কোনও সরকার বাড়িটি সংস্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেনি। যা নিয়ে সাংস্কৃতিক মহলে ক্ষোভের অন্ত নেই। আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটে স্থানীয় এক পরিবারের মালিকানাধীন থাকায় উদ্যোগী হয়েও কোনও কাজ করা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে এমনটাই দাবি করেছেন রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এই অবস্থায় ২০২১ সালের শেষ দিকে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আব্বাসউদ্দিন আহমেদের জন্মভিটে অধিগ্রহণে এগিয়ে আসেন। তাঁর সভাপতিত্বে শিল্পীর নামাঙ্কিত স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। তাতে এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সহ ভাওয়াইয়াশিল্পীরা শামিল হন।

বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিন আহমেদের জন্মভিটে। -ফাইল চিত্র।

সেই উদ্যোগের প্রায় কেটে গিয়েছে চার বছর। অবশেষে এদিন কোচবিহার সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভাওয়াইয়া সম্রাটের জন্মভিটের ৮ শতক জমি তাঁর নামাঙ্কিত সমিতির নামে হল। আগের মালিক সুরঞ্জিতকুমার সরকার ও চিরঞ্জিতকুমার সরকার এদিন রেজিস্ট্রি দেন। সুরঞ্জিতের কথায়, 'আমরা সমিতির কাছ থেকে জমির দাম বুঝে নিয়ে রেজিস্ট্রি দিয়েছি। এখন সেখানে শিল্পীর জন্মভিটে সংস্কার হলে ভালো হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা আমজাদ মিয়াঁর কথায়, 'দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক এখানে এসে শিল্পীর জন্মভিটের হতশ্রী দশা দেখে হতাশ হন। ফলে এলাকাবাসীকেও লজ্জায় পড়তে হয়। জমিজট মেটায় সেই পরিস্থিতির সমাধান হতে পারে বলে আশা করছি।'

এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই জমি কেনা সম্ভব হল। এখন শীঘ্রই এলাকাবাসী ও ভাওয়াইয়াপ্রেমীদের সঙ্গে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বর্তমানে বেহাল দশায় থাকা জন্মভিটে সংস্কার আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য।' এখানে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকারের কাছেও প্রস্তাব পাঠানোর কথা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রশিক্ষণ

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে আদমি প্রকল্প, দার্জিলিং জেলার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর ফুট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি এবং জেলা হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের যৌথ ব্যবস্থাপনায় উদ্যানপালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রংলি রংলিয়ত, কার্সিয়াং, মিরিক এবং সুখিয়াপোখরিতে জল ব্যবহারকারী সমিতির সদস্যদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদিন রংলি রংলিয়তে এই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর প্রদীপ্ত দত্ত। প্রথাগত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং উদ্যানপালন থেকে বেরিয়ে এসে কীভাবে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে অল্প সময়ে বেশি উৎপাদন করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রচারে ইনটাক

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : শ্রমকোড বাতিল সহ একাধিক দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফলের আহ্বান জানিয়ে পথে নামল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি। মঙ্গলবার দার্জিলিং জেলা আইএনটিইউসি-র তরফে হাসমি চকে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করা হয়।

রেডি, স্টেডি...।। *শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে ছবিটি তুলেছেন অর্পিতা গোপ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঘিরনিগাঁওয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে গাড়ি

রক্তে লাল পড়ুয়ার মুখ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : কপাল দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। পুরো মুখ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে ছোট্ট মেয়েটির। পাশেই দাঁড়িয়ে কাঁদছে তার সহপাঠীরা। কিছুটা দূরে রাস্তা থেকে নীচে নয়ানজুলিতে উলটে পড়ে আছে ছোট চার চাকার একটি স্কুলভ্যান। মঙ্গলবার সাতসকালে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁওয়ের মোলানি এলাকায়। চোপড়ার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে ওই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘন কুয়াশার মধ্যে আচমকা সামনে চলে আসা একটি টোটোকে বাঁচাতে গিয়ে স্কুলভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। তবে ভ্যানে থাকা ১২ জন পড়ুয়াকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। এই বিষয়ে ট্রাফিক ওসি উজ্জ্বল রায় বলছেন, 'শীঘ্রই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের যানবাহনগুলি খতিয়ে দেখার জন্য অভিযানে নামা হবে। চালকদের কাগজপত্রও খতিয়ে দেখা হবে।'

ঘন কুয়াশার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানাচ্ছেন গাড়ির চালক আনোয়ার হুসেন এবং টোটোচালক সাদ্দাম। আনোয়ার বলছেন, 'ঘন কুয়াশার মধ্যে আচমকা টোটোটি সামনে চলে আসায় বিপত্তি ঘটে। টোটোটিকে বাঁচাতে গিয়ে কাটানোর চেষ্টা করলেও গাড়িটি নয়ানজুলিতে নেমে যায়।'

টোটোটিরও সামনের অংশের ক্ষতি হয়েছে। সাদ্দাম এলাকার আরেকটি স্কুলে পড়ুয়াদের রেখে টোটো নিয়ে ফিরছিলেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় পড়ুয়াদের কয়েকজনকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, সব পড়ুয়াই সুস্থ আছে। মণ্ডলবস্তি গ্রামের বাসিন্দা আসিরুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, 'ছেলেকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার পর ফিরছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে চালক ফোন করে দুর্ঘটনার কথা জানান। এসে দেখি, গাড়িটি রাস্তার নীচে কিছুটা জলের মধ্যে পড়ে আছে। আর গাড়ির ভেতর তখনও বাচ্চাগুলো আতঙ্কে চিৎকার করছে। দু'-চারজন পড়ুয়া বেশি জখম হলে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। আমার ছেলেকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছি।' অন্যদিকে, এদিন সকালে ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সরস্বতী দলুয়া এলাকায় বাইক ও একটি মারুতি ভ্যানের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন এক বাইকচালক। তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। পৃথক দুটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ুয়াবোঝাই ভ্যান। মঙ্গলবার।

- পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে
- একটি টোটোকে বাঁচাতে গিয়ে স্কুলভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে যায়
- তবে ভ্যানে থাকা ১২ জন পড়ুয়াকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়

সাসপেন্ড জিআরপি কর্মী

কোচবিহার, ১০ ফেব্রুয়ারি : স্টেশনে বসেই মাদক পাচারের কারবার চলত। নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদক পাচারের অন্যতম করিডর হয়ে উঠেছিল। এবার সেই স্টেশনে কর্মরত জিআরপি'র এএসআই জাহাঙ্গির আলমকে রেল পুলিশ সাসপেন্ড করল। সোমবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি থানা এবং জিআরপি'র যৌথ উদ্যোগে ওই স্টেশন চত্বরে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ১৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। জিআরপি একটি লিখিত অভিযোগও করেছে। এরপরই তারা বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে।

রেলের পুলিশ সুপার (শিলিগুড়ি) কুঁয়রভূষণ সিংয়ের কথায়, 'পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের সঙ্গে আমাদের যৌথ অভিযান চলেছে। সেখানে গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের নিয়মিত অভিযান চলছে। গত এক বছরে ১৫ থেকে ২০ জন অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

রেল পুলিশের উচ্চপদস্থ এই আধিকারিকের কথাতেই স্পষ্ট যে, যাঁদের হাতে সুরক্ষার দায়ভার রয়েছে তাঁদের মধ্যেই পাচারকারী, কারবারিদের বাড়বাড়ন্ত। মালদার বাসিন্দা জাহাঙ্গির আগে বামনহাট রেলস্টেশনে কর্মরত ছিলেন। কয়েক মাস ধরে তিনি নিউ কোচবিহারে এএসআই পদে রয়েছেন। তিনি এখান থেকে মাদক কারবারের চক্রটি চালাতেন বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে গাঁজা উদ্ধারের পরই মঙ্গলবার সকালে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে এদিনই বামনহাট রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকেও প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সেই গাঁজা পাচারের ক্ষেত্রেও জাহাঙ্গিরের হাত ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বললেন, 'নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে গাঁজা রয়েছে বলে সূত্র মারফত আমাদের কাছে খবর এসেছিল। আমরা যৌথ অভিযান চালিয়ে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছি। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

এই পাচারচক্রে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি রাহুল তালুকদারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সেখানে হানা দেয়। জিআরপি'র আধিকারিকরাও ওই অভিযানে শামিল হন। জাহাঙ্গিরের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

পথ দুর্ঘটনা

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে চোপড়া থানার তিনমাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের দুটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় মোট চারজন জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সোনাপুর এলাকা থেকে চোপড়ামুখী ওই পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ভ্যানের চালক, ২টি বাইকের তিনজন আরোহী সমেত মোট ৪ জন জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

এদিকে, কালাগছ থেকে ভৈষপিটা রুটে রাজ্য সড়কের ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে বাইকের ধাক্কায় দুই বাইক আরোহী জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

বৈঠক

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : সদর চোপড়ার ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে মঙ্গলবার বিকালে মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বকে নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুলতানা পারভিন, মহিলা কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি রঞ্জিতা বেগম।

বিমানে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ছক বানচাল

৪ কোটির হিরে সহ ধৃত পাচারকারী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোনার পর এবার শিলিগুড়ি করিডরকে ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ হিরে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। নেপাল থেকে হিরে এনে বাগডোগরা হয়ে বিমানে দিল্লি পাচারের ছক কষা হয়েছিল। তবে হিরে পাচারের সেই ছক বানচাল করে দিয়েছেন ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা।

এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃত দীপককুমার মহাসুখলাল মেহেতা পশ্চিম দিল্লির রমেশনগরের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে সব মিলিয়ে ৮০৮.৩০ ক্যারেটস প্রাকৃতিক হিরা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ টাকা। অভিযুক্ত যে এই ধরনের পাচারের সঙ্গে আগেও যুক্ত ছিল, তা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শনিবার বিকালে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সন্দেহের বশে গোয়েন্দারা বছর পঞ্চাশের দীপককে আটক করে হাকিমপাড়ার অফিসে নিয়ে আসেন। এরপর দীপকের ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই একেবারে ছোট ছোট অনেকগুলি হিরের টুকরো বেরিয়ে আসে। সেগুলি আসল হিরা নাকি অন্য কিছু, তা দেখতে এক জহুরিকে নিয়ে এসে যাচাই করে নেওয়ার পর গোয়েন্দারা হিরে বলে নিশ্চিত হন।

এদিকে, ওই ব্যক্তি রবিবার দুপুর পর্যন্ত কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এমনকি সেগুলি যে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেকথা ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন। এরপরই এদিন দুপুরে দীপককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়েন্দাদের দাবি, ওই ব্যক্তি দিল্লি থেকে বিমান প্রথমে নেপালে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হিরে নিয়ে সড়কপথে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপর বাগডোগরা থেকে শনিবার সকলের চোখে ধুলো দিয়ে হিরে নিয়ে দিল্লি যাওয়ার ছক কষেছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দারা গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে আগে থেকে ফাঁদ পেতেছিলেন। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে ডিআরআই-এর আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'একটি বড় চক্র এই হিরে পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। শিলিগুড়ি করিডর হয়ে এতদিন সোনা পাচার হচ্ছিল, এবার হিরে পাচার হচ্ছে। এই চক্রে কারা যুক্ত রয়েছে, তেমন কয়েকজনের নাম ধৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছে। তবে নেপালে কার কাছ থেকে হিরে নিয়ে দিল্লিতে কার কাছে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল, তা জানতে গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছেন।'

- নেপাল থেকে হিরে এনে বাগডোগরা হয়ে বিমানে দিল্লি পাচারের আগেই গ্রেপ্তার দীপককুমার
- ধৃত দীপক পশ্চিম দিল্লির রমেশনগরের বাসিন্দা
- ৮০৮.৩০ ক্যারেটস প্রাকৃতিক হিরে বাজেয়াপ্ত, যার মূল্য ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ টাকা

ভিবিডিসি কর্মীদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার শিবমন্দিরের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল (ভিবিডিসি)-এর কর্মীরা। এদিন ৬০ জন কর্মী এই বিক্ষোভে শামিল হন।

ভিবিডিসি কর্মীরা জানান, রাজ্য সরকার এবারের বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের বেতন বাড়ালেও তাঁদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করেনি। তাঁদের দৈনিক ১৭৫ টাকা হিসাবে সাম্মানিক দেওয়া হয়, তা-ও আবার নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে।

প্রিয়াংকা দে নামে এক আন্দোলনকারীর কথায়, 'সরকার সবার বেতন বাড়িয়েছে, কিন্তু আমাদের নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করেনি। আমাদের সাম্মানিক বৃদ্ধি, সরকারি ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্ম নিশ্চয়তার বিষয়গুলি সরকারকে দেখতে হবে।' অপর এক আন্দোলনকারী পুনম সিংহ বলছেন, 'আমাদের সাম্মানিক খুব কম। আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। প্রধানকেও বিষয়টা জানাব।' এই বিষয়ে প্রধান যূথিকা রায় ফোনে বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

মিলেট দিবস

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : মিলেট দিবস উদযাপন করা হল চোপড়ায়। মঙ্গলবার কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) মেহেফুজ আহমেদ, ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বড়ুয়া, নাবার্ডের জেলা গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক অর্ণব প্রামাণিক প্রমুখ। এলাকার কৃষকদের সামনে মিলেট চাষ ও তার পুষ্টিগুণ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোকপাত করেন।

বিক্ষোভ সভা

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিক্ষোভ সভা করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে এবং ন্যূনতম পেনশন ৯ হাজার টাকা করার দাবিতে এদিন বেলগাছি চা বাগানের পোস্ট অফিসের সামনে কর্মসূচি পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা সম্পাদক প্রদীপ কুণ্ডু।

মধুর খোঁজে। মঙ্গলবার লাটপাঞ্চারে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

বাড়তি শিক্ষক চাইছে স্কুল

এক দিনে তিন পরীক্ষা ঘিরে প্রস্তুতি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : একইদিনে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলছে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সেদিনই রয়েছে মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষাও। আবার সেদিনই রয়েছে একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। একদিনে তিনটি পরীক্ষা থাকায় বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে। চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলাতে মোট পরীক্ষার্থী ১০ হাজার ১৮ জন। মোট ৯টি সেন্টার থেকে পরীক্ষা পরিচালিত হবে। পরীক্ষার জন্য মোট ৩৫টি ভেনু রয়েছে। শিলিগুড়িতে ৪ জন সেন্টার ইনচার্জ রয়েছেন। একদিনে তিনটি পরীক্ষা থাকায় কীভাবে তা পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে মঙ্গলবার আধিকারিকদের নিয়ে নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলে বৈঠক হয়।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন স্কুলের তরফে বাড়তি শিক্ষক চেয়ে সেন্টার ইনচার্জদের কাছে আবেদন পাঠানো হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি যে স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশের পরীক্ষা পড়েছে, বাড়তি শিক্ষক চেয়েছে তারা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার দায়িত্বে থাকা কনভেনার রাম ছেত্রী বলেন, 'পরীক্ষা চলাকালীন গার্ড দিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য কোন স্কুলে কতজন বাড়তি শিক্ষক লাগবে, তা সেন্টার ইনচার্জদের জানানো হয়েছে। সেন্টার ইনচার্জরা পরীক্ষাকেন্দ্র নয়, এমন স্কুল থেকে শিক্ষকদের নিচ্ছেন।'

শিলিগুড়িতে সাতটি স্কুলে বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশের পরীক্ষা পড়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অনুপ দাসের দায়িত্বে রয়েছে পাঁচটি স্কুল। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আমার স্কুলে ১৪ জন, এনজেপি রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলে ৪ জন এবং শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে ১০ জন বাড়তি শিক্ষকের প্রয়োজন। পরীক্ষাকেন্দ্র নয় এমন স্কুল থেকে বাড়তি শিক্ষক নেওয়া হয়েছে। আমার সেন্টারের দায়িত্বে থাকা পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বাড়তি শিক্ষকরা সবাই হাইস্কুলের।'

শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ হাইস্কুলের আওতায় রয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের ১০টি পরীক্ষাকেন্দ্র। স্কুলের টিচার ইনচার্জ মহীতোষ দাস বলেন, 'নীলনলিনী বিদ্যামন্দির ৩ জন এবং রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ ৯ জন বাড়তি শিক্ষক চেয়ে আবেদন করেছে।'

শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের আওতায় রয়েছে পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্র। প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলছেন, 'আমার স্কুল ও নেতাজি গালর্স হাইস্কুলে দুই-তিনটি পরীক্ষার দিনে বাড়তি শিক্ষকদের প্রয়োজন রয়েছে।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার নয় এরকম মোট ১০টি স্কুল থেকে বাড়তি শিক্ষক নেওয়া হচ্ছে।

- চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলাতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ১৮
- মোট ৯টি সেন্টার থেকে পরীক্ষা পরিচালিত হবে, মোট ৩৫টি ভেনু
- শিলিগুড়িতে ৪ জন সেন্টার ইনচার্জ

আবাস যোজনায় ঘুষ, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত সদস্য

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ১০ ফেব্রুয়ারি : গোয়ালপোখর ব্লকের গোতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘগাঁও এলাকায় বাংলা আবাস যোজনায় ঘর বরাদ্দের নাম করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গিয়েও এদিন বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিওর দেখা পাননি বলে জানিয়েছেন বাঘগাঁও এলাকার বাসিন্দা হাকিমুদ্দিন। যদিও এ নিয়ে গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিক বলছেন, 'এই বিষয়ে আমার কাছে কেউ অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হবে। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

বাঘগাঁও এলাকার বাসিন্দা সেহেরুণা খাতুন বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ হাকিম আমাকে বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় পাকা ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি কয়েক ধাপে ৩ হাজার টাকা ঘুষ নেন। তবে ঘর এখনও মেলেনি।' এদিকে, সেহেরুণার স্বামী হাকিমুদ্দিন বলছেন, 'দিনমজুরির কাজ করে আমরা কোনওরকমে সংসার চালাই। সরকারি প্রকল্পে সাহায্য পেতে গিয়ে ঘুষ দিতে হবে ভাবিনি।' হাকিমুদ্দিন আরও বলেন, 'বিডিওর নাম করে ওই পঞ্চায়েত সদস্য প্রথমে ২০০ টাকা নেন। এরপর ৫০০ টাকা করে দু'বার নেন। পরে একসঙ্গে ৩০০০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আমরা এর বিচার চাইছি।'

এদিকে, অভিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ হাকিমকে বিকেল ৪টে, সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে গোতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বীণা দাস সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় বিজেপি নেতা গোলাম সারওয়ার বলছেন, 'বাংলা আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের কাছ থেকে ৭ হাজার, ১০ হাজার টাকা করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' যদিও এ নিয়ে গোয়ালপোখর তৃণমূল ব্লক সভাপতি আহমেদ রেজা বলেন, 'এখনও পর্যন্ত এধরনের অভিযোগ শুনতে পাইনি। তাই আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

> **দিনমজুরির কাজ করে আমরা কোনওরকমে সংসার চালাই। সরকারি প্রকল্পে সাহায্য পেতে গিয়ে ঘুষ দিতে হবে ভাবিনি।**
>
> **হাকিমুদ্দিন**

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ডাবগ্রামে রাজ্য পুলিশের ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নে চিকিৎসা না পেয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুর অভিযোগে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে শিলিগুড়িতে মিছিল করল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। এদিন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার তরফে হিলকার্ট রোডে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এরপর সেখানে সিভিক ভলান্টিয়ার পঙ্কজের ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিকে, ডিআইজি সশস্ত্র পুলিশ ডেভিড ইভান লেপচা ঘটনার তদন্ত করছেন। পাশাপাশি মঙ্গলবার স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যাটালিয়নে প্রশিক্ষণ চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের মাথা ফাটানোয় অভিযুক্ত টোটোচালক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : গভীর রাতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর। হাসপাতালের মূল গেটে টোটো রাখা নিয়ে বচসার জেরে এক পুলিশ অফিসারের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক টোটোচালকের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, ঘটনার সময় সেই চালক অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন। জখম পুলিশ অফিসার বর্তমানে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন সেই চালক। তখন নর্দমায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে অভিযুক্ত টোটোচালকেরও। এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত বারোটা নাগাদ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম পুলিশ অফিসারের নাম কার্তিকচন্দ্র বর্মন। তিনি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পে এএসআই পদে কর্মরত। অভিযুক্ত টোটোচালকের নাম যতীন রায়, বাড়ি রায়গঞ্জ থানার পিপলান গ্রামে। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার রাতে। যতীন রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। রোগীকে নামানোর পর তিনি মেডিকেল কলেজের মূল গেটের সামনেই টোটো দাঁড় করিয়ে ধূমপান করতে শুরু করেন। অভিযোগ, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার কার্তিক তাঁকে সেখান থেকে টোটো সরাতে বললে তিনি গালিগালাজ শুরু করেন। বচসা চলাকালীন আচমকাই টোটো থেকে লোহার রড বের করে ওই পুলিশ অফিসারের মাথায় সজোরে আঘাত করেন অভিযুক্ত চালক।

রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ অফিসারের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন অন্য পুলিশকর্মীরা। তাঁদের দেখেই টোটো ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত যতীন। কিন্তু অন্ধকার রাস্তায় হাসপাতাল চত্বরেই একটি নর্দমায় পা পিছলে পড়ে যান তিনি। এতে তার ডান পা ভেঙে যায়। আহত পুলিশ অফিসারকে তড়িঘড়ি হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি করা হয়। পাশাপাশি পা ভাঙা অবস্থায় ওই চালককেও উদ্ধার করে অর্থোপেডিক বিভাগে ভর্তি করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। জখম পুলিশ অফিসার কার্তিক বলেন, 'মূল ফটক থেকে টোটোটি সরাতে বললে ওই চালক লোহার রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।' অন্যদিকে, অভিযুক্ত চালক যতীনের দাবি, 'সেই রাতে ঠিক কী ঘটেছে তা আমার মনে নেই।'

চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'পুলিশ অফিসারের মাথায় তিনটি সেলাই পড়েছে।' আর অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ অনুপ বর্মন জানান, টোটোচালকের ডান পা ভেঙে গিয়েছে। বর্তমানে প্লাস্টার করা হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, মেডিকেলের গেটে টোটোর দাপাদাপি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। হেমতাবাদের বাসিন্দা কোহিনুর খাতুন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সে আসা প্রসূতি রোগীকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে ১০ মিনিট দেরি হয়ে গেল শুধু এই টোটোর যানজটের কারণে।' হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় জানান, যানজট আটকাতে পুলিশ ও রক্ষীদের বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযোগ, বাধা দিতে গেলেই চালকরা দলবেঁধে হামলা চালায়। আপাতত অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। সুস্থ হলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্ত্রীকে খুন

৩০ টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা বাধে। তাই স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গ্রেপ্তার

কয়লা পাচার মামলায় আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা কিরণ খাঁ ও চিন্ময় মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল ইডি। এদের বিরুদ্ধে শিল্পাঞ্চলে সিন্ডিকেট পরিচালনার অভিযোগ।

প্রেমের ফাঁদে

সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অপহরণের অভিযোগ উঠল। বালিগঞ্জের বাসিন্দা অভিযুক্তের কাছ থেকে ভুয়ো বিভিন্ন পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে।

শ্রমিকের মৃত্যু

হাওড়া ট্রেড সেন্টারের বহুতলের ওপর থেকে ১২ ফুটের লোহার রড পড়ে মৃত্যু হল দুজনের। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়েছে। মঙ্গলাহাটে কাজ করতে এসেছিলেন দুই শ্রমিক।

ভোট ঘোষণা দোলের আগে

২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা, জানাল কমিশন

নবনীতা মণ্ডল ও অরূপ দত্ত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সীমা বাড়াল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। দোলের আগের দিন ২ মার্চ রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে কমিশনের বৈঠক সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। ১ মার্চ রাজ্যে আসছেন ডেপুটি ইসি জ্ঞানেশ ভারতী ও সিনিয়ার ডেপুটি ইলেকশন অফিসার মণীশ গড়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশেই রাজ্যে আসছেন ভারতী। রাজ্য সফর সেরে দিল্লি ফেরার পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট ঘোষণা হতে পারে।

এর আগে এই তালিকা প্রকাশের শেষ তারিখ ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। ওই বৈঠকের পরই কমিশন জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কমিশনের নতুন সূচি অনুযায়ী, ভোটার

- শুনানি শেষ ১৪ ফেব্রুয়ারি
- নথি যাচাই ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ২১ ফেব্রুয়ারি
- বুথ চূড়ান্তকরণ ২৫ ফেব্রুয়ারি
- ২৭ ফেব্রুয়ারি বুথের পরিকাঠামো পরীক্ষা
- ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

তালিকা সংক্রান্ত নোটিশের শুনানি চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এবং জমা পড়া নথিপত্রের যাচাই সম্পূর্ণ হবে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

সোমবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত এক সপ্তাহ সময় দেওয়ার নির্দেশ দেন। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, নতুন সরকারি আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভোটারদের জমা দেওয়া নথিপত্র যাচাই করতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সময় লাগছে। আবেদনকারীদের তরফে এই বিষয়টি তুলে ধরা হলে আদালত ১৪ ফেব্রুয়ারির পর আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এদিকে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত কর্মী সরবরাহ না করায় এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

অন্যদিকে সূত্রের খবর, এদিন কমিশনের সঙ্গে সিইও-র বৈঠকে এসআইআর প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, নথি যাচাইয়ের বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজ্যের প্রস্তুতির দিকটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের দফা নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে ভারতীর আসন্ন সফর প্রসঙ্গে সিইও দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।' বৈঠকে ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের পুলিশ, কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী, এক্সাইজ, কাস্টমস ও আয়কর, আবগারি সহ নানা দপ্তরের শীর্ষকর্তাদেরও উপস্থিত থাকার কথা।

ইতিমধ্যেই আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের আগে পুলিশ প্রশাসনের রদবদল সেড়ে ফেলতে ডিজি পীযূষ পান্ডে সমস্ত জেলার এসপিদের নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে ভোট ঘোষণার আগে এই প্রক্রিয়া মসৃণভাবে শেষ করা যায়। এদিনই বুদবুদ থানার 'বিতর্কিত' ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফেরত পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে একদফা বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠক সূত্রেই রাজ্যের প্রায় ২০-২৫ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর বুথ বলে মনে করছে কমিশন। তবে ভোট ঘোষণার পর রাজ্যে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের আগে জেলা প্রশাসনকে তা চূড়ান্ত করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে সিইও দপ্তর।

এসআইআর থেকে সেন্টার ইনচার্জদের রেহাই

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সেন্টার ইনচার্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কুল পরিদর্শক ও জেলা স্কুল পরিদর্শকদের অবশেষে এসআইআরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিল নির্বাচন কমিশন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক জানান, মঙ্গলবার ডিআই ও জয়েন্ট কনভেনারদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন ২১০৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে সেন্টার ইনচার্জ সংক্রান্ত আর কোনও সমস্যা নেই।

এদিকে সংসদ জানিয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনওরকম অভব্য আচরণ করলে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল হতে পারে। এমনকি কোনও পরীক্ষার্থী যদি কেন্দ্রে কোনওরকম ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী যে স্কুলের পড়ুয়া, সেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে জরিমানাও দিতে হতে পারে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোবাইল ও ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সহ পরীক্ষার্থীদের ধরা পড়ার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে সংসদও। কেউ যদি পরীক্ষাকেন্দ্রের কোনও ক্ষতি করেন, তাহলে সেই অভিযুক্ত পড়ুয়াকে অসদুপায় ও অসদাচরণ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি (ম্যালপ্র্যাকটিস অ্যান্ড মিসকন্ডাক্ট এনকোয়ারি কমিটি)-র সামনে হাজির করা হবে। এই কমিটিই সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার অভব্য আচরণের কারণ খতিয়ে দেখবে। সংসদ জানিয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে যদি কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরীক্ষা অথবা রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে। প্রয়োজনে অ্যাডমিট কার্ড বাজেয়াপ্তও করা হতে পারে।

একই সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন যেসব স্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে, সেইসব স্কুলে ওই সময় মাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন বন্ধ থাকবে। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে মঙ্গলবার জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। একই সঙ্গে সংসদও জানিয়েছে, যেসব স্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র নেই, সেখানে মাধ্যমিক স্তরের স্বাভাবিক পঠনপাঠন চলবে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারপোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির কাছে এই নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে।

মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষাতেও ভুল প্রশ্ন আসার অভিযোগ উঠল। ত্রিকোণমিতির ১২ নম্বরের প্রশ্নে ত্রুটি ছিল বলেই অভিযোগ করছে শিক্ষক মহলের একাংশ। তাদের দাবি, একই বিভাগ থেকে দুটি উপপাদ্যের প্রশ্ন দেওয়ায় পরীক্ষার্থীদের সমস্যা বেড়েছে। ত্রিকোণমিতির প্রশ্নে চিহ্নের ক্ষেত্রে ভুল রয়েছে বলেই অভিযোগ। যদিও এই প্রসঙ্গে এদিন পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে চায়নি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে গণিত প্রশ্নের এই ভুল নিয়ে পর্ষদের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। সংগঠনের দাবি, ১৫ (১) নম্বর প্রশ্নেও মুদ্রণ ত্রুটি রয়েছে। এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে কলকাতার ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস স্কুলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা শুরুর আগে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।

সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনে আজ বিচার

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর প্রথম দিনই থাকছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। বুধবার থেকে নতুন ভবনে বিচারের কাজ শুরু হচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন প্রধান বিচারপতি। ওই দিনগুলিতে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে থাকছেন বিচারপতি শম্পা সরকার, বিচারপতি পার্থসারথি সেন, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্কিটবেঞ্চে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন।

জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল সহ বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ইতিমধ্যেই স্থায়ী ভবনে ই-ফাইলিংয়ের কাজ চলতি মাস থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনকারীরা ই-ফাইলিং করছেন। বুধবার সকাল ১০টায় প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও রয়েছে নতুন ভবনে।

ভারত-মার্কিন চুক্তিতে শুল্ক নিয়ে প্রতিবাদ কংগ্রেসে। কলকাতার হাজরায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পথে পার্শ্বশিক্ষকরা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ৮ বছরে বেতন বাড়ল মাত্র ১ হাজার টাকা। এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের এই ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের পর এত বছর পেরিয়ে গেলেও কেন মাত্র এত কম বেতনবৃদ্ধি, সেই প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার বিকাশ ভবন অভিযান করলেন পার্শ্বশিক্ষকরা। বিধাননগর স্টেশন থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিলের সময় তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। দু-পক্ষের ধস্তাধস্তিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। তারপর বিকাশ ভবনের সামনে দীর্ঘ অবস্থানে বসেন শিক্ষকরা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে সন্ধের পর নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে দেন তাঁরা।

মিছিল থেকে শিক্ষকদের অভিযোগ, ১ হাজার টাকা ভাতা বাড়ায় প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকদের ১০ হাজার টাকা বেতন বেড়ে হয়েছে প্রায় ১১ হাজার টাকা। উচ্চপ্রাথমিকে ১৩ হাজার টাকা বেতন বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার টাকা। পার্শ্বশিক্ষক মনোরঞ্জন মণ্ডলের দাবি, '২০২৪ সালের ১ মার্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে নবান্নে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি নিয়ে একটি প্রস্তাব গিয়েছিল। সেখানে প্রাথমিক স্কুলের পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য ২৮ হাজার এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পার্শ্বশিক্ষকদের ৩২ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছিল। সেই জায়গায় মাত্র ১০০০ টাকা বাড়ানো হল কেন?' রাজ্যে ৪০ হাজারেরও বেশি পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের একাংশের দাবি, রাজ্য সরকারের এই হাজার টাকা 'ভিক্ষা' তাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন। অবিলম্বে তাঁদের স্থায়ীকরণের পাশাপাশি ইপিএফ চালু, শূন্যপদে নিয়োগ নিশ্চিতকরণ, চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু হলে আর্থিক সাহায্য ও পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়া এবং বর্ধিত হাজার টাকা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক ও পার্শ্বশিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, যে টাকায় মূল্যবৃদ্ধির বাজারে হাতখরচাও চলে না, সেই টাকা বেতন হিসেবে দিয়ে গত ১৫ বছর ধরে তাঁদের বঞ্চিত করছে রাজ্য সরকার। অবিলম্বে তাঁদের দাবিকে মান্যতা না দেওয়া হলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

জেল হেপাজতে আখতার আলি

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দুর্নীতি প্রকাশ্যে এনে অবশেষে তিনি গারদের ওপারে। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে মঙ্গলবার আত্মসমর্পণের জন্য হাজির হন আখতার। আইনজীবী মারফত আবেদন জমা করেন। জামিনের আর্জি করেছিলেন আখতার। যদিও তার বিরোধিতা করেছেন সিবিআই ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী। ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আখতারকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে তাঁর মামলাতেই কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তদন্তে নেমে আখতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বেশি দাম দেখিয়ে জিনিস কিনেছেন আখতার। তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। ২০২০ সালে দু'বছরের মধ্যে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকা ঢুকেছে। এর আগে একাধিকবার তাঁকে সমন পাঠানো হয়। গত শুক্রবারই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। সোমবার তার আদালতে আত্মসমর্পণের কথা থাকলেও তিনি আদালতেই আসেননি। সিবিআই তাঁর ঠিকানায় গিয়ে খোঁজখবরও চালায়। এদিন তিনি আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করেন। যদিও প্রশ্ন ওঠে, চারদিন আগে গ্রেপ্তারি পরোয়না জারি হলেও কেন তাঁকে ধরতে পারেনি সিবিআই। এদিন আদালতে সন্দীপের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত জানান, এই মামলা দীর্ঘায়িত করছেন আখতার। আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। দুর্নীতির শিকড় আরও গভীরে রয়েছে। একই দুর্নীতির অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ জেলে রয়েছেন। তাহলে আখতার কেন বাইরে থাকবেন? সিবিআইয়ের আইনজীবী আখতারের জেল হেপাজতের আবেদন করেন। যদিও আখতারের আইনজীবী দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেল অসুস্থ, তাই তিনি হাজিরা দিতে পারেননি। সিবিআই প্রশ্ন তোলে, 'তিনি পরে কেন আসেননি? মিডিয়ার বাইট দেওয়ার সময় ফিট, আর হাজিরা দিতে পারছেন না?' আখতারের আইনজীবী জানান, অনেকদিন ধরে অসুস্থ তাঁর মক্কেল। সমস্ত পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

যদি আমাকে ট্রেডি বলো... মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

ইআরও-দের হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : শুনানিতে যোগ্য-অযোগ্য নির্ধারণ চূড়ান্ত করবেন রাজ্য সরকারের ইআরওরাই। ইআরও-দের সিদ্ধান্তে মাইক্রো অবজার্ভাররা কোনও খবরদারি করতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর ইআরও, এইআরও-দের সতর্ক করে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচন কমিশনের নিয়মকে এড়িয়ে যোগ্য-অযোগ্য নির্ধারণে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে ইআরও, এইআরওদের ছেড়ে কথা বলা হবে না বলে হুমকি দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, মাইক্রো অবজার্ভারদের বিকল্প তালিকা হিসেবে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে যে হলফনামা দিয়েছে, তাতে একাধিক অসংগতি রয়েছে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের দেওয়া বিকল্প তালিকা যাচাই না করে কাউকে নিয়োগ না করার জন্য জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে সিইও-র দপ্তর। তালিকায় থাকা আধিকারিকদের যোগ্যতামান জানতে চেয়ে রাজ্য প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছে সিইও দপ্তর। সূত্রের খবর, রাজ্যের তরফে অফিসারদের 'বায়োডেটা' না পাওয়া পর্যন্ত কোনও নিয়োগ করা হবে না। ফলে রাজ্য সরকারি এই আধিকারিকদের নিয়োগ কবে হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে কমিশনের।

ইআরও-দের মাথার ওপর মাইক্রো অবজার্ভারদের বসিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বৈধ ভোটারদের নাম কাটছে কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে

> এমন কাণ্ড করবেন না, যাতে সুপ্রিম কোর্টে আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে না হয়। একটা ভুল বেরোলে কেউ না গেলেও আমি সুপ্রিম কোর্টে যাব।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

রাজ্যের শুনানিতে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের করা মামলার জেরে ৮ হাজার ৫০৫ মাইক্রো অবজার্ভারের বিকল্প নামের তালিকা দিতে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। রায়ের পর সোমবারই সেই তালিকা তৈরি করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিল নবান্ন। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হতে নির্দেশও দেওয়া হয়। আদালতের রায় হাতে পাওয়ার পর এদিন দিল্লির নির্দেশে রাজ্যের সিইও দপ্তর রাজ্য সরকারি এই অফিসারদের নিয়োগের ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করেছে। জেলা শাসকদের উদ্দেশে পাঠানো সেই নির্দেশিকায় সিইও দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কেবলমাত্র গ্রুপ বি অফিসারদেরই যেন নিয়োগ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশের পরই বেকায়দায় পড়েছে বিজেপি। বাধ্য হয়ে ইআরও-দের ওপর চাপ বাড়াতে তৎপর হয়েছেন শুভেন্দু। এদিন সিইও দপ্তরের নির্দেশিকাকে হাতে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'কমিশন নির্ধারিত ১৩টি নথির বাইরে অন্য কিছু গ্রহণ করা যাবে না। আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এর অন্যথা করবেন না। এমন কাণ্ড করবেন না, যাতে সুপ্রিম কোর্টে আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে না হয়। একটা ভুল বেরোলে কেউ না গেলেও আমি সুপ্রিম কোর্টে যাব।'

সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার আরও ২ লক্ষ শুনানি হয়েছে। এখনও প্রায় ১১ লক্ষ শুনানি বাকি রয়েছে।

মামলা করতে এসে নিজেই অভিযুক্ত বাবা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : হাওড়ার বাসিন্দা এক নাবালিকাকে খুঁজে পেতে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বাবা। এরপর বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে পুলিশের রিপোর্ট তলব করে। জানা গিয়েছে, নাবালিকা পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে জানিয়েছে, মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাবার অকথ্য অত্যাচারের শিকার হয়েছিল সে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে শিশু কল্যাণ সমিতির কাছে নিয়ে যায়। তারা তাকে সরকারি হোমে পাঠায়। পুলিশ বাবাকে জানায়, কী কারণে মেয়েকে হোমে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাবার অভিযোগ, তাঁকে না জানিয়ে মেয়েকে অবৈধভাবে আটকে রেখেছে হোম কর্তৃপক্ষ।

এদিন আদালতে রিপোর্ট জমা দেন রাজ্যের আইনজীবী। রিপোর্টে জানানো হয়, নাবালিকার বক্তব্য নথিবদ্ধ করে বাবার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। কিন্তু বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পালটা নাবালিকার বাবার আইনজীবী জানান, তিনি আদালতেই হাজির আছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ সোমবার উদয়নারায়ণপুর থানায় গিয়ে তদন্তকারী আধিকারিকের দেখা পাননি তিনি। বিচারপতি বসাক অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির আছেন অথচ তদন্তকারী রিপোর্ট দিয়ে জানাচ্ছেন তাঁর কোনও খোঁজ নেই।' তার পরেই ওই পুলিশ অফিসারকে ফুটেজ সহ আদালতে হাজির হতে বলেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

স্কুলে শিক্ষকের নিগ্রহে অবাক হাইকোর্ট

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিদ্যালয়ের ভিতরে শিক্ষককে বহিরাগতরা মারধর করে গেলেন। এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক। তারপরই বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যালয়ে যাওয়া ও বেতন। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই শিক্ষক। বিচারপতি সিনহা মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছেন, বুধবার থেকে আগের মতো বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস নিতে পারবেন তিনি।

অভিযোগ, গত বছরের ২৬ মে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বেআইনি কাজকর্ম নিয়ে কাঁথির অতিরিক্ত জেলা পরিদর্শকের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন ওই শিক্ষক। ১৬ জুলাই তাঁকে স্কুলে ঢুকে মারধর করেন বহিরাগত ও

প্রশ্নে বহিরাগতরা

অভিভাবকরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্কুল পরিদর্শক, কাঁথি সার্কেলের এসআইকে বিষয়টি জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ডিসেম্বর মাস থেকে তাঁর বেতন বন্ধ করে দিয়েছেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। এই পরিস্থিতিতে লড়াই করে উঠতে না পেরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে বদলির আবেদন জানিয়েছেন। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

যদিও এদিন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির দাবি, আদালতের আগের নির্দেশ মেনে ওই শিক্ষককে স্কুলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বিচারপতির নির্দেশ, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে রিপোর্ট দেবেন আদালতে। ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট দেবে আদালতে।

তবলা, ছড়ার ছন্দে 'রূপকথা' লিখছেন রাতুল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'ইনফ্লুয়েন্সার'। শব্দটি এখন সকলের মুখে মুখে। কলকাতার রেস্তোরাঁ কাণ্ড এবং বান্ধবীকে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে সমাজে এই 'ইনফ্লুয়েন্সার'দের প্রভাব নিয়ে চর্চা কম হয়নি। প্রশ্ন উঠছে তাঁদের সামাজিক দায়দায়িত্ব নিয়েও। এই আবহেই সামনে একটা তবলা আর একটা ফোন রেখে বছরের পর বছর 'ইনফ্লুয়েন্সার'-এর কাজ করে যাচ্ছেন রাতুল বসাক। কোনও আড়ম্বর নেই। ঝকঝকে পোশাকের বালাই নেই। তবলা বাজিয়ে ছন্দ মিলিয়ে হরেকরকম ছড়া কাটতে থাকেন ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন রাতুল। তাঁর তবলার ছন্দে করা 'হাট্টিমাটিম টিম' এখন সমাজমাধ্যমে দেশে-বিদেশে ভাইরাল। তবলার তালে গাওয়া 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'আমপাতা জোড়া জোড়া', 'টুইঙ্কল টুইঙ্কল' ও 'জনি জনি ইয়েস পাপা'র মতো ছড়াগুলির

শুধু ছড়া বলা নয়, দৃষ্টিহীনদের কম্পিউটারও শেখান রাতুল।

পিছনের এই কারিগর এখন হাজারো বিশেষভাবে সক্ষমদের অনুপ্রেরণা।

দিন বদলাচ্ছে। শিশুদের মুখে মুখে এখন বাংলা ছড়ার বদলে ঘুরছে ইংরেজি রাইম। রাতুল বলেন, 'সাহিত্য ও ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতেই তবলার সঙ্গে ছড়া বলার এই সিদ্ধান্ত। গান, কবিতা তো সবাই করেন। ছোট থেকেই তবলা বাজাতাম। ভাবলাম, ছোটবেলার স্বাদ বড় বয়সে ফিরিয়ে আনলে ক্ষতি কী? আর তাই বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে বিভিন্নরকম ছড়া ছন্দে ছন্দে বলা শুরু করলাম।' কথায় আছে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কিন্তু ল্যাদখোর বাঙালির অর্ধেক ইচ্ছে মাঠে মারা পড়ে অজুহাতের কারণে। যদিও বাঙালির এই দুর্নামকে বিশেষ পাত্তা দেননি রাতুল। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক যুগে বিশেষভাবে সক্ষমদেরও সমানভাবে কম্পিউটার শেখা জরুরি। কিন্তু উপায় কই? অপেক্ষা করেননি রাতুল। নিজেই প্রথমে স্ক্রিন রিডার দিয়ে কম্পিউটার শিখে ২০১৭ সালে খুলে ফেললেন একটি ইউটিউব চ্যানেল। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সেখানে দৃষ্টিহীনদের শেখাতে শুরু করলেন কম্পিউটার। এখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন আরও তিনজন প্রশিক্ষক। পৃথিবী ব্যাপী ৪০-৫০ জন দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী সেখানে অনলাইনে নিয়মিত কম্পিউটার শেখেন।

তবলা, ছড়া ও কম্পিউটারের কি বোর্ডের ছন্দে এভাবেই 'রূপকথা' লিখে চলেছেন রাতুল। পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন সবসময়। বাবা-মা ও বোনকে নিয়েই তাঁর ছোট্ট সংসার। রাতুলের কথায়, 'প্রথম যখন ছড়া বলা শুরু করেছিলাম, তখন ভাবিনি এতটা সাড়া পাব। ১০-১৫ কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে দর্শকরা এখন আমার অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। শিশুদের অভিভাবকরা যখন আমাকে ডেকে বলেন, আমার জন্যই তাঁদের বাচ্চারা সহজে ছড়া মুখস্ত করতে পারছে তখন মনে হয়, আমার কাজ স্বার্থক। ভিন রাজ্যের ভিন ভাষাভাষি মানুষরাও যখন আমার ছড়ার তালে ভিডিও বানান, তখন আরও ভালো লাগে।' সবটাই শুরু নিজের শখ থেকে। কিন্তু শখ কখনও জীবিকা হয়ে উঠতে পারে, তা ভাবেননি রাতুল। কিন্তু ভালো কাজে বাধা আছে। রাতুলের এই ভিডিও নিয়ে ট্রোল কম হয়নি সমাজমাধ্যমে। তাঁর কথায়, 'যে যাই বলুক, আমার একটাই উদ্দেশ্য, সমাজকে নিজের পরিচিতি ফিরিয়ে দেওয়া। ভাইরাল হওয়ার জন্য কাজ করি না। ভবিষ্যতে বাংলা ছড়াকে মেলোডি সহ আকর্ষণীয় সুর দিয়ে আরও নতুন নতুনভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার পরিকল্পনাই রয়েছে। বাঙালি হয়ে বাংলার জন্য এটুকু তো করাই যায়!'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬৩ সংখ্যা, বুধবার, ২৮ মাঘ ১৪৩২

চরিত্রে কালিমা

নৈতিকতা তাদের একচেটিয়া বলে আবহমানকাল দাবি ছিল বামপন্থার। যেকারণে নিজের বিশুদ্ধতা রক্ষায় বামপন্থার একধরনের ছুঁতমার্গ ছিল। ভোট এবং ভাবনা (নৈতিক) একইসঙ্গে রক্ষা ছিল লক্ষ্য। সেই অবস্থান অনেক বামমনস্ক মানুষের মানসিক ভিত্তি এখনও থাকতে পারে। বাম বলয়ের বাইরের কিছু মানুষেরও সেই বিশ্বাস আছে। কিন্তু বাম মতাদর্শের ধারক-বাহক বলে নিজেদের দাবি করা দলগুলি সার্বিকভাবে তা থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

মহম্মদ সেলিম ও হুমায়ুন কবীরের সাম্প্রতিক বৈঠক নিয়ে সিপিএমের এক যুব নেতার মন্তব্য সেই বাস্তবকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। যুব নেতাটি দাবি করেছেন, নৈতিকতা রক্ষার দায় একা সিপিএমের নয়। তিনি না বললেও একথায় কোনও অতিশয়োক্তি নেই যে, আপাতত সেই দায় সামগ্রিকভাবে বামপন্থারও নয়। মতাদর্শের চেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্তি এখন বাম দলগুলির পাখির চোখ। সেই লক্ষ্য পূরণের পদক্ষেপের সঙ্গে বামপন্থার সম্পর্ক না থাকলেও কিছু যায় আসে না।

এমন নয় যে সেই 'স্খলন' হুমায়ুনের সঙ্গে জোট ভাবনা (ভাবনা বলাই ভালো, কার্যকর রূপ পাওয়া নিয়ে সন্দেহ আছে) দিয়ে প্রথম শুরু হল। কিংবা আব্বাস সিদ্দিকীর ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) সঙ্গে আসন সমঝোতা করে শুরু হয়েছিল। বিপ্লবের তাগিদে জার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক-মেনশেভিকের জোট হয়েছিল। ভারতে বিপ্লবের পথ থেকে বাম দলগুলি অনেক আগেই সরে গিয়েছে।

ফলে বিপ্লব বা মতাদর্শ নয়, বামপন্থী দলগুলির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু ভোটে লড়াই নয়, ভোটে জেতা। অতীতে ভোটে লড়া ছিল বামপন্থার রণকৌশল। বিপ্লব বা আলাদা চরিত্রের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য না থাকায় ভোট মোক্ষ হয়ে ওঠায় সরকার দখল হয়ে উঠেছে বামপন্থী দলগুলির উদ্দেশ্য। সেই কারণে অতীতে জনতা পার্টির সঙ্গে জোট গড়ে ১৯৭৭-এ বাংলার ক্ষমতায় আসতে কোনও ছুঁতমার্গ ছিল না।

যদিও সেই জনতা পার্টির মধ্যে জনসংঘের মতো সংঘ পরিবারের দল ছিল। ইন্দিরা গান্ধির 'স্বৈরশাসন'কে উচ্ছেদের তাগিদ বহু মানুষের ছিল বলে তখন তাই অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানিদের সঙ্গে হাতে হাত ধরে জ্যোতি বসুর সভা করা নিয়ে বামপন্থীদের মনে তেমন প্রশ্ন ওঠেনি। দোলাচল তৈরি হল বাংলা, ত্রিপুরায় বামপন্থীরা সরকারচ্যুত হওয়ার পর। কংগ্রেস একসময় ছিল ঘোষিতভাবে সিপিএমের শ্রেণিশত্রুর প্রতিনিধিত্বকারী দল।

কংগ্রেসের 'কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান একসময় বামপন্থীদের পরিচিত স্লোগান ছিল। সেই শত্রু শিবিরের 'হাত' ধরার পিছনে যে কোনও আদর্শগত অবস্থান ছিল না, তা পরিষ্কার। এখনকার প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কংগ্রেস বেগরবাই না করলে এবং তাতে হাইকমান্ড সিলমোহর না দিলে সেই হাত ধরাধরিতে এখনও ছেদ পড়ত না। আপাতত যে বাংলার ক্ষমতা দখল অসম্ভব, তা না বোঝার মতো অজ্ঞ সিপিএম নেতৃত্ব নয়।

সংসদীয় রাজনীতি এখনকার বামপন্থী দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হয়ে ওঠায় সরকার দখল করতে না পারলেও যতটা সম্ভব বেশি আসনে জেতা এখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। বামফ্রন্টের অন্য শরিকদের উপস্থিতি এখন স্রেফ কাগজে-কলমে। কোনও শরিকের সামান্যতম জনভিত্তি আর অবশিষ্ট নেই। তবু যতটা সম্ভব ভোট এদিক-ওদিক থেকে কুড়িয়ে নেওয়ার তাগিদে সিপিএমকে বামফ্রন্ট টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে।

একা বামফ্রন্টের ক্ষমতা নেই বলে কিছু আসন জিতে অস্তিত্ব জাহিরের লক্ষ্যে তাই সিপিএম কখনও কংগ্রেস, কখনও আব্বাস, কখনও হুমায়ুনের হাত ধরতে মরিয়া। কংগ্রেসকে নিয়ে বামমনস্ক কিছু মানুষের দ্বিধা ছিল না, এমন নয়। কিন্তু হুমায়ুনের সঙ্গে জোট উদ্যোগে গেল গেল রব উঠেছে বামপন্থার ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী চরিত্রের ওপর আঘাতের সম্ভাবনায়। আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতাও হারিয়ে গেলে বামপন্থার আর থাকে কী!

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরুমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

বাজেটের জৌলুস বনাম দীর্ঘশ্বাস

দুই বাজেটে কর্মসংস্থান ব্রাত্য থাকায় উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলিতে ঘনীভূত হচ্ছে এক গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

সাম্প্রতিককালে কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয় সরকারেরই বাজেট পেশ হয়েছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বাজেট হল একটি দিশারি দলিল, যা আগামী এক বছরের উন্নয়নের পথচিত্র তৈরি করে। কিন্তু মানুষ যখন তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে বসছে, তখন উভয় সরকারের বাজেটের অন্দরমহলে একটি মৌলিক এবং উদ্বেগজনক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে উভয় বাজেটেই সরকারি কর্মসংস্থান সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্রাত্য রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট এখন সাধারণ মানুষের কাছে কেবল বার্ষিক হিসাবনিকাশের খতিয়ানে পরিণত হয়েছে—যেখানে নজর থাকে কোন কোন জিনিসপত্রের দাম বাড়ল বা কমল এবং আয়করের নিম্নসীমা কতটা বদলাল। অন্যদিকে, রাজ্য বাজেটের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের 'পাখির চোখ' হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ভাতার পরিমাণ বাড়ছে কি না।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তাদের দৃষ্টি এর বেশি আর প্রসারিত করতে পারছে না, অথবা বলা ভালো, করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। মানুষের চাহিদা আজ এতটাই সীমিত হয়ে পড়েছে যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত হতাশায় তারা বড় কিছু আশা করতেও ভয় পায়। 'কোনওমতে দিন কেটে গেলেই হল'—এই ধরনের এক গভীর নেতিবাচক মানসিকতা আজ আমাদের সমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এর ফল কিন্তু হাতেনাতেই পাওয়া যাচ্ছে। বড় শহরের কৃত্রিম চাকচিক্য বাদ দিলে উত্তরবঙ্গের জেলা বা মহকুমা শহরগুলো আজ এক অদ্ভুত স্থবিরতার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে পড়ছে। গ্রামীণ জীবন হতাশার তলানিতে এসে ঠেকেছে, যেখানে ভবিষ্যতের কোনও নিশ্চিত আলো নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু দপ্তরে স্থায়ী কর্মী অল্প হলেও নিযুক্ত হয়, কিন্তু সেখানে মেধাবীরাই অগ্রাধিকার পায়। সাধারণ মানুষের জন্য আশার কথা শোনানোয় তো ক্ষতি নেই! বালুরঘাটের সাংসদ কেন্দ্রীয় সরকারের নানা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য 'কর্মসংস্থান' অ্যাপ খুলেছেন। উদ্যোগী নেতৃত্ব এই জাতীয় আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেকার তরুণ-তরুণীদের সমস্যার সমাধানের আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান না হলে কেবল প্রযুক্তির ব্যবহারে দারিদ্র্য ঘুচবে না।

অস্থায়ী নিয়োগের দাপট ও মেধার অবমূল্যায়ন

রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বিষয়টি নিয়ে কোনও দিশারি কর্মসূচি বা ভাবনাচিন্তা নেতা-মন্ত্রীদের তরফে চোখে পড়ে না। সর্বত্রই 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' নীতিকে আঁকড়ে ধরা হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ জীবন নিয়ে কোনও বড় এবং স্থায়ী পরিকল্পনা করতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরের সরকারি কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনা করলে প্রথমেই আসে 'ডাক্তারি' পেশার কথা। অথচ করুণ বাস্তবতা হল, বহু বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে পড়াশোনা করার পর দেখা যাচ্ছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্থায়ী পদ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। ডাক্তারের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পেশাও এখন চলছে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে।

সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তারদের নাম ফলাও করে জেলা শহরগুলোর পলিক্লিনিক ও নার্সিংহোমগুলোতে বিজ্ঞাপনের মতো দেখা যায়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, সেই সব নামের ৮০ শতাংশই আসলে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী ডাক্তার। এত মেধা, এত সময় অপেক্ষা করে যদি নামমাত্র বেতনে অস্থায়ী হিসেবে জীবন শুরু করতে হয়, তবে আগামীদিনে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কেন এই পেশায় আসবে? হয়তো উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলোর দশাও রাজ্যের বিএড কলেজগুলির মতোই হবে। একের পর এক গজিয়ে ওঠা বিএড কলেজ যেমন শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিয়মিত না হওয়ায় আজ 'ভূতুড়ে বাড়ি' হয়ে উঠেছে, মেডিকেল কলেজগুলোর ভবিষ্যৎও হয়তো তাই। অথবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় আগামীদিনের ডাক্তারদের হয়তো অপারেশন থিয়েটারে 'ইউটিউব' খুলে অস্ত্রোপচার শিখতে হবে—যা একটি উন্নত সমাজের পক্ষে চরম লজ্জার।

উচ্চশিক্ষায় অনীহা ও শিক্ষিত যুবসমাজের গন্তব্য

সরকারি কর্মসংস্থানের আশা-ভরসা না থাকায় গ্রামীণ অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কলেজ শিক্ষা গ্রহণের প্রবল অনীহা তৈরি হয়েছে। সরকার ব্লকে ব্লকে কলেজ খুলে দিলেও সেখানে না আছে পর্যাপ্ত স্থায়ী অধ্যাপক, না আছে নিয়মিত ছাত্রছাত্রী। পড়াশোনা শেষ করে যদি কাজই না পাওয়া যায়, তবে সেই ডিগ্রির মূল্য কোথায়? এই অনিশ্চয়তা থেকেই যুবসমাজ আজ সময় নষ্ট না করে নানা ছোটখাটো পেশায় ঝুঁকে পড়ছে। ডেলিভারি বয়, ক্যাবচালক, মলে সাধারণ কর্মী, কোম্পানির সেলসম্যান বা লোন রিকভারি এজেন্টের মতো পেশাই এখন গ্রাম-শহরের শিক্ষিত বেকারদের শেষ আশ্রয়। কিন্তু এই পেশাগুলোর ভবিষ্যৎ কী? এখানেও তো সেই শ্রম শোষণের নগ্ন রূপ প্রকট।

সহজলভ্যতার কারণে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা কি ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়? মাত্র পনেরো-বিশ হাজার টাকার এই অস্থায়ী চাকরি কোনওভাবেই জীবনের স্থায়ী পরিকল্পনা করতে দেয় না। এই সীমিত আয়ে কোনওমতে দিনগুজরান হয়তো সম্ভব, কিন্তু সংসার রচনা বা পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করতে অনেকেই আজ সাহস পাচ্ছে না। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠন ভেঙে পড়ছে। বিয়ে হচ্ছে না, আর সংসার হলেও পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে আনতে ভয় পাচ্ছে আর্থিক নিরাপত্তাহীন বাবা-মায়েরা। অস্থির অর্থনীতি আজ আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক বন্ধনের ভিতকেই নড়বড়ে করে দিচ্ছে। মেধা ও শ্রম—উভয়েরই মর্যাদা আজ শূন্যের কোঠায়।

বাজেট আসে বাজেট যায়, কিন্তু স্থায়ী কর্মসংস্থান ও কৃষকের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে প্রান্তিক জনপদের জৌলুস ক্রমেই ফিকে হয়ে আসে। মেধা ও শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন না হওয়ায় শিক্ষিত যুবসমাজ আজ অস্থায়ী পেশার গোলকধাঁধায় বন্দি, যা আঘাত করছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোয়।

বিপন্ন কৃষি পরিকাঠামো ও উন্নয়নের অন্তঃসারশূন্যতা

যাঁরা এ রাজ্যের মায়া কাটিয়ে গুজরাট বা মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো বিদেশের মাটিতে খেটেখুটে দু-পয়সার মুখ দেখছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে থেকে যাওয়া মানুষগুলো আজ কৃষিক্ষেত্র থেকে পর্যাপ্ত আয় করতে পারছে না। চাষাবাদের বিপুল ব্যয়ভার বহন করে ফসল ওঠার পর যখন কৃষক উপযুক্ত দাম পায় না, তখন সমগ্র গ্রামীণ জনপদে এক অন্ধকারময় বিষণ্ণতা ছেয়ে যায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাবে এবছর ধানের দাম সরকারি রেটের চেয়ে অনেক কম দামে হাটেবাজারে পাইকারি বিক্রি হয়েছে। কৃষিমান্ডিগুলিতে সরকার ধান কেনা বন্ধ করলে দাম আরও পড়ে যাবে—এই ভয়ে কৃষকরা তড়িঘড়ি যা পাচ্ছেন তাতেই ফসল বিক্রি করে দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে উন্নয়নের জৌলুস দেখানো হচ্ছে, তার বেশিরভাগটাই অন্তঃসারশূন্য। ঘটা করে রিভারড্যাম বা নদীবাঁধ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বছর ঘুরতেই বর্ষার জলে তা ধসে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট হচ্ছে, কিন্তু তড়িঘড়ি করা সেই পিচের তলা থেকে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ছে কয়েক মাসেই। এমনকি লোহার রডের বদলে কঞ্চি দিয়ে স্ল্যাব ঢালাই করার মতো ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ঠিকাদারদের। জনগণের অর্থ জনগণের কাজে লাগছে না, যেন ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার না থাকায় মানুষের মূল্যবোধের মান যেমন কমছে, তেমনি কাজের মানও তলানিতে ঠেকছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রান্তিক সাধারণ মানুষকেই।

মফসসলের স্তিমিত অর্থনীতি ও বিপন্ন স্বপ্নের ভবিষ্যৎ

একসময়ের ছোট ছোট দোকানপসারে সাজানো মফসসল শহরগুলোতে জৌলুস না থাকলেও একটা শান্তি ছিল। এখন মহানগরের ছোঁয়ায় বিগ হাউস বা বড় শপিং মল ছোট শহরগুলোতে ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু শুধু আলো জ্বালিয়ে কি উন্নয়ন হয়? গ্রাম ও ছোট শহরের হতাশা আর অন্ধকার এই জৌলুসকে ম্লান করে দিচ্ছে। স্থায়িত্ব না থাকলে সবকিছুর ভিতই নড়বড়ে। ছোট শহরগুলোতে প্রোমোটার তৈরি হল, অসংখ্য ফ্ল্যাট তৈরি হল ; প্রথম দিকে কিছু কাটতি হলেও এখন বাজার স্থবির। কারণ কে কিনবে ওই চড়া দামের ফ্ল্যাট? দশ-পনেরো হাজার টাকার অস্থায়ী চাকরি করা তরুণ কি আবাসন কেনার স্বপ্ন দেখতে পারেন? রাজ্য সরকারের দেওয়া সামান্য ভাতা কি একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অটুট রাখতে পারে?

(লেখক অক্ষরকর্মী। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

- এআই

আজ

১৮৮২

কবি, ছড়াকার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের দিনে।

১৯৪৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

আলোচিত

তৃণমূলের আসন আগামী নির্বাচনে ১০০-র নীচে নেমে যাবে। সেই রাস্তা খুলে দিয়েছি। বিজেপি অন্তত ২০০ আসনে জয়ী হবে। ২০২১ ও ২০২৪ সালে পূর্ব মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গে যেরকম ভোট হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি হলে তৃণমূলের ভরাডুবি অনিবার্য। তৃণমূলের আসন ডাবল ডিজিটে নেমে যাবে।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

রাজস্থানের কোটায় পরিচারিকাকে বেধড়ক মার। মহিলা এক ফ্ল্যাটে রাঁধুনির কাজ করতেন। সেখানকার বাসিন্দা দুই মদ্যপ ছাত্র তাঁকে গালিগালাজ করে। ঝাড় দিয়ে মারে। টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে দেয়। অভিযুক্তদের আটক করেছে পুলিশ।

ভাইরাল/২

মহারাষ্ট্রে এক সরকারি উর্দু স্কুলের অনুষ্ঠান। পড়ুয়ারা তলোয়ার হাতে গানের তালে পারফর্ম করে। যে গানে তারা নাচছিল সেটি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গান। শিশুদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া এবং পাকিস্তানের গান বাজানোয় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

জনমন জনমত

স্কুলে সবুজ ক্লাব, চাই বাস্তব রূপায়ণ

এককালে উত্তরবঙ্গের আকাশে ছিল মেঘেদের আনাগোনা আর নীচে ছিল ঘন সবুজের আস্তরণ। আজ সেই ছবি বদলেছে। আধুনিকতার কংক্রিট জঙ্গলে আমরা যখন হাঁসফাঁস করছি, তখন আশার আলো দেখাতে পারে একমাত্র আগামীর প্রজন্ম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকায় স্কুলগুলোতে সবুজ ক্লাব বা ইকো-ক্লাব গঠনের কথা বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা শুধু বার্ষিক রিপোর্টের পাতায় সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চপ্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে এই সবুজ বিপ্লব কি আদৌ প্রাণ পেয়েছে?

স্কুলে এই সবুজ ক্লাব শুধু একটি নাম নয়, এটি হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের এক জীবন্ত গবেষণাগার। ছাত্রছাত্রীরা বইয়ের পাতায় সালোকসংশ্লেষ পড়বে ঠিকই, কিন্তু নিজের হাতে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া বা ভেষজ বাগান তৈরির যে আনন্দ, তা কি কোনও মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নে পাওয়া সম্ভব? প্লাস্টিক বর্জন, বৃক্ষরোপণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষা যদি ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের বাইরে বের না হয়, তবে সেই শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

আজকের জলবায়ু সংকটের যুগে দাঁড়িয়ে প্রতিটি স্কুলে ইকো-ক্লাব বাধ্যতামূলক করা এখন সময়ের দাবি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে কীভাবে জল অপচয় রোধ করতে হয়, কীভাবে জৈব সার তৈরি করতে হয় এবং কেন নিষিদ্ধ শব্দবাজি বা ক্যারিব্যাগ পরিবেশের শত্রু। এতে শুধু পরিবেশ সচেতনতাই বাড়বে না, বরং দলগত কাজ ও নেতৃত্বের গুণাবলিও বিকশিত হবে।

শিক্ষা দপ্তরের কাছে বিনীত আবেদন, সবুজ ক্লাব গঠন যেন স্রেফ প্রথাগত নিয়ম না হয়। প্রতিটি স্কুলে টিফিনের বিরতি বা সহ পাঠক্রমিক কার্যাবিলর সময়ে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় এই ক্লাবের জন্য বরাদ্দ করা হোক। পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের এই 'সবুজ বাহিনী' যদি সক্রিয় হয়, তবেই উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যাওয়া শ্রী ফিরে আসবে।

আসুন, চক-ডাস্টারের পাশাপাশি কচিকাঁচাদের হাতে চারাগাছও তুলে দিই। পড়াশোনার পাশাপাশি প্রকৃতিকে ভালোবাসার এই পাঠই হোক আগামীর শ্রেষ্ঠ সিলেবাস।

মলয় চক্রবর্তী
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

আমাদের শীতকাল, নরম রোদের উল্লাস

তিস্তা-করলার পাড় থেকে বিলিতি শীতের আখ্যান পেরিয়ে নলেন গুড়ের আমেজ; ঋতুর বিদায়পর্বে মন খারাপ সবার।

গৌতম গুহ রায়

শীতকাল মানেই এক অন্যরকম মাদকতা। উত্তরবঙ্গের শহর জলপাইগুড়ি থেকে কিছুটা পুবে এগোলেই তিস্তার সুবিস্তৃত চরে দেখা মেলে সেই মায়াবী শীতের। তিস্তা আর করলা নদীর মধ্যবর্তী বাঁধের রাস্তায় যখন প্রাতর্ভ্রমণকারীদের ভিড় জমে, চরের কৃষকরা পসরা নিয়ে শহরে আসেন, তখন কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে চারপাশ। রুপালি বালিকণার ওপর জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলো রোদের স্পর্শে মুক্তোর মতো চিকচিক করে ওঠে। শীতের এই নরম রোদে ভেজা পায়ে হেঁটে চলা এক পরম বিস্ময়। ভাস্কর চক্রবর্তীর সেই অমোঘ প্রশ্ন— 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'— আজও আমাদের স্মৃতির জানলায় কড়া নাড়ে। কখনও ভোরের মেঘলা অন্ধকারে নিজের হাতের নখটুকুও দেখা যায় না, আবার কখনও একাকিত্বে ভিজে ওঠে চোখের কোণ। এ এক আশ্চর্য দৌড়, যা আমাদের ক্লান্ত করে না।

শীতের এই রূপমাধুর্য নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। তিস্তার জলবাষ্প মাখা সকালে কোনও এক সঙ্গিনী যখন চাদর উড়িয়ে বলে, 'যতই তুমি শীতের রূপকথা বলো, আমার প্রিয় কিন্তু রবিঠাকুরের বর্ষা,' তখন বোঝা যায় এটি আসলে শীতের আদুরে পরশের প্রতি এক গভীর ঈর্ষা। শীতের হাওয়া আমলকীর ডালে নাচন লাগায় ঠিকই, কিন্তু প্রবাসে থাকা বাঙালির কাছে এই ঋতু অন্য অভিজ্ঞতার। জলশহরের বন্ধু, বর্তমানে ইউরোপের চিকিৎসক সুমনের কথায় উঠে আসে ভিন্ন গোলার্ধের হাড়কাঁপানো ঠান্ডার গল্প। ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডের পথে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর রোদ-ছায়ার খেলা দেখে যা বোঝা যায়নি, লেস্টারের রানওয়েতে নেমে সেই কনকনে হাওয়ার দাপটে তা হাড়েমজ্জায় অনুভূত হয়। গাড়ির ভেতর হিটার আর বাংলা গানের আশ্রয়ে তখন খুঁজে নিতে হয় প্রাণের আরাম।

তবে আমাদের এই তিস্তাপাড়ের শীত একেবারেই আলাদা। ডুয়ার্সের জঙ্গল আর জলহীন নদীতে এই মাঘ-ফাল্গুনের বেলা মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। বর্ষার জঙ্গলের চেয়ে শীতের ডুয়ার্স কোনও অংশে কম রূপবান নয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির ছুটির দিনগুলো— ১ জানুয়ারি থেকে শুরু করে সরস্বতীপুজো পর্যন্ত— সবই যেন উল্লাসের উৎসব। শহরের ঝিমিয়ে থাকা পথগুলো তখন পিকনিকের ম্যাটাডোর আর লাউডস্পিকারের গানে মুখরিত হয়। রঙিন বেলুন আর নেচে ওঠা তারুণ্যের ভিড়ে শীতের বিজয় অভিযান রচিত হয়। কলোনিয়াল মাঙ্কি টুপি আর সোয়েটারের আড়ালে মানুষ তখন সান্দাকফুর তুষারপাত বা সান্তাক্লজের স্বপ্ন দেখে।

শীত যেমন হুল্লোড়ের, তেমনি এটি নিঃসঙ্গ স্মৃতিরও ঋতু। নিঝুম রাতে শৈশব বা কৈশোরের কোনও না-হারানো চাহনি মনে ভিড় করে। জয় গোস্বামীর কবিতার মতো 'কে কার প্রণয়ে পড়ল'— সেই অমীমাংসিত প্রশ্ন আজও চাঁদনি রাতে জেগে থাকে। আবার শীত মানেই তো রস আস্বাদন। নলেন গুড়ের সেই ম-ম করা গন্ধ আর মাটির কলস থেকে চুইয়ে পড়া রসের স্বাদ বাঙালির ডিএনএ-তে মিশে আছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়, 'দেবের দুর্লভ ধন জীবনের ঘড়া / এক বিন্দু রস খেলে বেঁচে ওঠে মড়া।' খেজুর রসের এই মহিমা কেবল রসনাতেই নয়, সাহিত্যেও অমলিন। নতুন চালের নবান্ন আর পালাগানে মেতে ওঠে তিস্তা-তোর্ষার জনপদ। সংস্কৃত সাহিত্যের 'রসনিষ্পত্তি' হোক বা লোকনাট্যের আসরে সবকিছুতেই জড়িয়ে থাকে শীতকালের এক অদ্ভুত উষ্ণ পরশ। শীত আমাদের কেবল যাপনের ঋতু নয়, এ আমাদের মনের খোরাক, এক পরম প্রাপ্তি।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

জলপাইগুড়ির তিস্তায়। ছবি : মানসী দেব সরকার

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৭

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। অল্প সময়ে জন্মানো একাধিক সন্তান ৫। সেবন করলে নেশা হয় ৬। সোনার মতো চকচকে ৮। ফুলের নাম যার সঙ্গে আফিমের সম্পর্ক আছে ৯। অহংকার ১১। যে ব্যবস্থায় সরকারি অফিসাররাই সর্বেসর্বা ১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকা ১৪। সমুদ্র মন্থনে ওঠা ফুলগাছ।

উপর-নীচ : ১। ব্যাংকে রাখা টাকা ২। কবুতর ৩। ডাকের চিঠি বিলি করেন। ৪। সহজে লভ্য ৬। সবজি অথবা বানর ৭। বশ্যতা স্বীকার করে যে কর দেয় ৮। মাসপয়লা ৯। দেব উপাসনার শব্দ ১০। রাবণের ছেলে ১১। ইটের টুকরো ১২। বকশিস দেওয়া ১৩। সংগীতে সুরের সংখ্যা।

সমাধান ■ ৪৩৬৬

পাশাপাশি : ১। বিভাবসু ৩। পঞ্চম ৫। খামচাখামচি ৬। কণাদ ৭। ইরাক ৯। রঘুকুলপতি ১২। নালিক ১৩। রসাতল।

উপর-নীচ : ১। বিধেয়ক ২। সুগম ৩। পরিখা ৪। মরীচি ৫। খাদ ৭। ইতি ৮। কলকল ৯। রটনা ১০। কুলক ১১। পসার।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভোটের আগে বড় ধাক্কা, বাংলার ভাগে ৪৭০০ কোটি কম

খয়রাতিতে রাশ, বরাদ্দে কোপ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই রাজ্যের ভাঁড়ারে বড়সড়ো টান। ষোড়শ অর্থ কমিশনের রিপোর্টে বাংলার জন্য বড় দুঃসংবাদ—কেন্দ্রীয় করের ভাগে রাজ্যের প্রাপ্য কমছে প্রায় ৪,৭০০ কোটি টাকা! অথচ, ভোটের মুখে থাকা অন্য তিন রাজ্য—অসম, কেরল ও তামিলনাড়ুর কপালে জুটছে বাড়তি বরাদ্দ।

বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা যাক। ১৫ তম অর্থ কমিশনের সময় কেন্দ্রীয় করের বিভাজ্য পুলে বাংলার অংশ ছিল ৭.৫২৩ শতাংশ। ১৬ তম কমিশনে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭.২১৫ শতাংশে। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও টাকার অঙ্কে এই পতনের পরিমাণ বিশাল। অন্যদিকে, দক্ষিণের রাজ্য কেরল বা তামিলনাড়ু, যারা এতদিন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের 'শাস্তি' পাওয়ার অভিযোগ করত, তারা এবার লাভের মুখ দেখেছে। কেরলের বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে রয়েছে অর্থ কমিশনের ফর্মুলার বদল। ১৬ তম কমিশন এবার রাজ্যের 'জিডিপি-তে অবদান'-কে নতুন মাপকাঠি হিসেবে এনেছে এবং তাকে ১০ শতাংশ গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ, যে রাজ্য দেশের অর্থনীতিতে যত

বেশি অবদান রাখছে, তার পকেটে তত বেশি টাকা। এই নতুন অঙ্কেই পিছিয়ে পড়েছে বাংলা। উলটোদিকে দক্ষ ও উন্নত অর্থনীতির রাজ্যগুলো বাড়তি সুবিধা পেয়েছে।

তবে শুধু ফর্মুলা নয়, কমিশনের রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে রয়েছে রাজ্যগুলোর 'খয়রাতি' সংস্কৃতি নিয়ে কড়া সতর্কবার্তা। কমিশন সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর নাম উল্লেখ করে জানিয়েছে, এই ধরনের শর্তহীন নগদ হস্তান্তর প্রকল্পগুলো রাজকোষের ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের স্পষ্ট সুপারিশ—জনমোহিনী প্রকল্পে 'সানসেট ক্লজ' বা মেয়াদের ইতি টানা দরকার। অর্থাৎ, অনন্তকাল ধরে ভরতুকি দেওয়া চলবে না।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠছে—শুধুই কি বাংলা? কমিশন রিপোর্টে মহারাষ্ট্রের 'মাঝি লড়কি বহিন' বা কর্ণাটকের 'গৃহলক্ষ্মী'-র মতো প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেছে। পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে রাজ্যগুলোর মোট ভরতুকির প্রায় ২০ শতাংশই চলে যাচ্ছে এই ধরনের নগদ হস্তান্তরে। একযাত্রায় কি তবে পৃথক ফল? আদপেই না। কমিশন সব রাজ্যকেই সতর্ক করেছে যে, এভাবে ঋণ নিয়ে ঘি খাওয়ার অভ্যাস বর্জন করতে হবে এবং ফিসকাল ডেফিসিট বা রাজস্ব ঘাটতি ৩ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে।

একদিকে ৪,৭০০ কোটি টাকা কম পাওয়া, অন্যদিকে ভরতুকি কমানোর চাপ—ভোটের বছরে রাজ্য সরকারের কাছে এটা জোড়া চ্যালেঞ্জ। বিরোধী দলগুলো হয়তো একে 'উন্নয়নের ব্যর্থতা' বলবে, আর শাসকদল একে 'বঞ্চনা' হিসেবে দেখাবে। কিন্তু রাজনীতির তর্জা সরিয়ে রাখলে বাস্তবটা কঠিন। ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে থাকা নিয়ে যখন রাজ্যে ক্ষোভ, তখন করের ভাগে এই কোপ রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বরফের চাদরে ঢাকা। মঙ্গলবার গুলমার্গে।

কংগ্রেসের নোটিশে সই নেই তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা নিয়ে বিরোধী ঐক্য আপাতত অধরা। ওই অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত নোটিশ আনার আগে তৃণমূলের তরফে কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি না মানায় ওই নোটিশে তৃণমূলের কেউ সই করেনি। এই অনাস্থা নোটিশের জেরে স্পিকার ওম বিড়লা এদিন লোকসভায় আসা থেকে বিরত থাকেন। সভা পরিচালনা করেন প্যানেল চেয়ারপার্সনরা। সূত্রের খবর, অনাস্থা প্রস্তাবের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আপাতত সভা পরিচালনার দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্পিকার। এদিন দুপুরে লোকসভার সচিবালয়ে নোটিশটি জমা দেন কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে সুরেশ। নোটিশটি লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ

স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা

দিয়েছেন স্পিকার। নোটিশে কংগ্রেস, ডিএমকে, সপা সহ ১২০ জন বিরোধী সাংসদের সই রয়েছে।

স্পিকারের বিরুদ্ধে আনা ওই অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে সই করেননি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। কংগ্রেস সূত্রের খবর, লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে যদি খোদ বিরোধী দলনেতা অনাস্থা প্রকাশ করেন তাহলে তা সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদার পক্ষে বেমানান হত। এদিকে ওই নোটিশে তৃণমূলের সই না করা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে আমাদের আপত্তি নেই। ইন্ডিয়া দলগুলি সই করে একটা চিঠি লোকসভার স্পিকারকে আগে দিক। যে চারটি বিষয়ে অনাস্থা আনার কথা বলা হচ্ছে সেগুলি লিখিতভাবে জানানো হোক। তিনি দু-তিন দিনের মধ্যে সদুত্তর না দিলে তারপর শুক্রবার অনাস্থা প্রস্তাব আনা হোক।'

তিনি বলেন, 'আপনি একটি ভুল করলে আপনাকে তো একটা সুযোগ দিতে হবে। তাহলে নরেন্দ্র মোদি আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কী? আমরা এদের মতো নই। আমরা সুযোগ দিই।'

ভিডিওয় বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর আসনের কাছে ৪ ফেব্রুয়ারি ঠিক কী ঘটেছিল তার একটি ভিডিও মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাতে দেখা গিয়েছে, ওয়েলে নেমে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ঠিক আগে তাঁর বসার জায়গার কাছে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। তাঁদের হাতে থাকা একটি ব্যানারে লেখা ছিল, 'যো উচিত সমঝো, উয়োহি করো'। রিজিজু লিখেছেন, 'কংগ্রেস তাদের নিজেদের সাংসদদের সবথেকে নিম্নরুচির আচরণের জন্য গর্ববোধ করছে। কংগ্রেসের সাংসদদের মোকাবিলার জন্য আমরা যদি বিজেপির মহিলা সহ সমস্ত সাংসদকে বাধা না দিতাম তাহলে অত্যন্ত কুৎসিত দৃশ্যের সাক্ষী হতে হত আমাদের। সংসদের মর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষার বিষয়কে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিই।'

তাহলে কে সত্যি, কটাক্ষ রাহুলের

বই বিতর্কে পেঙ্গুইনের পাশে নারাভানে

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি' ঘিরে বিতর্ক তীব্রতর হচ্ছে। একদিকে প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া দাবি করছে, বইটি এখনও প্রকাশিতই হয়নি। অন্যদিকে রাহুল গান্ধি সংসদের ভিতরে বইটির একটি হার্ডবাউন্ড কপি দেখানোর পর সরাসরি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে সাফ জানিয়েছে, জেনারেল নারাভানের এই স্মৃতিকথার একচেটিয়া প্রকাশনা স্বত্ব তাদের কাছে থাকলেও মুদ্রণ বা ডিজিটাল কোনও মাধ্যমেই বইটি এখনও জনসমক্ষে আনা হয়নি। বর্তমানে ইন্টারনেটে প্রচলিত পিডিএফ বা অন্য সংস্করণগুলিকে তারা 'বেআইনি' ও 'কপিরাইট লঙ্ঘন' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের চূড়ান্ত অনুমোদনহীন পাণ্ডুলিপি ফাঁসের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল।

এই বিতর্ককে রাজনীতির ময়দানে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল। তিনি দাবি করেছেন, স্পিকার এবং সরকার বইটির অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও খোদ প্রাক্তন সেনাপ্রধান নিজেই ২০২৩ সালে সমাজমাধ্যমে প্রি-অর্ডারের লিংক শেয়ার করেছিলেন। রাহুল সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, 'নারাভানে না পেঙ্গুইন, কে সত্যি বলছে?' তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, 'আমি পেঙ্গুইনের চেয়ে নারাভানেজি-কে বেশি বিশ্বাস করি।... (সাংবাদিকদের উদ্দেশে) আপনারাও কি তা-ই করেন না?' রাহুলকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়ে ফ্যাক্ট-চেকার মহম্মদ জুবেরের দাবি, 'পেঙ্গুইনই মিথ্যা বলছে।'

রাহুল আরও বলেন, 'বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি বলে পেঙ্গুইন দাবি করলেও অ্যামাজনে কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে।' তাঁর মতে, ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংঘাত এবং বিতর্কিত 'অগ্নিপথ' প্রকল্প নিয়ে সরকারের কাছে অস্বস্তিকর তথ্য থাকাতেই বইটি আড়াল করার চেষ্টা চলছে।

এদিকে বিতর্ক জোরদার হতেই মঙ্গলবার ফের বিবৃতি দিল পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া। তাদের দাবি, প্রি-অর্ডার বা আগাম বুকিং মানেই বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ নয়। বাজারে বিক্রির জন্য এলেই বইটিকে 'প্রকাশিত' বলা হয়। নারাভানের বইটির ক্ষেত্রে এখনও তা ঘটেনি। এই বিতর্কে নীরবতা ভেঙে পেঙ্গুইনের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধানও। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'এটাই বইটির বর্তমান অবস্থা।' সংসদ এবং বাইরে বইটির 'অবৈধ কপি' ছড়ানো নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, বইটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি।

ডিপফেক রুখতে কঠোর কেন্দ্র

৩ ঘণ্টায় বিতর্কিত এআই কনটেন্ট সরাতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইন্টারনেটে ডিপফেক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র মাধ্যমে তৈরি করা বিভ্রান্তিকর তথ্যের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। মঙ্গলবার তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আদালত বা সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনও এআই কনটেন্টকে 'বেআইনি' অথবা 'আপত্তিকর' হিসেবে চিহ্নিত করলে, তা ৩ ঘণ্টার মধ্যে সমাজমাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আগে এই সময়সীমা ছিল ৩৬ ঘণ্টা।

কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইন-এর নতুন সংশোধনীর আওতায় এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যা আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। এই প্রথম ভারতীয় আইনে 'সিন্থেটিক কনটেন্ট' বা কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্যের আইনি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এক্স, ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে এআই-এর মাধ্যমে তৈরি অডিও-ভিজুয়াল কনটেন্টের গায়ে স্থায়ী 'লেবেল' থাকা বাধ্যতামূলক।

মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্টকে এখন থেকে সাধারণ তথ্য হিসাবে গণ্য করা হবে। ফলে ভুল তথ্য ছড়ানো বা আপত্তিকর কনটেন্ট পোস্ট করলে আইনি দায়বদ্ধতা অনেক বাড়বে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'জনসাধারণের কাছে যা বাস্তব বলে মনে হতে পারে এবং কোনও ব্যক্তির পরিচয় বিকৃত করতে পারে, এমন তথ্যের উৎস শনাক্ত করতে প্ল্যাটফর্মগুলিকে পদক্ষেপ করতে হবে।'

সরকারের এই উদ্যোগের লক্ষ্য যৌন হেনস্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট, শিশু নিগ্রহের উপাদান, জালিয়াতি এবং বিভ্রান্তিকর ডিপফেক ভিডিও নিয়ন্ত্রণ করা। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায়, 'প্রযুক্তিকে অস্ত্র করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বিঘ্নিত করা যাবে না। প্ল্যাটফর্মগুলিকে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ধরনের কনটেন্ট শনাক্ত এবং প্রতিরোধ করতে হবে।'

ক্ষুব্ধ বিধায়ক

পাটনা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন বিজেপি বিধায়ক। উত্তর শুনে অখুশি হলেন বিধায়ক। সোমবার বিহার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র আলিনগরের সরকারি হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন মৈথিলী ঠাকুর। তিনি জানান, মিথিলার মানুষ হাসপাতালে গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না। মন্ত্রী তখন উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। মৈথিলী ফুঁসে উঠে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'আবার বুঝিয়ে বলুন।' মৈথিলী গতকাল সাফ জানিয়েছেন, সরকারি নথি যাই বলুক না কেন, বাস্তব পরিস্থিতি শোচনীয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

ট্রাম্পকে বার্তা

তেহরান, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'আলোচনা নয়। আক্রমণ করুন।' আত্মহত্যার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এক ভিডিওবার্তায় এই আবেদন রেখেছেন ইরানের পৌরিয়া হামিদি। ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে কোনও আলোচনা বা আপস করা যে বৃথা, তা উল্লেখ করেছেন তরুণ সমাজকর্মী হামিদি। ১০ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে বুশেহরের বাসিন্দা বলেছেন, 'আপনি যখন এই ভিডিও দেখবেন, তখন আমি এই পৃথিবীতে নেই। এ আমার আত্মত্যাগ। দয়া করে আমার দেশকে মুক্ত করুন।' তিনি এও বলেন, 'ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের সঙ্গে কোনও চুক্তি করা মানে এতদিন যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। আমার একান্ত অনুরোধ, চুক্তি বন্ধ করার জন্য যা করার, তাই করুন।'

অসমের তালিকা

গুয়াহাটি, ১০ ফেব্রুয়ারি : অসমে বিশেষ সংশোধন (স্পেশ্যাল রিভিশন)-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তালিকায় ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে। যা খসড়া তালিকা থেকে ০.৯৭ শতাংশ কম। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, খসড়া তালিকা থেকে ২.৪৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, খসড়া তালিকায় ২ কোটি ৫২ লক্ষ ১ হাজার ৬২৪ জন ভোটারের নাম ছিল। চূড়ান্ত তালিকায় তার থেকে বাদ পড়েছেন ২.৪৩ লক্ষ ভোটার। বিশেষ সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৩৯।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ভোপাল, ১০ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলার ডাবরায় নবগ্রহ মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কলশ যাত্রায় মঙ্গলবার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। কলশ বিতরণের সময় হুড়োহুড়ি ও ধাক্কাধাক্কিতে ৭০ বছর বয়সি ওই মহিলার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ৪ বছরের এক শিশু সহ আরও অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। জেলা শাসক রুচিকা চৌহান জানান, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণেই এই বিপর্যয়।

সাজা কমল

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি : পকসো মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। ৫ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নিপীড়নে দোষী সাব্যস্ত হন ২০ বছরের তরুণ। কিন্তু ওই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ কমিয়ে ১২ বছর করে দিল বম্বে হাইকোর্ট। পকসো আদালতের বিচারে ভুল নেই বলে জানিয়েও দোষীর সাজা কমিয়েছে আদালত। কারণ, ধর্ষক মহাত্মা গান্ধিকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখে খুশি করেছেন কর্তৃপক্ষকে।

কুপিয়ে খুন হিন্দু ব্যবসায়ীকে

ময়মনসিংহ, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশে নির্বাচনের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সোমবার গভীর রাতে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় সুষেণ চন্দ্র সরকার (৬২) নামে একজন হিন্দু চাল ব্যবসায়ীকে তাঁর দোকানের ভিতরে কুপিয়ে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত সুষেণ ত্রিশালের বগার বাজার মোড়ে এক দোকানের মালিক ছিলেন। রাত ১১টা নাগাদ দোকান বন্ধ করার সময় তাঁর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। খুনের পর দুষ্কৃতীরা দোকানের শাটার নামিয়ে পালিয়ে যায়। ত্রিশাল থানার ওসি মহম্মদ ফিরোজ হোসেন বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

এদিকে ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত মঙ্গলবার প্রত্যাহার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট কেনাবেচা রুখতে এদিন রাত থেকে অনলাইন লেনদেনে বিধিনিষেধ জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অশান্তির আবহে ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু খুনের ঘটনা নির্বাচন পূর্ববর্তী নিরাপত্তাকে বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

মাছ খেলেই মোগল, কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের বেহাল অর্থনীতি এবং দান খয়রাতির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তৃণমূলকে লাগাতার কটাক্ষ করেন বিজেপির কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতারা। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও বারবার পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকে কাঠগড়ায় তোলে গেরুয়া শিবির। এই জোড়া আক্রমণের জবাবে মঙ্গলবার মোদি জমানার দুই ভারত তত্ত্বে শান দিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতির জন্য বাঙালিকে যেভাবে অনুপ্রবেশকারী দেগে দেওয়া হচ্ছে তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই মুহূর্তে আমি একই সঙ্গে দু-টি ভারতে বাস করছি। এক ভারত বিজেপির প্রচার আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ভারত, আর অন্য ভারত সেই বাস্তব ভারতের ছবি, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে, যেখানে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং যেখানে সংবিধানের সমবণ্টনের প্রতিশ্রুতি কাগজেই আটকে আছে।' তিনি বলেন, 'আমি এমন এক ভারত থেকে আসি যেখানে বলা হয় এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত। আবার সেখানেই

> আমি একই সঙ্গে দু-টি ভারতে বাস করছি। এক ভারত বিজেপির প্রচার আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ভারত, আর অন্য ভারত সেই বাস্তব ভারতের ছবি, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ছে।
>
> -অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্রেফ মাতৃভাষাকে সন্দেহের কারণ হিসেবে দেখা হয়। বাংলা বললেই বাংলাদেশি, মাছ খেলেই মোগল। জয় বাংলা বললে বা আমার সোনার বাংলা গাইলে অনুপ্রবেশকারীর তকমা দেওয়া হচ্ছে। সেনাকর্মী থেকে নোবেলজয়ী, এমনকি হাইকোর্টের বিচারপতিকেও নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে।'

বাজেটের জবাবি ভাষণের মঞ্চকে ব্যবহার করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার তীব্র অভিযোগও শানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর তোপ, 'বাংলা গত সাত বছরে সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকার বেশি কর দিয়েছে, অথচ মনরেগায় নিয়োগ বন্ধ, গ্রাম সড়ক যোজনা থেকে জল জীবন মিশন সব ক্ষেত্রেই রাজ্য বঞ্চিত। এমনকি পানীয় জলের মতো মৌলিক অধিকার নিয়েও দরাদরি করতে হচ্ছে।' তিনি দাবি করেন, বাংলার প্রাপ্য প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। অভিষেকের খোঁচা, 'আমরা একদিকে নিজেদের বিশ্বগুরু বলে দাবি করি। অন্যদিকে বাংলার ১০ কোটি মানুষকে নিজেদের প্রাপ্য করের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা শুধু টাকা নয়, সম্মানের প্রশ্ন।' তিনি বলেন, 'সমতা নয়, পক্ষপাতিত্বই এই সরকারের মূল বিশ্বাস। ফান্ড বন্ধ করতে চান, করুন। সব নিয়ে নিন। কিন্তু বাংলার শিরদাঁড়া কোনওদিন ঝুঁকবে না।'

রাফাল কিনছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : একদিকে পাক-চিন সীমান্তে উত্তেজনা, অন্যদিকে বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির বাড়বাড়ন্ত, উপমহাদেশের বদলে যাওয়া ভূ-রাজনীতির সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে সামরিক প্রস্তুতিতে গতি এনেছে ভারত। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে এবার ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি বহুগুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, একসঙ্গে ১১৪টি রাফাল ফাইটার জেট কেনার ঐতিহাসিক চুক্তিতে সায় দিতে চলেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। ৩.২৫ লক্ষ

খরচ ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকা

কোটি টাকার এই চুক্তিটি হতে যাচ্ছে ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম প্রতিরক্ষা চুক্তি। চলতি সপ্তাহে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ভারত সফরের আগেই প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ (সিএসি) থেকে এ ব্যাপারে সবুজ সংকেত মিলতে পারে।

এই মেগা চুক্তির বিশেষত্ব হল 'মাল্টিরোল ফাইটার এয়ারক্রাফট' (এমআরএফএ) প্রকল্পের অধীনে কেনা ১১৪টি যুদ্ধবিমানের মধ্যে ১০০টিই তৈরি হবে ভারতে। এর মাধ্যমে উচ্চমানের যুদ্ধবিমান তৈরির প্রযুক্তি হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত হবে। প্রথম ধাপে ১৮টি জেট সরাসরি ফ্রান্স থেকে আসবে। বাকি ৯৬টি বিমান নাগপুরের দাসোঁ-রিলায়েন্স এরোস্পেস ফেসিলিটিতে তৈরি হবে। এর ফলে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাফাল উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে।

বায়ুসেনার কাছে বর্তমানে ৩৬টি 'সি' ভ্যারিয়েন্ট রাফাল রয়েছে। প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী ১১৪টি 'এফ-৪' স্ট্যান্ডার্ডের বিমান যুক্ত হলে ভারতের রাফাল সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫০-এর কাছাকাছি। পাশাপাশি নৌসেনার জন্য কেনা ২৬টি রাফাল-এম মিলিয়ে ভারত হবে বিশ্বের বৃহত্তম রাফাল পরিচালনাকারী দেশ, যা এমনকি ফ্রান্সকেও ছাড়িয়ে যাবে। বায়ুসেনার এই বিমানগুলি ইতিমধ্যে লাদাখ এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো অভিযানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। স্ক্যাল্প ক্রুজ মিসাইল এবং মেটিওর এয়ার-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্রসমৃদ্ধ এই বিমানগুলি ২৫০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত আঘাত হানতে সক্ষম।

বায়ুসেনার ৪২টি স্কোয়াড্রনের বিপরীতে বর্তমানে রয়েছে ২৯টি। চিন ও পাকিস্তানের যৌথ সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই ১১৪টি রাফাল ভারতের জন্য 'গেমচেঞ্জার' হতে চলেছে।

সংসদের বাইরে অভিষেক সহ তৃণমূল সাংসদরা। মঙ্গলবার।

অজিত গোষ্ঠীর জয়

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিপুল সাফল্য পেল সদ্যপ্রয়াত অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি। পাওয়ার দুর্গ পুনে সহ রাজ্যের ১২টি জেলা পরিষদেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে অজিত গোষ্ঠী। সহানুভূতির হাওয়ায় ভর করে ১৭২টি আসন পেয়েছে তারা। বিজেপি পেয়েছে ২২৫টি আসন। উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনা পেয়েছে ১৬২টি আসন। কংগ্রেস ও শিবসেনা (ইউবিটি) পেয়েছে যথাক্রমে ৫৫ ও ৪৬টি আসন। অপরদিকে শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি) পেয়েছে ২১টি আসন। পুনে জেলা পরিষদের ৭৩টি আসনের মধ্যে অজিত গোষ্ঠী পেয়েছে ৫১টি আসন। শারদ পাওয়ারের গোষ্ঠী জিতেছে মাত্র ১টি আসন। এদিকে মঙ্গলবার মন্ত্রালয়ে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন অজিত-জায়া সুনেত্রা পাওয়ার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছেলে পার্থ এবং দলের অন্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। পরে মন্ত্রীসভার বৈঠকেও যোগ দেন সুনেত্রা।

ওপারেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর ছায়া

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ওপার বাংলার ভোটে এবার ছায়া ফেলেছে এপারের জনপ্রিয় সরকারি প্রকল্পগুলি। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের মন জয় করতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে জনমোহিনী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপুল জনপ্রিয় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এবং 'স্বাস্থ্যসাথী'র আদলে নিজেদের নির্বাচনি ইস্তাহার সাজিয়েছে বাংলাদেশের দুই যুযুধান রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামি। পর্যবেক্ষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের 'মমতা মডেল অনুসরণ করেই এবার ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছে বিএনপি, জামায়াতে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে মহারাষ্ট্রে 'লড়কি বহিন', মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বহেনা'র মতো প্রকল্প চালু রয়েছে। এই ধরনের প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মেয়েদের হাতে সরাসরি নগদ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে যা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা জোটকে ভোটের বাক্সে সুবিধা দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। ভারতে সফল জনমোহিনী প্রকল্পগুলিকে এবার ভিন্ন নামে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তারেক রহমানের বিএনপি দিয়েছে 'ফ্যামিলি কার্ড'-এর প্রতিশ্রুতি। বিএনপি জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে দেশের প্রায় ৫০ লক্ষ নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের প্রতি মাসে নগদ ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে চাল, ডাল, তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ভরতুকির ব্যবস্থাও থাকবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বাংলাদেশে এবার নারী

বাংলাদেশে ভোট

ভোটারের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মতো এখানেও 'মহিলা ভোটব্যাংক' দখলের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামির ইস্তাহারে পশ্চিমবঙ্গের 'স্বাস্থ্যসাথী' এবং ভারত সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছে। তারা প্রান্তীয় শ্রেণির মানুষের জন্য ধাপে ধাপে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া ভারতের 'কিষান ক্রেডিট কার্ড'-এর অনুকরণে বিএনপির 'কৃষক কার্ড' এবং মোদি সরকারের 'আবাস যোজনা'র অনুকরণে জামায়াতের সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পও ভোটারদের নজর কাড়ছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ তথা এদেশের সরকারি স্কুলগুলির 'মিড-ডে মিল' প্রকল্পকে অনুকরণ করেছে বিএনপি।

তবে জামায়াতের মতো রক্ষণশীল দলের ইস্তাহারে নারী-বান্ধব নীতির উপস্থিতি অনেককে অবাক করেছে। মাতৃত্বকালীন সময়ে কাজের নির্ঘণ্ট কমিয়ে ৫ ঘণ্টা করার মতো প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, 'জামায়াতের এই ভোলবদল বিস্ময়কর। নারী ভোটারদের মন পেতেই হয়তো ঐতিহাসিকভাবে কট্টর এই দলটি নমনীয় হওয়ার চেষ্টা করছে।' আবার জামায়াতের ইস্তাহারে ভারতের উত্তরপ্রদেশের ছবি ব্যবহার হওয়া নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে এবারের নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গত দেড় বছরের অশান্তি-অস্থিরতার পর ভোটারদের আস্থা ফেরাতে পশ্চিমবঙ্গের 'সফল' প্রকল্পগুলির বাংলাদেশি সংস্করণ কতটা দাগ কাটে, তা ১২ ফেব্রুয়ারি বোঝা যাবে।

রাজপালকে উদ্ধার করলেন সোনু সুদ

আবার ফেরেস্তার ভূমিকায় সোনু সুদ। তবে না, কোনও উপকার বা দয়া কিংবা দান বলে এই কাজকে ব্যাখ্যা করছেন না তিনি। বরং সরাসরি বলছেন, এটা তাঁর পেশাদারি সাহায্য। অভিনেতা রাজপাল যাদবকে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালেন সোনু সুদ।

৯ কোটি টাকা না হলে রাজপালের জেলযাত্রা নিশ্চিত ছিল। তিহার জেলে আত্মসমর্পণের মুহূর্তে রাজপাল একটা পোস্ট করেন। সেখানে প্রাণের আবেগে তিনি লেখেন যে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে একা লড়াই করতে পারছেন না আর। এবার তাঁকে তলিয়ে যেতে হবে। জেলযাত্রা অবধারিত।

সেই পোস্টের জবাবেই ৯ কোটি টাকার সাইনিং অ্যামাউন্ট পাঠিয়ে দেন সোনু সুদ। তাঁর আগামী ছবিতে রাজপালকে নেওয়ার জন্যে এই 'স্বল্প মূল্যের' চুক্তি করেছেন বলে জানান সোনু। আরও বলেন যে, এই টাকাকে কেউ যেন দয়া বা দান বলে না ভাবে।

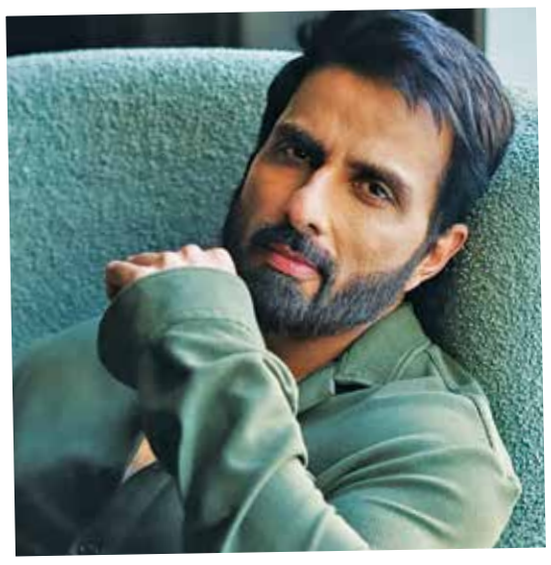

একটি সিনেমা তৈরির জন্যে দিল্লির এক সংস্থার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন রাজপাল। কিন্তু ছবিটি ফ্লপ করে। টাকা ফেরত দিতে পারেননি রাজপাল। যে চেকগুলো পাঠান, সবকটা চেকই বাউন্স করে। তারপর থেকে টানা আইনি মামলা শুরু হয়। অবশেষে তাঁর আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই যখন, তখনই এগিয়ে এলেন সোনু। তিনি জানিয়েছেন যে, ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনে ইন্ডাস্ট্রিই যদি পাশে না থাকে, তাহলে এখানে আর থেকে লাভ কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রিয়দর্শন সহ তাঁর কাছের বন্ধুরা কেউই আর পাশে নেই বলে জানিয়েছিলেন রাজপাল যাদব। তিনি একেবারে একা— এই ছিল তাঁর দুঃখ। তখনও রাজপাল নিশ্চিত জানতেন না, যার কেউ নেই, তার সোনু আছেন।

সানির হাত ধরলেন আমির

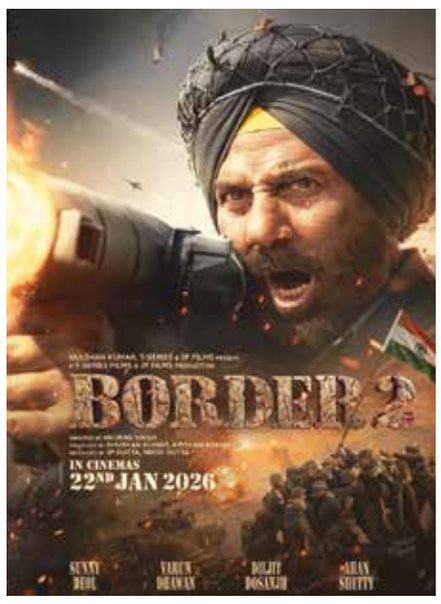

আবার আসছেন সানি দেওল। এবার তাঁর হাত ধরেছেন আমির খান। সম্প্রতি সানি দেওলের 'বর্ডার টু' বক্স অফিসে লক্ষ্মী লাভ করছে। এবার সানির পরবর্তী নতুন ছবি মুক্তি পাবে সামনেই। আমির খানের প্রযোজনা সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, তাদের আসন্ন পিরিয়ড ড্রামা 'লাহোর ১৯৪৭' আগামী ১৩ অগাস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহেই এই ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা।

এই ছবিতেও সেই দেশভাগের গল্পকে ছবির বিষয় হিসেবে দেখানো হবে। ছবির মাধ্যমে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করেছেন অভিনেতা সানি দেওল, পরিচালক রাজকুমার সন্তোষী এবং প্রযোজকের ভূমিকায় আমির খান। আমির খানের বক্তব্য অনুযায়ী এই ছবির চিত্রনাট্য ধর্মেন্দ্রর খুব পছন্দ ছিল, আর তিনি ছবিটি দেখে যেতে পেরেছেন বলে আমির আনন্দিত। স্বাধীনতা দিবসের সময় ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে, তাই স্বাভাবিকভাবে এই মুক্তিকে একটি বড়সড় ইভেন্ট হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে প্রযোজনা সংস্থা।

ছবিতে সানি দেওলের সঙ্গে দেখা যাবে শবানা আজমি, প্রীতি জিন্টা ও করণ দেওলকে। ছবির সঙ্গীতের দায়িত্বে এ আর রহমান ও গীতিকার জাভেদ আখতার। সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার সাফল্যের পর 'লাহোর ১৯৪৭' সানি দেওলের বড় প্রজেক্ট। আপাতত ছবির মুক্তির তারিখ সামনে আসছে।

প্রথমবার আমির খান, সানি দেওল ও রাজকুমার সন্তোষীর জোট দর্শকদের পছন্দ হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পেশা বদল করলেন মিশমি?

মিশমি দাস নাকি ওকালতি করছেন? সাদা শাড়ির ওপরে লম্বা কালো কোট পরে তিনি ক্যাপশন দিচ্ছেন যে, আইনি পরামর্শ চাইলে তাঁর কাছে চলে আসতে হবে। শেষে অবশ্য একটা ছোট সতর্কতার মতোও লিখছেন, আসতে হবে কিন্তু নিজের ঝুঁকিতে।

মিশমি দাস তাহলে কি পেশা বদলালেন? অভিনয় আর করবেন না তিনি? এবার থেকে পাকাপাকি ওকালতি? কিন্তু তিনি আইন পড়লেন কখন?

এই সব নানান প্রশ্নে নাজেহাল মানুষজন। কারণ ছবিটা তো সত্য, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতেই দিয়েছেন মিশমি। খোঁজাখুঁজি করতে করতে জানা গেল আসল সত্যিটা। মিশমি আসলে উকিলের চরিত্রে অভিনয় করছেন। 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পরশুরাম' নামে ধারাবাহিকে পরশুরামের শ্যালিকা নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। সেই নন্দিনী, যে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। আদালতে দাঁড়িয়ে তাকে সত্যি কথা বলতেই দেখা যায়।

নন্দিনী হয়ে আদালতে যাওয়ার আগে নিজের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে যে ছবি দিয়েছেন মিশমি, তাতেই দর্শকরা মোহিত। এবার তিনি কেমন সওয়াল করেন, সেটা দেখার আশাতেই সকলে উন্মুখ।

ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করবেন গোবিন্দা

গোবিন্দার অভিমান কিন্তু এখনও যায়নি। একটা সময় বলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক সুপারহিট ছবি উপহার দেওয়ার পরেও গোবিন্দা সেই হারিয়েই গেলেন। তাঁর আর কামব্যাক করা সম্ভব হল না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলিউডের ষড়যন্ত্র আর রাজনীতিকেই দায়ী করেছেন গোবিন্দা। স্পষ্ট জানিয়েছেন, এমনটা অন্যদের সঙ্গেও হয়ে থাকে।

কিন্তু সেটে দেরি করে আসার কারণে গোবিন্দার জন্যে প্রযোজকদের নাকি বিপুল লোকসান হত? এ কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে গোবিন্দা বলেছেন যে, অমিতাভ বচ্চন একেবারে ঘড়ি মিলিয়ে সেটে এসে ঢুকতেন। তবুও তাঁকে ১৫ বছর নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

সলমন খান আর সঞ্জয় দত্তকেও এই একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। আসলে একে ইন্ডাস্ট্রির খুব গোছানো ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন গোবিন্দা। সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, অভিনয় করতে এসে, কেরিয়ার বানাতে এসে অনেকেই ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করা বন্ধ করে দেন। এটা তাঁদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করেন তিনি। প্রাক্তন সুপারস্টারের কথায়, জীবনে যাই আসুক না কেন, দিনের শেষে এই ভরসাটাই তাঁর শক্তি। এটাই তাঁর আশ্রয়।

অবশ্য গোবিন্দা হুমকি দিয়ে রেখেছেন, যখন তিনি আত্মজীবনী লিখবেন, বলিউডের অনেকেরই পর্দা ফাঁস করে দেবেন।

এখন দেখার, কবে তাঁর আত্মজীবনী বাজারে আসে।

স্ত্রীর জন্য নবাগতদের কাছে ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দা

অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী প্রায়ই তাঁর প্রেমের কথা বলেন মিডিয়ায়। এতদিন পর সে কথার জবাব দিলেন গোবিন্দা। তাঁর কথায়, 'আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ চিরকালের। যে এসব কথা বলছে, সে আমার ছোটবেলার প্রেম। প্রেমে কোনওদিন কিছু নিখুঁত হয়নি। অনেকে বলছেন এসব বুড়ো বয়সের প্রেম। আমি অনেক অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেছি। কেউ কোনও অভিযোগ করেছে? কোনও দিন কারওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি? করিনি, কারণ আমার মা অভিনেত্রী ছিলেন। কী করে খারাপ ব্যবহার করব?'

এরপর গোবিন্দা যোগ করেন, 'আমি সব নবাগতদের কাছে ক্ষমা চাইছি। এসব শুনে তাঁরা হয়তো আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন না, কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।' তিনি মারাঠি অভিনেত্রী কোমলের কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, 'সুনীতা, কোমলের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে অনেক কিছু বলেছে। ও কিন্তু কোনও উত্তর দেয়নি।'

কনসার্টে হারানো বাচ্চাকে খুঁজে পেলেন সোনু

দিওয়ানা তেরা শীর্ষক ভারত সফরে ব্যস্ত গায়ক সোনু নিগম। হুব্বাল্লিতে তাঁর কনসার্ট ছিল। ৩০,০০০-এর মতো শ্রোতা ছিলেন সেখানে। সেই ভিড়ে বছর আট-দশের বালক তার পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখনই সে গায়কের নজরে পড়ে, তিনি তাকে রীতিমতো মঞ্চে ডেকে নেন, তাকে গান গেয়ে ভোলান। তার নাম শ্রী সাই। কি সে গান! শ্রী সাই আ যাও, মাম্মি পাপা ইসকো লে যাও। ইসকে মাম্মি পাপা খো গয়ে, জলদি আকে ইসকো লে যাও। পরে শ্রী সাই জানায়, সে কাকার সঙ্গে এসেছে। কাকাকে পাওয়া যায়, তিনি সাইকে নিয়ে যান। সোনু নিজে এই ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, 'হয়তো ও অত ভয় পায়নি। ও আসলে আমাকে খুঁজে নিয়েছে।'

গুয়াহাটি, জয়পুরের পর তাঁর পরবর্তী শো লখনউতে।

প্রেমের দিনে খানিকটা প্রেম

এখন প্রেম ঠিক কেমন? যতটা আবেগ,ততটই কি বাস্তবতা? তাহলে জটিলতা কোথায়? কোন অঙ্কে ভালোবাসার সব আগল বন্ধ হয়ে যায়? আর কি ফেরা যায় না? এমনই কিছু প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে আসছে 'খানিকটা প্রেমের মতো'। এই সিরিজ দেখা যাবে প্ল্যাটফর্ম ৮-এ। ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে নির্মাতাদের এই উপহার দর্শকদের জন্য। অভিনয়ে রাহুল দেব বোস, মেঘা চৌধুরি, আভেরি সিনহা রায়, দুর্বার শর্মা, ঋষভ চক্রবর্তী, মৌপিয়া গোস্বামী প্রমুখ। গল্পের নায়ক উজান আর মোহনা। দুজনের কোনও মিল কোথাও নেই, তবু তারা ভালোবাসে।

নিজেদের আবিষ্কারের পর্ব আসে দার্জিলিং যাবার সময়। সেই পরিসরেই দুজনে বোঝে, তারা একে অন্যের জন্য নয়। ভেঙে যায় তাদের সম্পর্ক। সময় চলে যায়। উজানের তুতোভাই প্রিয়মের সঙ্গে মোহনার বান্ধবী শ্রেয়ার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্ক উজান-মোহনার মধ্যের গিঁট খুলে তাদের এক রাস্তায় আনতে পারবে কিনা, তা দেখা যাবে এই সিরিজে।

সদীপ ভট্টাচার্যের গল্পে চিত্রনাট্য লিখেছেন অরিত্র সেনগুপ্ত ও সায়ন্তন ধাড়া। পরিচালনায় রাহুল মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এই সিরিজ, এই গল্প অনেক গভীর। ফলে এটা অনেকটাই আমার ব্যক্তিগত জায়গা জুড়ে রয়ে গিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ৮-এর ডিরেক্টর প্রিয়াংকা বারডিয়ার নেতৃত্বে গল্প বলার এই সফর সত্যিই অসাধারণ।' প্রিয়াংকা বলেছেন, 'আকাশ আট আর প্ল্যাটফর্ম ৮ সততার সঙ্গে বর্তমান সময়ের গল্প বলার জন্য দর্শকদের কাছে দায়বদ্ধ।' উজানের চরিত্রে রাহুল। তিনি বলেছেন, 'আমরা অনেকেই উজানের মতো। সে ভালোবাসে, কিন্তু নিজের বোঝা আর অন্যকে বোঝানোর জায়গাটায় সে বারবার হোঁচট খায়। এই গল্প শুধু প্রেমের নয়, এ গল্প শেখায় ভালোবাসা সময় চায়, তাকে পরিণত হতে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।' মেঘা চরিত্রে মোহনা। তাঁর কথায়, 'মোহনা স্বাধীন, সম্পর্কে স্বচ্ছতা চায়, তা না পেলে সে প্রশ্ন করে।' ছবিতে গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গান গেয়েছেন ঐশ্বর্য, ঋষভ চক্রবর্তী, শিলাজিৎ প্রমুখ।

'খানিকটা প্রেমের মতো' দেখা যাবে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

একনজরে সেরা

নামের বদল

মনোজ বাজপেয়ীর আগামী ছবির নাম ঘুষখোর পণ্ডিত থাকবে না। দিল্লি হাইকোর্টে এই টাইটেলের বিরুদ্ধে এফআইআর করে ছবির মুক্তি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়, কারণ এটা পণ্ডিতদের অপমান। এতে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। কোর্ট বলেছে, ছবির মুক্তি হবে। তবে নির্মাতাদের টাইটেল বদল করতে হবে, প্রকাশিত টিজার এবং প্রোমো ডিলিট করতে হবে।

দুই পরেশ

ভাগম ভাগ ২-তে পরেশ রাওয়ালের দ্বৈত ভূমিকা। অভিনেতা নিজেও এই খবরে শিলমোহর দিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ আমি করছি, মজা আয়েগা। ছবির প্রথম ভাগে তাঁর অভিনয় মাইলফলক হয়ে আছে। গোবিন্দা প্রথম ভাগে ছিলেন কিন্তু এই পর্বে তাঁর জায়গায় আসবেন মনোজ বাজপেয়ী। পরেশের কথায়, গোবিন্দাকে মিস করব। ছবির নায়ক অক্ষয় কুমার।

আবার ওরা

জোয়া আখতারের জিন্দেগি মিলেগি না দোবারা ছবির দ্বিতীয় ভাগের চিত্রনাট্য তৈরি। হৃতিক রোশন, ফারহান আখতার, অভয় দেওলই থাকবেন ছবিতে। ৪০-এ পৌঁছে জীবনের সিদ্ধান্ত, দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব, না মেটা আকাঙ্ক্ষা এবং যৌবনের লক্ষ্য থেকে সরে আসা—এসবই উঠে আসবে ছবিতে। তিন তারকাকে একসঙ্গে পাবার ওপরই ছবির ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দু মালতী

প্রিয়াংকা চোপড়া-নিক জোনাসের মেয়ে মালতী মেরি হিন্দু রীতিতেই বড় হচ্ছে। নিকের কথায়, ভারতের সংস্কৃতি দেখে আমি অভিভূত। হিন্দু ধর্মে কর্ম আর ধর্মের নীতি গভীর এবং সুন্দর। এই ধর্ম শিক্ষা দেয়, তুমি যদি অন্যের ভলো করো, তাহলে তোমারও ভালো হবে। আমরা মালতীকে হিন্দু ধর্মের এই মূল্যবোধেই বড় করছি।

অমিতাভ-রেখার বিয়ে?

রাখি সাওয়ান্ত এক পডকাস্টে বলেছেন, অমিতাভ বচ্চনের উচিত রেখাজিকে বিয়ে করা। এখন তো দুটো বউ রাখার চল হয়েছে। বুঝি না কেন উনি রেখাজিকে ছেড়ে জয়া বচ্চনকে বেছে নিলেন! রেখাজি কত সুন্দর। রাখি উলটে জয়াকে বলেছেন, ওঁর চুলে রং, বোটক্স, ফেসিয়াল এসব করা উচিত। জন্মদিনে আমাকে ডাকলে ভালো চুড়িদার দেব।

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

মিউটেশনের ভুয়ো রসিদ কাণ্ডে দালাল-যোগ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মিউটেশনের 'ভুয়ো রসিদ' কাণ্ডে এবার প্রকাশ্যে নয়া তথ্য। 'ভুয়ো রসিদ' কাণ্ডের নেপথ্যে দালাল-যোগের তত্ত্ব সামনে এল। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে দালালরাজের অভিযোগ সামনে আসায় তা নিয়ে ফের শোরগোল পড়েছে পুরনিগমে। যদিও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না আধিকারিকরা। তবে ঘটনায় তদন্তের জাল গোটাতে পুলিশ এবার 'এক্সপার্ট ওপিনিয়ন' নিতে চলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ভুয়ো রসিদ ডকুমেন্ট সিগনেচার ভেরিফাই করার জন্য শীঘ্রই ভবানী ভবনে পাঠানো হবে। ঘটনায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। এবিষয়ে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেওয়া হবে।'

শহরের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের দার্জিলিং মোড় এলাকার বাসিন্দা অমিতকুমার সাহা মিউটেশন ফি'র রসিদ নিয়ে গত শুক্রবার হাজির হয়েছিলেন পুরনিগমে। রসিদ দেখে সন্দেহ হওয়ায় স্বাক্ষর, ক্রমিক নম্বর খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। তাতেই স্পষ্ট হয়, রসিদটি ভুয়ো। এরপরই পুর কমিশনারের নির্দেশে ওইদিনই পুরনিগমের এক আধিকারিক শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই রসিদ পুরনিগমের যে ইস্যু করা নয়, তা

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবে পুলিশ

পুলিশকে জানানো হয়। পুরনিগমের এক আধিকারিকের অনুমান, ফোটোশপের কারসাজির মাধ্যমে ওই ভুয়ো রসিদ তৈরি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে শহরের নির্দিষ্ট কোনও সাইবার ক্যাফের যোগ থাকার সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি।

প্রতারণার শিকার অমিতকুমার সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সামনে আসে দালাল-যোগের বিষয়টি। তিনি জানান, মিউটেশন ফি জমা দেওয়ার জন্য গত বছরের শেষ দিকে তাঁর পরিবারের তরফে পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁর হাতেই মিউটেশন ফি বাবদ ১৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। যদিও ওই ব্যক্তি সরাসরি পুরনিগমে পৌঁছে টাকা জমা দেওয়ার বদলে এক দালালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এখন অমিত বুঝতে পারছেন, দালালের খপ্পরে পড়ে ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে হাতে পেয়েছেন ভুয়ো রসিদ। অমিত বলেন, 'মিউটেশন ফি জমা হয়েছিল কি না তা নিশ্চিত হতেই আমি পুরনিগমে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতেই বুঝতে পারি প্রতারিত হয়েছি। এরপর একাধিক সময় আমি ওই দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই তার হদিস পাচ্ছি না।' পুলিশি তদন্তে আস্থা রেখে ওই টাকা ফিরে পেতে চাইছেন তিনি।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে অবৈধভাবে মদ মজুত রাখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম প্রেমলাল রায়। সোমবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শেষবেলায় ফুলের মেলায়

ফুলমেলার শেষ দিনে জমজমাট ভিড়। মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণ। ছবি : সূত্রধর

কথা দিয়েছিলে....

একে অপরকে ভালোবাসা সহজ হলেও সেই সম্পর্ককে পূর্ণতা দেওয়ার যাত্রাটা সবার ক্ষেত্রে খুব একটা মসৃণ হয় না। সম্পর্কের কথা লুকিয়ে, আবার কোনও ক্ষেত্রে বাড়িতে বকুনি খেয়েও পরস্পরের হাত ছাড়েননি তাঁরা। সারা জীবন একসঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একে অপরকে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হলেও আজ সেই মানুষটির হাত ধরে অবাধ যাতায়াত। ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের পঞ্চম দিন অর্থাৎ প্রমিস ডে-তে এমন কিছু পূর্ণতার গল্প প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাসের কলমে।

টিউশন ব্যাচে পরিচয়

টিউশনে যাওয়ার আগে নির্দিষ্ট মোড়ে একে অপরের জন্য অপেক্ষা করা। আবার টিউশন শেষে একই পথ ধরে বাড়ি ফেরা। পায়েল সরকার ও রীতম সরকারের গল্পটা এভাবে শুরু হয়েছিল। তবে প্রেম নয়, তাঁদের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল বন্ধুত্ব থেকে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে তাঁদের সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। কলেজে প্রথম বছরই পায়েলকে নিজের মনের কথা বলেছিলেন রীতম। পায়েল হেসে জানান, রীতম বলার অনেক আগেই তিনি এই বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই রীতমের আবেদনে সাড়া দিতে খুব বেশি সময় নেননি তিনি।

কিন্তু কলেজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের সম্পর্কের কথা পায়েলের বাড়িতে সবাই জেনে যান। পায়েলের বাড়ির সামনে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায় রীতমের। তবে তাঁরা একে অপরকে ছেড়ে দেননি। সবার থেকে লুকিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যান তাঁরা। অবশেষে প্রায় নয় বছর পর ২০২২ সালে দুই বাড়ির সম্মতিতে তাঁদের চার হাত এক হয়।

কলেজে প্রেম

১৭ বছরের দাম্পত্য জীবন সুজয় সাহা এবং প্রমীলা সাহার। কলেজে একই ডিপার্টমেন্টে পড়তেন তাঁরা। তবে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল একটু অন্যরকমভাবে। সেইসময় সুজয়ের এক বন্ধুর সঙ্গে প্রমীলার এক বান্ধবীর প্রেমপর্ব চলছিল। তাই মাঝেমধ্যে প্রমীলা নিজের বান্ধবীর সঙ্গে আর সুজয় নিজের বন্ধুর সঙ্গে যেতেন। সেই সুবাদে তাঁদের মধ্যে আলাপ হয়। ধীরে ধীরে সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্ক আজও অটুট। কলেজের পর ইউনিভার্সিটি, তারপর চাকরি সবকিছু পার করে এখন তাঁরা একসঙ্গে। বর্তমানে তাঁদের একটি মেয়ে আছে। চাকরির জন্য সারাদিন দুজনকেই বাড়ির বাইরে থাকতে হয় তবে বাড়ি ফিরে তাঁরা দুজনই একে অপরের শান্তির নীড়।

আচারের প্রেমে

দীপাঞ্জনের মায়ের হাতে তৈরি আচারের প্রেমে পড়েছিলেন রাখি। সেখান থেকে সম্পর্ক শুরু হয়ে বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছায়। ২০১৩ সালে শিলিগুড়ি কলেজে এক অনুষ্ঠানে একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দীপাঞ্জন হালদার ও রাখি শীলের। সেই সময় একজন কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অন্যজন দ্বিতীয় বর্ষের। দীপাঞ্জনের মা সুস্বাদু আচার বানাতেন ও বিক্রিও করতেন। অনেক বন্ধুই দীপাঞ্জনকে আচারের অর্ডার দিতেন। তেমনই এক নিয়মিত ক্রেতা হয়ে ওঠেন রাখি।

কী কী স্বাদের আচার রয়েছে, তা জানতে একদিন সটান দীপাঞ্জনের বাড়িতে পৌঁছে যান রাখি। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ। কলেজ থেকে বেরিয়ে কফি খেতে যাওয়া, বিকেলে বাঘা যতীন পার্কে আড্ডা সবই চলছিল। বয়স অল্প হলেও একে অপরকে কথা দিয়েছিলেন, ভালো চাকরি পেয়ে বিয়ে করবেন তাঁরা। সেই কথামতো ২০২১ সালে চাকরি পাওয়ার পর দীপাঞ্জন দুই পরিবারকে তাঁদের বিয়ের জন্য রাজি করান। ২০২৩ সালে বিয়েটা সেরে ফেলেন তাঁরা।

একসঙ্গে বুড়ো হব

বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি নেহা পাল ও বিষ্ণু রায়কে। কলেজ জীবনে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালেও ভুল বোঝাবুঝির জেরে প্রায় দুই বছর একে অপরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। বিষ্ণু কয়েকবার চেষ্টা করলেও নেহার অভিমানের পাহাড় ডিঙোতে পারেননি। তবে ধীরে ধীরে সেই পাহাড় ভাঙে।

বিষ্ণু বলছিলেন, 'প্রথম যখন কথা শুরু হয় তখনই আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে, একসঙ্গে বুড়ো হব। মাঝে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলেও ফের ওর মন জয় করতে পেরেছি। ৬-৭ বছরের সম্পর্কের পর ২০১৮ সালে আমরা বিয়ের পিঁড়িতে বসি।'

প্রথম যখন কথা শুরু হয় তখনই আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে, একসঙ্গে বুড়ো হব। মাঝে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলেও ফের ওর মন জয় করতে পেরেছি। ৬-৭ বছরের সম্পর্কের পর ২০১৮ সালে আমরা বিয়ের পিঁড়িতে বসি।

-বিষ্ণু রায়

হৃদয়ের ফ্রেমে আঁকা অর্ধশতকের প্রেম

দারিদ্র্য আর সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথে হাত ধরে হাঁটা এক দম্পতির পঞ্চাশ বছরের অবিস্মরণীয় পথ চলা; যেখানে ত্যাগ, তিতিক্ষা আর নিভৃত ভালোবাসায় গড়ে উঠেছে এক রূপকথা।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা...। নির্মলা মিশ্রের গাওয়া কালজয়ী এই গানেই ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লির সাহা দম্পতি যেন প্রতিনিয়ত প্রাণ খুঁজে পান। জীবনের ক্যানভাসে সাদা-কালো রংয়ের ভিড়ে তাঁদের ভালোবাসার রংটি আজও অমলিন। নরেনচন্দ্র সাহা ও অঞ্জলি সাহা আগামী ২ মার্চ দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশটি বসন্ত পার করে পঞ্চাশে পা রাখতে চলেছেন।

বর্তমানে নরেনের বয়স চুয়াত্তর, জীবনসঙ্গিনী অঞ্জলি সাতষট্টিতে পা দিয়েছেন। আধুনিক যুগের 'ডেট' বা তথাকথিত 'ডেটা'র হিসেবে তাঁরা হয়তো অপটু, কিন্তু একে অপরের প্রতি হৃদয়ের টান যে কতটা প্রগাঢ় হতে পারে, তা নরেনের সঙ্গে আলাপচারিতায় বসলেই পরিষ্কার হবে।

তাঁদের এই যাত্রার শুরুটা ছিল যেন কোনও এক ধ্রুপদি উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা। খবরের কাগজে মেলা ঠিকানার সূত্র ধরে পাত্রীর সন্ধানে শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় পা রেখেছিলেন নরেনচন্দ্র। প্রথম দেখাতেই হৃদয়ের নিঃশব্দ বিনিময় ঘটেছিল।

তারপর কোনও দ্বিধা ছাড়াই তাঁরা আবদ্ধ হয়েছিলেন পরিণয় সূত্রে। কিন্তু সেই শুরুর পথটা মোটেও ফুলে মোড়া ছিল না। একসময় নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসারে লড়াই ছিল নিত্যসঙ্গী। অঞ্জলির সেই ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে আজ স্মৃতির ভারে নরেনের কণ্ঠস্বর বুজে আসে, চোখের কোণে জল জমে যায়।

২০১৪ সালে অঞ্জলি যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন নরেনচন্দ্র স্ত্রীর সুস্থতা কামনায় পাড়ার ইচ্ছাময়ী কালী মন্দিরে আক্ষরিক অর্থেই হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন। চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ওই আমার জীবনীশক্তি বুঝলেন!' ভারী হয়ে আসা পরিবেশকে একটু হালকা করতে অঞ্জলি একটু হালকা ছলে বলে উঠলেন, 'দ্যাখো দেখি, লোকটি সব সময় আমাকে বকে। হঠাৎ এসব আবার কী রে বাবা!' বকুনি খাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি পরম মমতায় জানালেন, সময়মতো ওষুধ না খাওয়ার কারণেই মূলত এই অনুযোগ। এই অনুযোগের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে এক গভীর উদ্বেগ।

অভাব-অনটনের মাঝে একান্নবর্তী পরিবারে তাঁদের পথচলা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ পনেরো বছর তাঁরা ইসলামপুরের থানা কলোনির

যুগলবন্দি।। এক ফ্রেমে নরেনচন্দ্র সাহা ও অঞ্জলি সাহা।

একটি ভাড়াবাড়িতে কাটিয়েছেন। ছোট ব্যবসা দিয়ে জীবনযুদ্ধ শুরু করা নরেন স্মৃতিরোমন্থন করে বলেন, 'এক সময় কী খাব তা জানা থাকত না। অঞ্জু সেই সময় সংসারের হাল ধরতে টিউশনি পড়াতে শুরু করে। ততদিনে বোনের বিয়ে দিয়েছি।' একটু নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, 'জানেন, আমার স্ত্রী আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে আমার কাছে কিছুই চায়নি। হয়তো শীতের একটি ক্রিম এনে দিয়েছি। সারাবছর ওই ক্রিম মুখে মেখেই জীবনটা কাটিয়ে দিল।'

সংসারের সুখের নীড়টি যখন গড়ে তোলার সময় এল, তখন অঞ্জলি তাঁর তিল তিল করে জমানো সমস্ত গয়না বিক্রি করে নরেনের হাতে টাকা তুলে দিয়ে অভয় দিয়েছিলেন। স্বামী আজও সেই কৃতজ্ঞতার ভারে নতজানু। বলে চলেন, 'ওর এই ত্যাগগুলি ভোলা অসম্ভব কি না বলুন তো!' দাম্পত্য জীবনে কলহ যে ছিল না তা নয়, তবে সেই অভিমান ভাঙার পদ্ধতি ছিল বড় মধুর। অঞ্জলি হেসে বলেন, 'সে আর বলতে। মাথা গরম হলে ওর উপবাস বাঁধা। কেউ টলাতে পারবে না। যেই দেখত আমিও না খেয়ে আছি তখন বেশ ভাব নিয়ে তার উপদেশ- শরীর খারাপ হলে কে দেখবে? ব্যাস, খেতে বসে আবার সন্ধি হয়ে যেত।'

অঞ্জলির সেই অক্ষয় আস্থাই আজ নরেনকে শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত কাপড় ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত করেছে। আজ তাঁদের দুই সন্তানই সুপ্রতিষ্ঠিত। বড় ছেলে অমিত সফল ব্যবসায়ী এবং ছোট ছেলে সুমিত হাইস্কুলের শিক্ষক। নাতি-নাতনিদের কলকাকলিতে এখন পূর্ণ সাহা দম্পতির সুখের সংসার। বিদায়বেলায় প্রশ্ন উঠল, একে অপরকে ছাড়া জীবন আজ কতটা কঠিন? শিশুর মতো সরলতায় দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'বাঁচা কঠিন, ভীষণ কঠিন।' কেন কঠিন, তার উত্তর হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; কেবল তাঁদের অশ্রুসিক্ত চোখের মণি জানিয়ে দিচ্ছিল, তাঁরা একে অপরের পরিপূরক।

'এই জীবন ছিল নদীর মতো গতিহারা, দিশাহারা...'। নির্মলা মিশ্রের গাওয়া গানের সেই কথাগুলি তখন চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। মহানন্দে।

বছরভর অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি আনন্দময়ী কালীবাড়ির ১০০ বছর পূরণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে বছরভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতির সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা নানা সমাজসেবামূলক কাজ করি। এবছর সেগুলো আরও বড় করে করা হবে। পাশাপাশি ভক্তিমূলক নানা অনুষ্ঠান করার কথা রয়েছে।'

১২ তারিখই প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বছরব্যাপী কর্মসূচি শুরু করা হবে। ১৩ তারিখ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হবে। ২২ তারিখ চারণ কবি মুকুন্দ দাসের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির হবে।

প্লাস্টিকের বোতল, ক্যারিব্যাগ ভেসে বেড়াচ্ছে মহানন্দায়। -সঞ্জীব সূত্রধর

মারধরে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : রেলকর্মীকে মারধরের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কৈলাস মণ্ডল। তিনি খোলাই বকতরি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আহতের নাম অজয় মাহাতো। তাঁর আত্মীয় শিবকিশোর পাসোয়ানের অভিযোগ, গত ৮ তারিখ তিনি ও অজয় খোলাই বকতরিতে একটি অনুষ্ঠানবাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানেই অভিযুক্ত কৈলাসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর অজয় ও শিবকিশোরের ওপর চড়াও হন কৈলাস। শিবকিশোরের আরও অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে বেরোনোর পরও কৈলাস ও তাঁর দলবল ছাড়েনি। সংলগ্ন পঞ্চুনই সেতুর নীচে দুইজনকে মারধর করা হয়। এরপরই গত ৮ তারিখ ঘটনার প্রেক্ষিতে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শিবকিশোর। অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

'অন্নপূর্ণা' আলোর হাতের স্বাদে আজও মুগ্ধ শহর

জাঁকজমকহীন দোকানে সত্তরোর্ধ্ব আলো সাহার হাতের জাদুতে ম-ম করে বিধান মার্কেট। পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যে সিক্ত এই অনাড়ম্বর হেঁশেলে তৈরি খাবারের ঘরোয়া স্বাদে অনায়াসে যেন হার মানে নামী রেস্তোরাঁ।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কৌস্তভ রায় পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। শহরের একটি দোকানেই রুটি-মাংস খেতে ভালোবাসেন। আজকের নয়, দীর্ঘ ১৫ বছরের অভ্যাস। শিলিগুড়ির ব্যস্ততম বিধান মার্কেটে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের গা ঘেঁষেই রয়েছে একচিলতে এক খাবারের দোকান। কোনও উজ্জ্বল সাইনবোর্ড বা চাকচিক্য নেই, তবে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এক দীর্ঘ লড়াইয়ের আখ্যান।

এই দোকানের প্রাণপুরুষ, থুড়ি প্রাণশক্তি সত্তরোর্ধ্ব আলো সাহা। বয়সের ভার শরীরকে ছুঁলেও তাঁর হাতের রান্নার জাদুতে কোনও ভাটা পড়েনি। প্রতিদিন পরম মমতায় নিজ হাতে ডালপুরি, আলুপরোটা, রুটি আর মাংসের গন্ধে মাতিয়ে রাখেন গোটা চত্বর। তাতে অনেকেই মজে যান। সেই দলে শামিল কৌস্তভও। হেসে বলছেন, 'দিদার হাতে রান্না করা মাংস যে কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের রান্নার থেকেও ভালো।'

আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। তখন বিধান মার্কেট বা শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে আজকের মতো ভিড় ছিল না। পরিবারের আর্থিক অনটনের জেরে সংসারের হাল ধরতে পথে নেমেছিলেন আলো। মাত্র দশ টাকায় এক প্লেট রুটি-মাংস দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর এই সংগ্রাম। তখন সামনেই ছিল বাসস্ট্যান্ড আর মাছের আড়ত। ধুলাবাড়ি থেকেও আসতেন বহু মানুষ। একাই দিনে পনেরো থেকে আঠারো কেজি আটার রুটি বেলতেন। আজ প্রেক্ষাপট বদলেছে, দোকানপাটের সংখ্যা বাড়লেও আলোর হেঁশেলের স্বাদ নিতে আজও পুরোনো খদ্দেররা ভিড় জমান। ক্রেতাদের মতে, বড় হোটেলের কৃত্রিম স্বাদের চেয়ে এই ঘরোয়া রান্নার টান অনেক বেশি। কাপড়ের দোকানের কর্মী বিনোদ সরকার অকপটে স্বীকার করেন, 'এখানকার রান্না একদম বাড়ির মতো, অনায়াসে সাত-আটটা আলুপরোটা খাওয়া যায়।'

বিধান মার্কেটে আলো সাহার দোকান।

১০ টাকার প্লেট এখন ৭০ টাকায় ঠেকলেও গুণমানের সঙ্গে আপস করেননি আলো। বর্তমানে বয়সজনিত কারণে ছেলে বিষ্ণু সাহা দোকানের কাজে সহযোগিতা করেন, কিন্তু হাতা-খুন্তি ধরার মূল দায়িত্বটি এখনও মা নিজের কাঁধেই রেখেছেন। প্রতিদিন প্রায় ২০০ মানুষের পাতে হাসিমুখে খাবার তুলে দেন এই 'অন্নপূর্ণা'। সময়ের স্রোতে বাজারের ব্যস্ততা বাড়লেও তাঁর হাতের রান্নার ঘরোয়া আমেজ আজও শিলিগুড়ি শহরবাসীর কাছে এক অনন্য আবেগ।

PRANAVANANDA CENTENARY SHIKSHAYATAN - H.S.
(Affiliated to WBBSE & WBCHSE)
ORGANISED BY BHARAT SEVASHRAM SANGHA , SILIGURI
Rajganj, Jalpaiguri
Siliguri branch admission from Nursery to class V 8250619355
Admission from Nursery to class IX is open for the academic year 2026
Phone 9434152111, 9434494674
website: www.pcsrajganj.org

পৃথিবীর পাঠশালা

অন্ধকারতম বছর

৫৩৬ খ্রিস্টাব্দের কথা শুনলে শিউরে উঠবেন। ইতিহাসবিদরা একে মানুষের ইতিহাসের 'সবচেয়ে খারাপ বছর' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই বছর আইসল্যান্ডে এক বিশাল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পুরো ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার আকাশ ১৮ মাসের জন্য কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল। সূর্য উঠত, কিন্তু আলো দিত না— যেন সবসময় গোধূলি। ফসলের খেত নষ্ট হয়ে যায়, বিশ্বজুড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্লেগ মহামারি শুরু হয়। গ্রীষ্মকালেও চিনে তুষারপাত হয়েছিল। মানুষ ভেবেছিল পৃথিবীর বুঝি শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকার যুগ পার করে মানুষ যে আজ এখানে পৌঁছেছে, সেটাই এক বড় লড়াই।

বাক্সে বন্দি মানুষ

বিদেশে যেতে গেলে প্লেনের টিকিট লাগে, পাসপোর্ট লাগে। কিন্তু রেজিনাল্ড স্পিয়ার্স নামের এক অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিট ১৯৬৪ সালে নিজেকেই পার্সেল করে ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর ফেরার টাকা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মেয়ের জন্মদিনে বাড়ি ফেরাটা জরুরি ছিল। তিনি এক বন্ধুর সাহায্যে নিজেকে একটা বড় কাঠের বাক্সে বন্দি করেন। বাক্সের গায়ে লেখা ছিল 'পেইন্ট' বা রং। প্রায় ৬৩ ঘণ্টা ধরে তিনি ওই বাক্সে ছিলেন— কখনও প্লেনের কার্গোতে, কখনও গরমে, কখনও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায়। সঙ্গে ছিল শুধু কিছু ক্যানড খাবার আর জল। অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে বাক্স থেকে বেরিয়ে তিনি দিব্যি বাড়ি চলে যান। পরে অবশ্য বিষয়টি জানাজানি হলে তাকে পোস্ট অফিসের বিল মেটাতে হয়েছিল।

হুইস্কি যুদ্ধ

যুদ্ধ মানেই গোলাগুলি, রক্তপাত। কিন্তু কানাডা আর ডেনমার্কের মধ্যে 'হ্যান্স আইল্যান্ড' নিয়ে যে যুদ্ধ চলেছিল, তা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ভদ্র যুদ্ধ। আর্কটিক সাগরের এই জনমানবহীন পাথরখণ্ডটি দুই দেশই দাবি করত। ১৯৮৪ সাল থেকে যখনই ডেনমার্কের সৈন্যরা দ্বীপে আসত, তারা কানাডার পতাকা নামিয়ে নিজেদের পতাকা তুলত এবং এক বোতল ডেনিশ স্ন্যাপস (মদ) রেখে যেত। আবার কানাডার সৈন্যরা এসে সেটা সরিয়ে নিজেদের পতাকা আর এক বোতল কানাডিয়ান হুইস্কি রেখে যেত। সঙ্গে নোটে লেখা থাকত—'কানাডায় স্বাগতম'। দশকের পর দশক ধরে এই 'বোতল যুদ্ধ' চলেছে। ২০২২ সালে শেষমেশ দুই দেশ দ্বীপটি আধাআধি ভাগ করে নিয়েছে। মদের বোতল দিয়ে যে জমি দখল করা যায়, তা কে জানত!

সমুদ্রের আসল রানি

পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান সিনেমায় আমরা জ্যাক স্প্যারোকে দেখি, কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে সফল এবং ভয়ংকর জলদস্যু ছিলেন এক নারী—চিং শি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে চিনে তিনি প্রায় ৩০০টি জাহাজ এবং ৪০,০০০ জলদস্যুর নেতৃত্ব দিতেন! তিনি আগে এক পতিতালয়ে কাজ করতেন, পরে জলদস্যু সর্দারের সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুরো বাহিনীর দখল নেন। তাঁর নিয়ম ছিল খুব কড়া—লুটের মাল ঠিকমতো জমা না দিলে বা কোনও বন্দি নারীর ক্ষতি করলে শিরশ্ছেদ নিশ্চিত। চিনা সরকার, পর্তুগিজ নেভি— কেউ তাঁকে হারাতে পারেনি। শেষে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁকে ক্ষমা করে এবং তিনি সম্মানের সঙ্গে অবসর জীবন কাটান। সিনেমার গল্পকেও হার মানায় তাঁর জীবন।

'বাংলাকে জানো' কর্মশালা শুরু

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মহানির্বাণ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি মালব্য মিশন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার-এর সম্মিলিত উদ্যোগে শুরু হল 'বাংলাকে জানো' শীর্ষক ছয়দিনের একটি আবাসিক কর্মশালা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালব্য মিশন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারে সোমবার থেকে কর্মশালা শুরু হয়েছে। চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বাংলার বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা হবে কর্মশালায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, গবেষকরা কর্মশালায় যোগ দেবেন। মঙ্গলবার কর্মশালায় বিশেষ স্মারক বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রণবীর সমাদ্দার। এদিন কর্মশালা উপলক্ষ্যে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ-এর অধিকর্তা স্বাতী গুহ, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎ চৌধুরী, মহানির্বাণ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের অধিকর্তা শ্যামলেন্দু মজুমদার সহ বহু বিশিষ্ট গবেষক। মালব্য মিশন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারের অধিকর্তা অঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলাকে জানো কর্মশালার মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলো ফেলা হবে। বিশিষ্টদের আলোচনায় গবেষণার নতুন দিক উন্মোচিত হবে।'

এসআই-এর জন্য বিভাগীয় তদন্ত

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : আর্থিক দুর্নীতির দায়ে সাসপেন্ড করা হয়েছে কিশনগঞ্জ জেলার নেপাল সীমান্ত লাগোয়া কুরলীকোট থানার সাব-ইনস্পেক্টর দিলীপকুমার চৌবেকে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে মঙ্গলবার পুলিশ সুপার সন্তোষকুমারের প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন।

অভিযোগ, কিশনগঞ্জ জেলার ঝালা গ্রামের বাসিন্দা অরুণকুমার সিংয়ের কাছ থেকে একটি জমি সংক্রান্ত মামলায় অবৈধভাবে টাকার দাবি করেন দিলীপ। আরও অভিযোগ, তিনি অরুণকে মোবাইলে বলেন, টাকা পেলে মামলায় ওঁর পক্ষে কেস ডায়েরিতে সঠিক লিখবেন। টাকা না দিলে ফল ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অরুণ সেই কথোপকথন রেকর্ড করে পুলিশ সুপারকে অভিযোগ আকারে দেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারের নির্দেশে গঠিত এসআইটি তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পায়।

এদিন পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, যদি কোনও পুলিশ আধিকারিক বা কর্মী কোনও ধরনের মামলার তদন্ত চলাকালীন ঘুষ চান, তবে ঘটনার অডিও, ভিডিও ফুটেজ তৈরি করে প্রমাণ সমেত লিখিত অভিযোগ যে কেউ করতে পারেন।

সতর্ক থাকার পরামর্শ সিকিম সরকারের

কম্পনের উৎসস্থলেই শঙ্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ব্যবধান দেড় দশকের। কিন্তু উৎসস্থল কার্যত একই সরলরেখায় হওয়ায় ভীতি বাড়ছে ভূকম্পন নিয়ে। ২০১১-এর ১৮ সেপ্টেম্বরের মতো ফের কেঁপে উঠবে না তো পাহাড় ও সমতল, প্রশ্ন এখন সর্বত্র। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার কম্পন অনুভূত হওয়ায় আশঙ্কা বাড়ছে। যেদিকে নজর রেখে মূলত অ্যাডভাইজারি দিয়েছে সিকিম সরকার। গুজব না ছড়িয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ভূকম্পনের সময় কী করতে হবে, তা তুলে ধরতে সরকারি তরফে বিভিন্ন এলাকায় মহড়া চলছে। আর তাতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কা বাড়ছে। সামনে নিশ্চয় অঘটন ঘটতে চলেছে, নাহলে কেন অ্যাডভাইজারি এবং মক ড্রিল, প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। সিকিমের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের

- ২০১১-তে কম্পনের উৎসস্থল ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা সংরক্ষণ অঞ্চল, বৃহস্পতিবার তিস্তা সংরক্ষণ এলাকা
- কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা সংরক্ষণ অঞ্চল একই সরলরেখায়, যে কারণে পাহাড়ে বাড়ছে ভয়
- ভীতি কাটাতে অ্যাডভাইজারি সিকিম প্রশাসনের, কম্পনের সময় কর্তব্য বোঝাতে মক ড্রিল

এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'যেহেতু এখন রাজ্যের অবস্থান সিসমিক জোন সিক্স-এ, ফলে ভূকম্পনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মহড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে অহেতুক যাতে গুজব ছড়িয়ে না পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে, সে জন্যই অ্যাডভাইজারি।'

দেড় দশক পরেও ২০১১-এর ১৮ সেপ্টেম্বর ঘটে যাওয়া ভূকম্পন ভুলতে পারেনি সিকিম ও উত্তরবঙ্গ। ৬.৯ মাত্রার কম্পনে সিকিম তো বটেই, কেঁপে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও তিব্বত। একাধিক বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সবমিলিয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১১১ জনের। এর মধ্যে তিনজন মারা যান নেপালে ব্রিটিশ দূতাবাসের দেওয়াল ভেঙে। ওই ভূকম্পনের উৎসস্থল ছিল সিসমিক জোনের কাঞ্চনজঙ্ঘা সংরক্ষণ এলাকা। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় চার ঘণ্টায় ১২ বার কেঁপে উঠেছে মাটি। পরবর্তীতে আরও কয়েকবার কম্পন স্পষ্ট করেছে রিখটার স্কেল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিটি কম্পনের উৎসস্থল তিস্তা সংরক্ষণ এলাকা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং তিস্তা, দুটি সংরক্ষণ এলাকাই জোন সিক্সের মধ্যে পড়ছে এবং কার্যত একই সরলরেখায়। ভয়টা মূলত এখানেই। বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৯ মিনিটে ঘটে যাওয়া কম্পনটির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ৬ কিলোমিটার দূরের পেলিং, ৩১ কিলোমিটার দূরের দার্জিলিং, ৪২ কিলোমিটার দূরে থাকা গ্যাংটক ও ৬৮ কিলোমিটার দূরের শিলিগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের বাকি এলাকার সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে মেঘালয়, চিন ও ভুটানেও। একসময় হিমালয় অঞ্চল সিসমিক জোন ফোর-এ থাকলেও বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জোন সিক্স-এ হিমালয়ের যে অবস্থান ঘটেছে, সম্প্রতি মানচিত্র প্রকাশ করে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডস। যে কারণে ভয়টা আরও বাড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'এই অঞ্চল বরাবরই ভূকম্পনপ্রবণ। ভূকম্পনের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে পাহাড় থেকে সমতল। ফলে সতর্ক থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।'

ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডস শুধু ভূকম্পনপ্রবণ এলাকার নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেনি। কেন ঝুঁকি বাড়ছে, তার কারণ যেমন তুলে ধরেছে, তেমনই ক্ষয়ক্ষতি রোধের পথও দেখিয়েছে। কিন্তু সেদিকে নজর নেই কারও। যে কারণে পাহাড়ের প্রকৃতি ধ্বংস করে বিরামহীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বড় বড় ইমারত। ফলে যা হওয়ার, তাই হচ্ছে। এখন সতর্কতাই একমাত্র পথ।

যুব নেতাকে সাসপেন্ড

প্রথম পাতার পর

তবে, ব্যবসায়ী তপন শাসক নেতার হামলার ঘটনার পরে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে ভাঙচুরের পরেও তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেননি।

প্রথমে সভাধিপতি সহ তৃণমূলের জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতারা এই ঘটনার কথা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদে তৃণমূল যুব নেতার তাণ্ডবের খবর প্রকাশিত হতেই দলের রাজ্য নেতৃত্ব কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, ওই ভাঙচুরের ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই চারদিকে হইচই শুরু হয়। ফলে মন্টাকে যে আর আড়াল করা যাবে না সেটা বুঝে যায় দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। মূলত দলের উদ্যোগেই প্রায় তিনদিন পরে ওই ব্যবসায়ীকে দিয়ে সোমবার রাতে নকশালবাড়ি থানায় পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ওরফে মন্টা এবং অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করানো হয়। পাশাপাশি মন্টাকেও সমাজমাধ্যমে লাইভে এসে সাফাই দেওয়ার নির্দেশ আসে। মন্টা রীতিমতো মুখে স্টিকিং-প্লাস্টার সেঁটে সমাজমাধ্যমে লাইভে এসে সাফাই দেন। তবে, মামলা রুজু হতেই তাঁকে নকশালবাড়িতে দেখা যাচ্ছে না বলে খবর।

সামনেই বিধানসভা ভোট থাকায় মাটিগাড়া-নকশালবাড়িকে পাখির চোখ করা তৃণমূল নিজেদের ইমেজ ঠিক রাখতে শেষপর্যন্ত মন্টাকে আগলে রাখার চেষ্টা করেনি। মঙ্গলবার সকালে দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, কোর কমিটির সদস্য তথা সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি ব্যবসায়ী তপন পালের দোকান এবং বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। বিকেলে তাঁরা তপনকে পাশে বসিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করে মন্টার চালানো তাণ্ডবের নিন্দা করে তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করেন। জেলা চেয়ারম্যান বলেন, 'সোমবার মন্টাকে শোকজ করে জবাব দেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। কোনও জবাব না আসায় তাঁকে দলের সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আগামীতেও দলের কেউ এই ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিনই সকালে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি এবং দোকানে গিয়ে সান্ত্বনা দেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপি নেতা আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'গুন্ডা, সমাজবিরোধীরাই তৃণমূলের সম্পদ। তবে, নকশালবাড়ির পরিবেশকে এভাবে নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।'

আঁধারে উজ্জ্বল অঙ্গীকার

প্রথম পাতার পর

অন্ধত্বের কারণে দুজনকে অনেক কটু কথাও শুনতে হয়। ঘরছাড়া হয়ে চারদিন অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর দুজনে আশিঘরে এক চিলতে ঘরভাড়া নেন। প্রতিবন্ধী ভাতা আর মানুষের দয়ায় কয়েক বছর কাটার পর ২০১২ সালে তাঁরা আবার নিরঞ্জননগরে অঞ্জলির বাড়িতে ফিরে আসেন। সংসার চালানোর তাগিদে বর্তমানে দুজনে মিলে ঘুরে ঘুরে লটারির টিকিট বিক্রি করেন। প্রতিদিন সকাল ৮টায় যখন তাঁরা বের হন, তখন চিন্ময়ের হাতে থাকে লাঠি আর তাঁর কাঁধে অঞ্জলির হাত। সেই হাতই চিন্ময়কে প্রতিনিয়ত সব জয়ের আশা জোগায়। বাড়িতে ফিরে চিন্ময় নিপুণ হাতে সবজি কাটেন ও রান্না করেন, আর অঞ্জলি কাপড় কাচা ও বাসন মাজার কাজ সামলান।

১৯৮১ সালে টাইফয়েডে চিন্ময় দৃষ্টি হারান। তার আগে তিনি রাঁধতে জানতেন বলেই আজও প্রিয়তমার জন্য খুন্তি ধরেন। পুজোর সময় জামাকাপড় কেনার সময় অঞ্জলি রঙের নাম শুনে জেনে নেন কোন পোশাকে চিন্ময়কে বেশি মানাবে। ষাটোর্ধ্ব চিন্ময় আর পঞ্চাশোর্ধ্ব অঞ্জলির কাছে অভাব এখন তুচ্ছ, কারণ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রায় ষোলো বছর আগে দেওয়া সেই অঙ্গীকার আজও পরম যত্নে লালিত হয়ে চলেছে। আমৃত্যু ওই অঙ্গীকার বজায় রাখতে দুজনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রত্যাখ্যানে মনে

প্রথম পাতার পর

শিমুলতলায় খুনের ঘটনায় দুই অভিযুক্তের একজন টোটোচালক এবং অপরজন মাংসের দোকানের কর্মচারী। দুজনেই পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে বহুদিন আগে। অভিযুক্ত কিশোর চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। আগে মালদায় থাকত। বছরখানেক আগে মা আর বোনকে নিয়ে এখানে ভাড়াবাড়িতে ওঠে। রাজ এর আগেও দুই তরুণীকে অপহরণ করেছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকায় বদ মেজাজি হিসেবে তিনি পরিচিত। মৃত নাবালক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাড়িতে বাবা, মা, দিদি ও দাদা রয়েছে।

অভিযোগ, নাবালিকার বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে একটি মোড়ে সবসময় টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রাজ। স্থানীয় এক মোমো বিক্রেতার কথায়, 'ও তো আমার দোকানের সামনে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যেতে বললেও, যেতে চাইত না। এখন বুঝলাম কী কারণ ছিল।'

অভিযোগ, তাঁর একার পক্ষে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই রাজ দলে শামিল করেছিল মৃত নাবালকের বন্ধুকে। অভিযুক্ত কিশোরকে তিনি মেরে ফেলার ভয়ও দেখিয়েছিলেন। নাবালককে ফোন করানো হয় অভিযুক্ত কিশোরের ফোন থেকে, যাতে কারও সন্দেহ তাঁর ওপর গিয়ে না পড়ে।

শনিবার সন্ধ্যায় বন্ধুর ফোন পেয়ে সাতপাঁচ না ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে নাবালক। এরপর তাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যায় অভিযুক্ত কিশোর। আগে থেকেই সেখানে টোটো নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাজ। প্রথমে দুজনে মিলে নাবালককে বেধড়ক মারধর করে। যার ফলে মুখে, ঠোঁটে, চোখে কালসিটে দাগ পরে যায়। মারার পর নাবালক মাটিতে পরে গেলে তারই বেল্ট খুলে গলায় ফাঁস দেওয়া হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করার পর ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসে দুজনে। ফের গিয়ে টোটোটি এনে রাজ নিজের বাড়ির গ্যারাজে ঢুকিয়ে রাখেন। নাবালকের বাড়ির লোক খোঁজ করতে এলে তাকে দেখেননি বলে দাবি করেন। তারপর আর পাঁচটা দিনের মতো খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে ঘুমোতে যান।

পরদিন সকাল থেকে হইচই শুরু হতেই রাজ গা-ঢাকা দেন। তবে, বাড়িতেই ছিল অপর অভিযুক্ত। স্থানীয়রা তাকে চেপে ধরতেই কথায় অসংগতি ধরা পরে। এরপর তাকে থানায় নিয়ে যান এলাকাবাসী। অভিযুক্ত কিশোরের হাতেও একাধিক জায়গায় কেটে গিয়েছে। টোটোটিতে রক্তের দাগ রয়েছে।

প্রেমের কাঁটা সরাতে খুন

প্রথম পাতার পর

এরপর বাড়ি থেকে ফোন করলে, সে জানায় রাজ এবং নিজের বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর ফিরবে। পরিবারের লোকের সঙ্গে সেটাই ছিল শেষ কথা। রাত সাড়ে নয়টা বাজলেও ছেলে বাড়ি না ফেরায় পরিজনরা তাকে ফোন করেন। সাড়া মেলেনি। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ফোনটি সুইচ অফ করে দেওয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজতে বের হন। প্রথমে দুই অভিযুক্তের বাড়িতে যান তাঁরা। তখন দুজনেই বাড়িতে ছিল বলে দাবি। তারা নাকি জানিয়েছিল, নাবালককে দেখেনি। এরপর মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

সোমবার সকালে অভিযুক্ত কিশোরকে স্থানীয়দের একাংশ চাপ দেন। তার কথায় সন্দেহ হওয়ায় থানায় নিয়ে যান ওঁরা। এরপরেই পুলিশ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সকাল গড়িয়ে বিকেল হলেও সে কিছুই স্বীকার করেনি। জট খুলতে কালঘাম ছোটে তদন্তকারীদের। এরমধ্যে হাতে আসে একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ। দুই অভিযুক্তের সঙ্গে নাবালককে দেখা যায় সেখানে।

ফুটেজটি দেখিয়ে ফের প্রশ্ন করা হলে টোটোতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে অভিযুক্ত। দাবি করে, রাজ নাকি তাকে ভয় দেখিয়ে ওই নাবালককে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। এরপর পুলিশ রাজের বাড়ি থেকে টোটোটি উদ্ধার করে।

ততক্ষণে রাজ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। এরপর অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের একটি দল রাজকে ধরতে কোচবিহারের দিকেও গিয়েছিল।

অন্যদিকে, বন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের কোর এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়ে রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ অভিযুক্তকে নিয়ে থানায় ফিরে আসে পুলিশ। এরপর মাটিগাড়ার ওই টি রিসর্টের গেটের বাইরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ রহস্য সমাধানের পথ দেখায়। দেখা যায়, দুই অভিযুক্ত শনিবার ওই এলাকা দিয়ে হেঁটে ফিরছে। সঙ্গে টোটোটি ছিল না সেসময় (সম্ভবত পরে নিয়ে আসেন রাজ)।

এরপরই চাপের মুখে পড়ে অভিযুক্ত কিশোর খুনের কথা স্বীকার করে নেয় বলে দাবি তদন্তকারীদের। ফের শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। টি রিসর্ট থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে দেহ মেলে।

রাজকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠাবে পুলিশ। কিশোরকে এদিনই জুভেনাইল কোর্টে তোলা হলে হোমে পাঠানো হয়।

এলাকায় যান স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। গিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকারও। আনন্দর বক্তব্য, 'এলাকায় একের পর এক খুন হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে।' শংকর বললেন, 'আমরা পরিবারের পাশে আছি। সরকার আমাদের হলেও পুলিশের গাফিলতি রয়েছে, এটা বলছি আমি।'

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত তৃণমূল নেতা, জখম মেয়ে

জলপাইগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা লুৎফর রহমানের (৪৮)। মঙ্গলবার রাতে হাড়-হিম করা দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোশালা মোড় এলাকার ৩১ডি জাতীয় সড়কে। ট্রাকের চাকায় পিষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান লুৎফর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে তাঁর মেয়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেলের অধীন সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, লুৎফরের মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মেয়ে শহরের নিউটাউনপাড়ায় প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়েছিল। রাতে মেয়েকে বাইকে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন লুৎফর। গোশালা মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় আচমকাই একটি দ্রুতগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে।

ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায় মেয়েটি। কিন্তু ট্রাকের চাকার তলায় পিষে যান লুৎফর। স্থানীয়দের দাবি, ওই অবস্থাতেই কিছুটা রাস্তা বাইকটিকে ঘষতে ঘষতে নিয়ে যায় ট্রাকটি।

এই ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা লাঠি হাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতার একাংশ জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু গাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

এর জেরে দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করেছে, তবে চালক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

নাম নথিভুক্ত

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিকশিত ভারত জি রাম জি যোজনায় এবার থেকে গ্রামীণ শ্রমিকরা ১২৫ দিন কাজ পাবেন। মঙ্গলবার বিকেলে কিশনগঞ্জের জেলা শাসক বিশাল রাজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের নাম রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৯০ হাজার গ্রামীণ শ্রমিকের নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে যাতে সবাই কাজ পান, সেজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মনিটরিং করবেন বলে জানান জেলা শাসক।

গ্রেপ্তার এক

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানা এলাকার চুনাভারি গ্রামের বাঁশঝাড়ে বৃহস্পতিবার তজল্লি প্রবীণের (২০) দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মঙ্গলবার একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার পর মৃতার বাবা মহম্মদ তসলিম থানায় মহম্মদ ফোইজান আলমের বিরুদ্ধে মেয়েকে খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমারের নির্দেশে গঠিত টাস্ক ফোর্স এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণী এবং অভিযুক্তর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি তরুণী বারবার অভিযুক্তকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। আর সে কারণেই নাকি তরুণীকে খুন করা হয়। পুলিশ সুপার জানান, মঙ্গলবার বিকেলে ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রণক্ষেত্রে 'সেফ' নয় তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

এই বর্ষীয়ান বিধায়ককে ঘিরে একসময় যে আবেগের জোয়ার ছিল, সময়ের অমোঘ নিয়মে তাতে আজ ভাটার টান। তাঁর সাধারণ জীবনযাপন ও অমায়িক ব্যবহার মানুষের কাছে এখনও প্রশংসিত হলেও, দেড় দশকের জনপ্রতিনিধিত্বে উন্নয়নের মাইলস্টোন গড়ায় তাঁর ব্যর্থতা এখন এলাকায় তর্কের প্রধান বিষয়। রানিনগর শিল্পতালুকে ঢোকার মুখে চায়ের দোকানেও সেই আভাস মিলল। দোকান থেকে বের হওয়ার সময় কানে এল, 'আরে খগেশ্বরদা সবথেকে পুরোনো এমএলএ। এতদিন ও মন্ত্রী হয়ে যেত। ওঁর তো কোনও প্ল্যান নেই, ওঁর এই অবস্থার জন্য ও নিজেই দায়ী'।

গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান পদে থেকেও সেই তল্লাটের উন্নয়নের কোনও রূপরেখাই তৈরি করতে পারেননি তিনি। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিগুলো কেন বাস্তবে ফুটল না, বেলাকোবা, আমবাড়ি, পাহাড়পুর সবখানে সেই প্রশ্নই উঠছে। আর তা এখন খগেশ্বরের গলার কাঁটা। তবে রাজগঞ্জের রাজনীতির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং বিপজ্জনক অধ্যায়টি লেখা হচ্ছে তৃণমূলের অন্দরে। যে ঘর একসময় নিটোল ছিল, আজ তা দুই সেনাপতির দ্বন্দ্বে কুরুক্ষেত্র। একদিকে অভিজ্ঞ খগেশ্বর, অন্যদিকে বারোপাটিয়ার বাহুবলী নেতা তথা তৃণমূলের জেলা এসসি-এসটি সেলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব যখন খগেশ্বরের খাসতালুকে কৃষ্ণকে তিন বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ করল, তখনই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, রাজগঞ্জের রাজদণ্ড এবার হাতবদল হতে পারে। কৃষ্ণ দাসের সাংগঠনিক দক্ষতা আর জনসভা ভরানোর 'ম্যাজিক' খগেশ্বরের পুরোনো ভিতকে তছনছ করে দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দুই নেতার মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। রাজনীতির অলিন্দে কান পাতলেই শোনা যায়, কৃষ্ণ এখন খগেশ্বরের ছায়া ডিঙিয়ে নিজেই বিধায়ক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। রাজগঞ্জ তৃণমূল বর্তমানে দুই খণ্ডে বিভক্ত- একদিকে বিধায়কের ম্লান হয়ে আসা গরিমা, অন্যদিকে কৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান রণকৌশল।

রাজগঞ্জ ব্লক পুরোটা এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া- নতুনবস, বেলাকোবা, পাহাড়পুর ও পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত রাজগঞ্জ বিধানসভাকে জনবিন্যাসের হিসেবে একক মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে না। রাজবংশী ও সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের এক বিশাল সমাবেশ যেমন এখানে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে, তেমনি আদিবাসী ও মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটও তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। একসময় এই ভোটব্যাংক ছিল ঘাসফুলের একচেটিয়া সম্পত্তি। কিন্তু সেই দুর্গে এখন সিঁধ কেটেছে বিজেপি। গত কয়েক বছরে গ্রামগঞ্জে বিজেপির পদধ্বনি প্রখর হয়েছে। শাসকের হুমকি উপেক্ষা করে পদ্ম শিবিরের সভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি শাসকদলের নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। এর নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর আর্থসামাজিক ক্ষত। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা হয়তো গ্রামীণ মহিলাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, কিন্তু ঘরের পুরুষরা যখন পেটের দায়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে, তখন সেই ক্ষোভের আঁচ আছড়ে পড়ছে শাসকদলের গায়ে। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, যারা সরাসরি মিছিলে নেই, তারা এখন মনে মনে বিকল্প খুঁজছে। বিজেপি তাদের কাছে পৌঁছোতে না পারলেও, তৃণমূলের প্রতি বিমুখতাই তাদের পরোক্ষভাবে গেরুয়া শিবিরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো রাজগঞ্জে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বালি ও জমি মাফিয়াদের সিন্ডিকেট। তিস্তার চর থেকে শুরু করে গ্রামের প্রান্তিক কৃষকের জমি— সর্বত্রই একদল দাদার ছায়া। সাধারণ মানুষ এই মাফিয়ারাজের ওপর চরম বীতশ্রদ্ধ। তাদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা এই মাফিয়া শক্তির দাপট তৃণমূলের নির্বাচনের বৈতরণি পার হওয়া কঠিন করে তুলতে পারে। বামপন্থীদের লাল ঝান্ডা কুকুরজান বা সুখানির মতো এলাকায় এখনও নিভু নিভু শিখায় জ্বলছে, যা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

রাজগঞ্জে তৃণমূলের যে কোনও এক পক্ষকে বাদ দিয়ে ঘাসফুলের জয় নিশ্চিত করা খুব শক্ত। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো আন্দোলনে ধারহীন হলেও এই এলাকায় বিজেপির জনসমর্থন অনেকটাই বেড়েছে। রাজবংশী ও মতুয়া আবেগেও ভাগ বসাতে সক্ষম হয়েছে গেরুয়া শিবির। এসবের সঙ্গেই মাফিয়া বিরোধী নীরব ক্ষোভ কোন দিকে মোড় নেয় সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই দিনের শেষে রাজগঞ্জ তৃণমূলের জন্য আর আগের মতো 'সেফ' নয়।

টান, মিড-ডে মিলে

প্রথম পাতার পর

বরাদ্দ ছিল ১৭৮৮ কোটি। খরচ হয়েছে অর্ধেকেরও কম, ৭৬০ কোটি। স্কুলের ছাদ দিয়ে জল পড়ে, মেরামতির টাকা নেই। কারণ, সরকারের 'অগ্রাধিকার' বদলে গিয়েছে। তপশিলি জাতি-উপজাতি পড়ুয়াদের স্কলারশিপের বরাদ্দ ৯৪ কোটি থেকে কমিয়ে ১৮ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। শিশুদের ভবিষ্যৎ বেচে বর্তমানে হাততালি কুড়োনোর খেলা যেন! সরকার অবশ্য এই হাড়হিম সত্য মানে না। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পালটা যুক্তি, 'মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়ানোর দায়িত্ব তো একা রাজ্য সরকারের নয়, কেন্দ্রেরও আছে। ফলে কারা বরাদ্দ বাড়াচ্ছে না, তা স্পষ্ট। বিধানসভায় এসব কথা বলেছি। ভিত্তিহীন প্রশ্নের জবাব বারবার দেওয়ার মানে হয় না।'

পালটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'বাংলায় মিড-ডে মিলের বরাদ্দ নয়ছয়ের প্রচুর অভিযোগ। ওই প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এখনও খরচই করেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই টাকা ভোটের সময় নয়ছয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' প্রাথমিকভাবে যে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, তা প্রমাণ হলে তদন্ত হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন সুকান্ত। বাস্তবে রাজ্য বাজেটের অঙ্ক দেখলে বোঝা যায়, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ভরাতে গিয়ে কার্যত দেউলিয়া করা হচ্ছে রাজ্যের বুনিয়াদি শিক্ষা উন্নয়নের ভাণ্ডার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অঙ্ক বেড়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ এবং ১২০০ থেকে ১৭০০ হচ্ছে। শুনতে দারুণ লাগে ঠিকই, কিন্তু এই বিপুল টাকার জোগান দিতে কাদের পেটে লাথি মারা হল? হিসাবটা দেখে নিন।

সরকারের এক কর্তার কথায়, '৫০,০০০ কোটি টাকা নগদই দিতে হচ্ছে। ফলে অন্য খাতে হাত পড়তেই পারে।' এই 'অন্য খাত'টাই যে শাসক শিবিরের ভবিষ্যৎ ঠিক করবে! অর্থনীতিতে 'সম্পদ সৃষ্টি'র কথা আছে। ধরুন, আপনি বাড়ির ইট বিক্রি করে সেই টাকায় রাতে বিরিয়ানি কিনে খেলেন। পেট ভরল, তৃপ্তি পেলেন, কিন্তু মাথার ওপরের ছাদটা নড়বড়ে হয়ে গেল। বাংলার বাজেট সেই পথে হেঁটেছে।

ওড়িশা, মহারাষ্ট্র বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য যখন রাস্তা, হাসপাতাল, ফ্লাইওভার বানিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ গড়ছে, তখন বাংলায় আয়ের ৬০ শতাংশ খরচ হচ্ছে বেতন আর ঋণের সুদ মেটাতে। বাকিটা যাচ্ছে জনমোহিনী প্রকল্পে। ফলে স্কুলঘর সারাইয়ের টাকা নেই, হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধের জোগান নেই, উত্তরবঙ্গের চা বাগানে ডিসপেনসারি নেই। কিন্তু ক্লাবের অনুদান আর মেলায় টাকার অভাব নেই। ভয়ের কথা হল, অসুখটা সংক্রামক। শাসকদল ১৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করায় বিরোধীরা আশ্বাস দিচ্ছে, 'আমরা ৩০০০ দেব।' এই 'কম্পিটিটিভ পপুলিজম'-এ সব দলই অর্থনীতির যুক্তি বিসর্জন দিয়ে 'ভাতা' বাড়ানোর নিলাম ডাকছে। ১৫০০ টাকার চেয়ে সন্তানের চাকরি বেশি জরুরি- এটা মানুষ ভুলে গেলে ভাতার রাজনীতি চলতেই থাকবে।

কর্মসংস্থান না চেয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অঙ্ক কষায় দলগুলো মানুষকে 'ভোট ব্যাংক' ছাড়া আর কিছু ভাববে না। ২০২৬-এর এই বাজেটে সেই আয়নাটা মানুষের সামনে তুলে ধরছে। সেই আয়নায় দেখা যাচ্ছে, মা 'লক্ষ্মী'দের তুষ্ট করতে দেবী 'সরস্বতী'র ভাণ্ডার শূন্য করা হচ্ছে, আর মা 'অন্নপূর্ণা'র থালা থেকে খাবার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পকেটে ১৫০০ টাকা ঢুকলে মায়েদের আনন্দ হয়। কিন্তু সন্তানের স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডটা ভাঙা বা সে দুপুরে পেটভরে খেতে পায়নি জানলে সেই আনন্দ থাকবে তো?

'যুবসাথী'

প্রথম পাতার পর

আগামী অর্থবর্ষে যুবসাথী প্রকল্পের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ ঐক্যশ্রী, মেধাশ্রী, শিক্ষাশ্রী বা স্মার্ট কার্ড পেলেও এই ভাতা পাওয়ায় তাঁর কোনও সমস্যা হবে না।

পাঁচ বছর ভাতা দেওয়ার পর রিভিউ হবে। যতদিন তাঁরা চাকরি না পাচ্ছেন, ততদিন ভাতা পাবেন।' প্রকল্পে অবশ্য বলা আছে, একজন পাঁচ বছর বা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

মাসে দেড় হাজার টাকা করে ওই ভাতা পাবেন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকাররা। সামনে রমজান মাস। দোল ও পয়লা বৈশাখের উৎসবও রয়েছে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'রমজান, হোলি, ইদ ও পয়লা বৈশাখ সব উৎসবই চলবে। তার মধ্যে যদি নির্বাচন আসে, নির্বাচনও তার নিয়মে চলবে।'

বয়কট নিয়ে ইউ টার্ন

সিদ্ধান্তে খুশি সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : শেষ মুহূর্তে ইউ-টার্ন। ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে পাকিস্তান। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে খুশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

এবার টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়। তাহলে কেন ম্যাচ খেলবে না বলে সুর চড়িয়েছিল পাকিস্তান? এতেই আশ্চর্য সৌরভ। তবে

> পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে হারানো সহজ হবে না। ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দল। সব বিভাগেই দারুণ ভারসাম্য রয়েছে।
>
> -সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

পিসিবি শেষ পর্যন্ত যে রাজনীতি দূরে সরিয়ে মাঠে নামছে তাতেই খুশি প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব। সৌরভ বলেছেন, 'প্রশাসনিক বিষয়ে আমি কখনোই মন্তব্য করি না। খেলাধুলা ও রাজনীতিকে আলাদা রাখাই শ্রেয়।'

ভারত-পাক দ্বৈরথকে ঘিরে উচ্ছ্বাসের সুর ধরা পড়ল মহারাজের গলায়। তাঁর মন্তব্য, 'প্রতিযোগিতার নিরিখে সব ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে উন্মাদনার দিক থেকে এটাই সম্ভবত বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচ।' এই লড়াইয়ে প্রত্যাশিতভাবেই মহারাজ এগিয়ে রাখছেন ভারতকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে হারানো সহজ হবে না। ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দল। সব বিভাগেই দারুণ ভারসাম্য রয়েছে।'

এবার টি২০ বিশ্বকাপের শুরুটা যেভাবে হয়েছে তাতে আশাবাদী সৌরভ। তিনি এটাও জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও দলকে প্রতিযোগিতায় বেমানান বলে মনে হয়নি। মহারাজের কথায়, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেপাল দারুণ খেলেছে। নেদারল্যান্ডসও পাকিস্তানকে প্রায় হারিয়েই দিচ্ছিল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একটা সময় চাপে ফেলে দিয়েছিল ভারতকে। এটাই হওয়া উচিত। টি২০ ফর্ম্যাটে ফলাফল যে কোনও দলের পক্ষে যেতে পারে। যা বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের প্রসারে সাহায্য করবে।' সেমিফাইনালে কোন চার দলকে দেখা যেতে পারে? সৌরভের বিশ্বাস ভারত ছাড়া শেষ চারে বাকি তিন দল হতে পারে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি দল।

এবার টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ভারতের কোনও ম্যাচ নেই ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে। সুপার এইট পর্বের একটি ম্যাচ পেয়েছে কলকাতা। সৌরভ জানালেন ইতিমধ্যেই ওই ম্যাচের ৫০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

জিতল ক্রিকেটই : আফ্রিদি

লজ্জা নেই, নকভিকে তোপ শোয়েবের

ইসলামাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারত, পাকিস্তান, আইসিসি নয়, আদপে জিতল ক্রিকেট।

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে সমস্যার সমাধান। ১৫ ফেব্রুয়ারির ভারত ম্যাচ খেলতে রাজি পাকিস্তান। আইসিসি, পাকিস্তান, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া ত্রিপাক্ষিক ম্যারাথন বৈঠকে শেষপর্যন্ত গতকাল বরফ গলে। সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে শাহিদ আফ্রিদি পাক সরকারকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। দাবি, পাক সরকারের পদক্ষেপে বিশ্বকাপের স্পিরিট অটুট থাকল। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেটই জিতল শেষপর্যন্ত। খেলাধুলো সবসময় সেতুবন্ধনের কাজ করে, দূরত্ব কমায়। মানুষকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।'

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে যে নাটক হয়েছে, তা নাকি একেবারেই পছন্দ নয় আফ্রিদির। একরকম পদক্ষেপ করার পর রাতারাতি তা বদলে ফেলা কতটা সঠিক, প্রশ্ন তুলেছেন অন্য এক সাক্ষাৎকারে। অভিযোগ, এর ফলে পাকিস্তান, সেদেশের সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। ভারতের দিকেও আঙুল তুলে বিতর্কিত 'চার গুজরাটি' মন্তব্যও করেছেন। আফ্রিদির দাবি, চারজন গুজরাটি ভারতকে চালাচ্ছে। দুইজন বিক্রি করছে আর দুইজন কিনছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া আফ্রিদির যে মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক। যদিও আফ্রিদির দাবি, এই রকম কোনও মন্তব্য তিনি করেননি।

> প্রথমে বলা হল আমরা বিশ্বকাপ বয়কট করব। তারপর বলা হল ভারত ম্যাচ শুধু খেলব না। এখন সেই সিদ্ধান্ত বদলে ভারত ম্যাচ খেলতে রাজি! তোমাদের কোনও লজ্জা নেই।
>
> -শোয়েব আখতার

শোয়েব আখতার রীতিমতো তুলোধোনা করেছে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে। প্রাক্তন জোরে বোলারের বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া, 'তোমরা শুধু নিজেদের অপদস্থ করলে না, একইসঙ্গে সরকারকেই চরম অস্বস্তিতে ফেললে। এটাই আমাদের স্টেটাস। প্রথমে বলা হল আমরা বিশ্বকাপ বয়কট করব। তারপর বলা হল ভারত ম্যাচ শুধু খেলব না। এখন সেই সিদ্ধান্ত বদলে ভারত ম্যাচ খেলতে রাজি! তোমাদের কোনও লজ্জা নেই।'

মহম্মদ হাফিজের তোপের মুখে আবার জয় শা-র আইসিসি। প্রাক্তনের দাবি, বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার ব্যর্থতার কারণে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছে। হাফিজ বলেছেন, 'গত ২-৩ সপ্তাহ ধরে রাজনীতির ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ক্রিকেট। বাংলাদেশ সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে। প্রশ্ন, কার ভুল? এখনও পর্যন্ত তা সামনে আসেনি। কেউ যদি ভুল হয়ে থাকে, কেন স্বীকার করছে না? আইসিসি-র চরম ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, পার্টিশিপেশন ফি দেওয়া বা অন্য কিছু যাই পদক্ষেপ করা হোক, কিন্তু যার ভুলে এতকিছু হল, তাকে সামনে আনা উচিত।'

সবকিছুর পরও ভারত-পাক ম্যাচ হচ্ছে, তাতেই খুশি হাফিজ। বলেছেন, 'ভারত-পাক ম্যাচের পক্ষে বরাবর ছিলাম। এই দ্বৈরথ গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে উদ্দীপ্ত করে। আমার আশা, শুধুমাত্র একটা ম্যাচেই আটকে থাকবে না এই ভারত-পাক ক্রিকেট। আগামীতে নিয়মিত দুই দেশ বাইশ গজে মুখোমুখি হবে।'

৪ উইকেট নেওয়া শাহবাজ আহমেদকে ঘিরে উচ্ছ্বাস অভিমন্যু ঈশ্বরণদের।

সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীর

জিতেই পিচ পরিচর্যায় ডুবে বাংলা

অন্ধ্রপ্রদেশ-২৯৫ ও ২৪৪
বাংলা-৬২৯
(ইনিংস ও ৯০ রানে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১০ ফেব্রুয়ারি : সুমন্ত গুপ্তের বলে ত্রিপুরানা বিজয় আউট হতেই উৎসব শুরু। কিন্তু সেই উৎসব সাময়িক।

ম্যাচের পুরস্কার বিতরণীর সময় ২৯৯ রানের ইতিহাস গড়া সুদীপকুমার ঘরামিকে নিয়ে আবেগে ভেসে যাওয়া। সতীর্থদের সঙ্গে সুদীপের খুনসুটিতে মেতে ওঠা। আর তারপরই সদলবলে টিম বাংলা হাজির কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বাইশ গজের সামনে। কিউরেটার ও মাঠকর্মীদের ডেকে নিয়ে দীর্ঘসময় আলোচনা। পিচে আগামী কয়েকদিন ধরে নিয়মিত জল দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া। সেই আলোচনার পর বাংলার নায়ক সুদীপ বলছিলেন, 'কোয়ার্টার ফাইনাল শেষ। আমরা এখন রনজি সেমিফাইনালে। সেই ম্যাচ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের।'

বুধবার বাংলা ক্রিকেটারদের ছুটি। বৃহস্পতিবার থেকে ফের কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুশীলন শুরু করে দেবে টিম বাংলা। আগামীকাল রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে কল্যাণী হাজির হয়ে যাওয়ার কথা রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলা দলের প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীরের। সেমির বিপক্ষ দলকে নিয়ে ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ের পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'কোয়ার্টার ফাইনালে দল হিসেবে মাঠে পারফর্ম করেছি আমরা। পরের ম্যাচেও এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের। মনে রাখতে হবে, সব ম্যাচই এখন নকআউট। একটা খারাপ সেশন বা দলের সাময়িক ব্যর্থতা ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলতেই পারে।'

গতকালের ৬৪/৩ থেকে শুরু করে আজ কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দিনের সকাল থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ২৪৪ রানে শেষ হয়ে যায় অন্ধ্রপ্রদেশের ইনিংস। নীতীশকুমার রেড্ডি (৯০) ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবে লাভ হয়নি। সতীর্থদের থেকে সাহায্য পাননি তিনি। তাছাড়া শাহবাজ আহমেদ (৭২/৪), আকাশ দীপ (১৩/১), মহম্মদ সামিদের (৭/০) সামনে প্রতিরোধ গড়ে ম্যাচ বাঁচানোর মতো অবস্থাও ছিল না অন্ধ্রপ্রদেশের। শুরুতে চাপে পড়ার পরও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের দখল নিয়ে রনজি সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য পুরো দলকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও। তাঁর কথায়, 'সাফল্যের কৃতিত্ব পুরো দলের। সবাইকে অভিনন্দন। সেমিফাইনাল ম্যাচে আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে সবকিছু।'

টিম বাংলার নতুন শুরুর প্রতিজ্ঞা আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন দেখাচ্ছে বঙ্গ ক্রিকেটকে। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজ দুপুরে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বাংলা দলকে রনজি সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'বাংলা দলকে অভিনন্দন। সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখাই এখন বাংলা দলের মূল চ্যালেঞ্জ।'

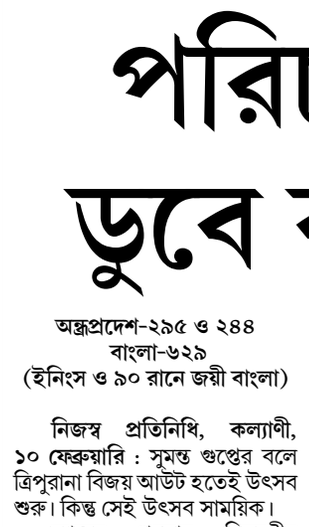

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুদীপকুমার ঘরামি।

> কোয়ার্টার ফাইনাল শেষ। আমরা এখন রনজি সেমিফাইনালে। সেই ম্যাচ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের।
>
> -সুদীপকুমার ঘরামি

সম্পূর্ণ সুস্থ জসপ্রীত বুমরাহ। নামিবিয়া ম্যাচের জন্য মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুশীলনে ভারতীয় স্পিডস্টার।

পাকিস্তানের নাটক, কটাক্ষ বিরাট-কোচের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বয়কট নিয়ে নাটক করেছে পাকিস্তান। ভারত ম্যাচ বয়কটের ফলে যে চাপ তৈরি হত, তা সামলানোর ক্ষমতা

রাজকুমার শর্মা

ছিল না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)। খেলতে বাধ্য হত। সবকিছু জেনেবুঝেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নাটক করে গিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এমনই দাবি করেছেন বিরাট কোহলির ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা।

রাজকুমার বলেছেন, 'পাকিস্তান বরাবরই নাটক করে। এটাও সেই রকমই নাটক। শুরুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়েছে। শেষপর্যন্ত যদিও নিজেদের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ডিগবাজি খেয়েছে। বাংলাদেশের কথা ভাবেনি। কারণ ওরা জানে, ভারত ম্যাচ বয়কট করলে ওদেরও বিশাল ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। পাকিস্তানের এটাই চরিত্র। বরাবর এই জিনিসই করে।'

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাইয়ের পর টুর্নামেন্টে না খেলার হুমকি দেয় পাকিস্তান। তারপর শুধুমাত্র ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত। সংসদে দাঁড়িয়ে যে ঘোষণাও করে দেন স্বয়ং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। গতকালের সিদ্ধান্তে শরিফের মুখও পুড়ল বলে মনে করছে সেদেশের ক্রিকেটমহলও।

অনুমান করেছিল ভারতীয় দল

পাকিস্তান ম্যাচ খেলতে হবে

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : জয় দিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হয়েছে। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার কাপ অভিযানের জয়ের রাতে সাফল্যের পাশে কিছু কাঁটাও রয়েছে।

কাঁটার নাম ব্যাটিং। মুম্বইয়ে সূর্যোদয় না ঘটলে ভারতীয় দলের জন্য সমস্যা বাড়তেই পারত। আপাতত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ অতীত করে সামনে তাকাতে চাইছে ভারতীয় দল। মুম্বই থেকে টিম ইন্ডিয়া এখন দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দুই নম্বর ম্যাচ ভারতের। তার আগে আজ সন্ধ্যার জেটলি স্টেডিয়ামে পুরো দলই অনুশীলন করেছে চুটিয়ে।

টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরুর আগে আজ দুইটি দিক সামনে এসেছে। এক, জানা গিয়েছে, ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা চলতি বিশ্বকাপের সময় তাদের স্ত্রী-বান্ধবীদের সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে সেই কথা তাঁরা জানিয়ে ছিলেন। বোর্ড 'না' বলে দিয়েছে। দুই, মধ্যরাতে ডিগবাজি খেয়েছে পাকিস্তান। বিস্তর বিতর্কের পর বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত বয়কটের অবস্থান বদলে ফেলেছে পাকিস্তান। এমনটা যে হতে পারে, অনুমান করেছিল টিম ইন্ডিয়া। সন্ধ্যার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের অনুশীলন শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমন কথাই শুনিয়েছেন দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। তিনি বলেছেন, 'রাজনীতি নিয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই। আমাদের ফোকাস সবসময় থাকে ক্রিকেটে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলতে হবে, এমন অনুমান ছিল আমাদের।'

বৃহস্পতিবারের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। কিন্তু সেই প্রতিপক্ষকে নিয়ে কে আর ভাবতে চায়। মধ্যরাতে ভারত-পাক মহারণ সবুজ সংকেত পেয়ে যাওয়ার পর দুনিয়ার যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে এখন ১৫ ফেব্রুয়ারির মহারণ। তার আগে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন বলেছেন, 'দল হিসেবে বিশ্বকাপের শুরুটা খারাপ হয়নি আমাদের। পথ চলার এখনও অনেক বাকি। সামনে অনেক ম্যাচ রয়েছে। আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাই আমরা।' মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ের বাইশ গজ নিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। এমন মন্থর বাইশ গজ না পসন্দ টিম ইন্ডিয়ার। তাই আজ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুশীলনে হাজির হওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব রাজধানীর পিচ কিউরেটারের সঙ্গে আলোচনা করেন অনেকটা সময়। সহকারী কোচ রায়ান টেনের কথায়, 'আমরা সাধারণত যে রকম পিচে খেলে থাকি, মুম্বইয়ের পিচটা তেমন ছিল না। তবে সবরকম পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তৈরি আমরা।'

চোট সারিয়ে ফিট হয়ে আজ টিম ইন্ডিয়ার সংসারে যোগ দিয়েছেন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ওয়াশিংটন খেলবেন কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। টিম ইন্ডিয়াও তাদের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙবে কিনা, জানা যায়নি। তবে জ্বর হওয়ায় শেষ ম্যাচে না খেলা জসপ্রীত বুমরাহ ফিরতে পারেন মহম্মদ সিরাজের জায়গায়। বুমরাহ আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে ছিলেনও। তবে অসুস্থতার কারণে অভিষেক শর্মা আজ অনুপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের অনুশীলনে। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং ব্যাটারের পেটের সমস্যা হয়েছে। তাই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

নামিবিয়া ম্যাচের জন্য ব্যাটিং প্রস্তুতিতে তিলক ভার্মা। মঙ্গলবার।

সূর্যদের স্ত্রী-বান্ধবীতে 'না' বোর্ডের

> দল হিসেবে বিশ্বকাপের শুরুটা খারাপ হয়নি আমাদের। পথ চলার এখনও অনেক বাকি। সামনে অনেক ম্যাচ রয়েছে। আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাই আমরা।
>
> -রায়ান টেন ডোসেট

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান
সকাল ১১টা, আহমেদাবাদ

অস্ট্রেলিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড
বিকাল ৩টা, কলম্বো

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭টা, মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

সাইডলাইনে সিবিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেননি। মঙ্গলবারও অনুশীলনে সাইড লাইনে দেখা গেল কেভিন সিবিলেকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সিবিলের ছোট একটা চোট রয়েছে। যদিও ম্যানেজমেন্টের দাবি, প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলতে সমস্যা হবে না। দিনদুয়েকের মধ্যেই পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন কেভিন। এদিকে, দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তি থাকায় প্রথম দিন ত্রিশ মিনিটের বেশি অনুশীলন করেননি ইউসেফ এজেজ্জারি। খেলেননি মহমেডান ম্যাচে। তবে, এদিন মূল দলের সঙ্গে জোরকদমে অনুশীলন করতে দেখা গেল ইউসেফকে। মঙ্গলবার অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন মহম্মদ রাকিপ। তাঁর মাথায় আটটি সেলাই পড়েছে। দুইদিন পরও আঘাত পাওয়া জায়গা ফুলে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, ১৬ তারিখ আইএসএলের প্রথম ম্যাচে খেলবেন রাকিপ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুদীপকুমার ঘরামি।

কাউকো মুম্বই সিটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রাক্তন ফুটবলার জনি কাউকো যোগ দিলেন মুম্বই সিটি এফসি-তে। এদিন ক্লাবের তরফে সরকারিভাবে এই ঘোষণা করা হয়। তিনি গত মরশুমে খেলেন ইস্টার কাশীতে। এদিকে, অনুশীলন শুরু না করাতে পারলেও কয়েকজন নয়া ফুটবলার সই করিয়ে দলের শক্তি বাড়িয়ে নিল ওডিশা এফসি। এদিন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার ভিপি সুহের, এডউইন সিডনি ভন্সপাল ও তরুণ তেজল কৃষ্ণাকে নিল নতুন কোচ টিজি পুরুষোত্তমনের দল। ম্যাচ টিকিট বাজারে ছাড়ল জামশেদপুর এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স। অথচ এখনও চার্চিল ব্রাদার্সকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নেওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত ঝুলে। ফলে বহু ক্লাবই টিকিট ছাড়া থেকে প্রস্তুতি শুরু, কোনওটাই করতে পারেনি। ওডিশা এবং মুম্বই সিটির প্রস্তুতি এখনও শুরুই হয়নি। তবে পিটার ক্রেটকির দল মুম্বই ফুটবল এরিনাতেই খেলতে চলেছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রস্তুতি শুরু হলেও তাদের ম্যাচ কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই হবে কিনা নিশ্চিত নয়। সবমিলিয়ে এখনও আইএসএল নিয়ে নানা প্রশ্ন।

এরইমধ্যে সুখবর। শুধু ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নয়, টেলিভিশনেও ম্যাচ দেখতে পারবেন দর্শকরা। সোনি স্পোর্টস দেখাতে চলেছে আইএসএলের ম্যাচ। ফ্যানকোডের সঙ্গে সোনির চুক্তি প্রায় পাকা।

'ওয়াকি টকি' ইস্যুতে কোচের পাশে বাটলার

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি : চলতি টি২০ বিশ্বকাপে বব উলমার!

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন কোচের স্মৃতি নেপাল ম্যাচে উসকে দিয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। একসময় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়েকে মাঠের বাইরে থেকে নির্দেশ পাঠাতে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন উলমার। নেপাল ম্যাচে অনেকটা সেই পথেই ইংল্যান্ডের হেডকোচ। ড্রিঙ্কস ব্রেকের সময় 'ওয়াকি টকি'-তে মাঠের বাইরে থেকে অধিনায়ক হ্যারি ব্রুককে নির্দেশ দিতে দেখা যায়।

বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। আবারও কি 'ওয়াকি টকি' হাতে একই ভূমিকায় দেখা যাবে ম্যাককুলামকে? দ্বিতীয় ম্যাচে নামার প্রাক্কালে যে বিতর্কে কোচের পাশে দাঁড়ালেন জস বাটলার। দাবি, মাঠে থাকা প্লেয়ারদের বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রিকেট এখনও প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে। রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটারদের দৌড়োতে হয়।

ম্যাককুলাম ঠিক সেটাই পালটাতে চেয়েছেন। বাটলারের কথায়, ড্রিঙ্কসের সময় ওয়াকি টকি কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহারের মধ্যে ভুলের কিছু নেই। বাকি সময়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া, টিম ওয়ার্ক তো রয়েইছে। বাটলার আরও বলেছেন, 'ডাগআউটে সানগ্লাস পরে বসে থাকা দেখে মনে হতে পারে বাজ (ম্যাককুলাম) রিল্যাক্স করছে। কিন্তু ওর মস্তিষ্ক সবসময় কিছু না কিছু ভাবতে থাকে। ওর সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে কাজ করেছি। জানি, কোনও কিছু ওর নজর এড়িয়ে যায় না।'

নেপাল ম্যাচ আপাতত অতীত। আগামীকাল দ্বিতীয় টক্করে সামনে দুইবারের টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংল্যান্ডের মতো প্রথম ম্যাচে যারা কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে। আগামীকাল শুরুর ভুলভ্রান্তি ভুলে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে ম্যাচ জিতে ফেরার তাগিদ দুই শিবিরেই। জয় মানে পরবর্তী রাউন্ডে পা রাখার টিকিট কার্যত নিশ্চিত। ইংল্যান্ড বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কেউ তা হাতছাড়া করতে নারাজ।

বাটলারের মতে, টি২০ সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট। উত্তেজক ম্যাচের সম্ভাবনাও তাই বেশি। এক-দুজন খেলে দিলে ম্যাচ বের করা সম্ভব। শেষপর্যন্ত জিতে ফেরাটাই গুরুত্বপূর্ণ। নেপাল ম্যাচে সেই গণ্ডিটা পেরোতে পেরে তাঁরা খুশি। গুরুত্ব দিচ্ছেন চাপের মুখে নার্ভ ধরে রাখায়। আগামীকাল কিন্তু উনিশ-বিশে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আনপ্রেডিক্টেবল ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই ক্ষমতা রয়েছে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড

অনুশীলনের মাঝে জলপানের বিরতিতে জস বাটলার।

অসন্তোষের অবসান, ফিরছেন রোনাল্ডো

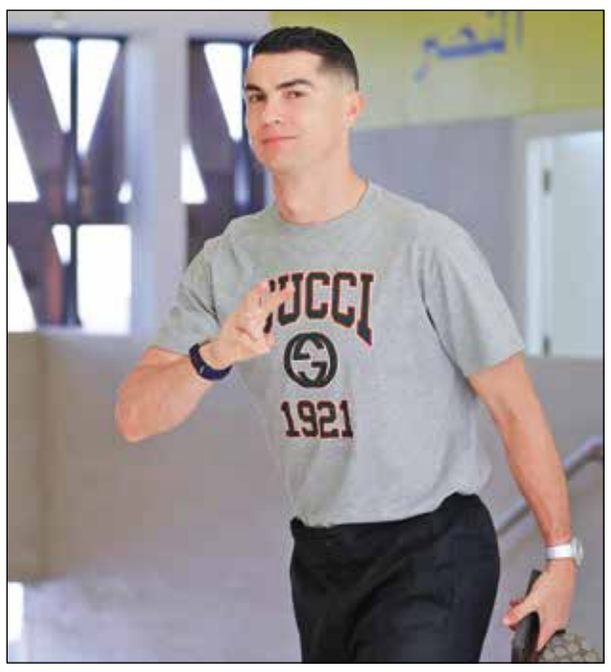

ক্লাবকে ট্যাগ করে মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে এই ছবি পোস্ট করেন রোনাল্ডো।

রিয়াধ, ১০ ফেব্রুয়ারি : মতবিরোধের অবসান মতবিরোধের অবসান হল কি? একাধিক সূত্রের দাবি, নিজের ক্লাব আল নাসের ও সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর মাঠে নামতে সম্মত হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

সাম্প্রতিক সময়ে আল নাসেরের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামেননি সিআর সেভেন। শোনা গিয়েছিল, নিজের ক্লাব ও সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড নিয়ে অসন্তোষ থাকায় মাঠে নামেননি রোনাল্ডো। আসলে নাসের সহ সৌদির চারটি বড় ক্লাবকে নিয়ন্ত্রণ করে এই পিআইএফ। আর তাঁর অভিযোগ ছিল, নাসেরের থেকে আল হিলাল ও বাকি দুই ক্লাবকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আল নাসের দলবদলের বাজারে পিছিয়ে বলেও নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে রোনাল্ডোর নাসের ছাড়ার গুঞ্জন ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। পর্তুগিজ মহাতারকার অন্যতম দাবি ছিল ক্লাবের পরিচালন বিভাগকে আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার। সূত্রের খবর, আলোচনায় তাঁর অধিকাংশ দাবিদাওয়াই মেনে নেওয়া হয়। তারপরই মাঠে নামতে সম্মত হন তিনি। সব ঠিক থাকলে ১৪ ফেব্রুয়ারি আল ফাতেহর বিপক্ষে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে মাঠে নামবেন রোনাল্ডো। সিআর সেভেনের দ্রুত মাঠে ফেরার বিষয়ে আশাবাদী আল নাসের ম্যানেজমেন্টও।

অর্ধশতরানের পথে সাহিবজাদা ফারহান। কলম্বোয় মঙ্গলবার।

ফারহানের দাপটে স্বস্তি পাক শিবিরে

পাকিস্তান-১৯০/৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-১৫৮/৮

কলম্বো, ১০ ফেব্রুয়ারি : নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে বাবর আজমের মন্থর ব্যাটিং দেখে বাসিত আলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচেই তিনি বাদ পড়ছেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী না মিললেও একটা অ্যাসোসিয়েট দেশের বিরুদ্ধে বাবরের ৩২ বলের ইনিংসে মিলল মাত্র একখানা ছক্কা। যা তাঁর সমালোচকদের ওভার বাউন্ডারি মারা বাবরের খেলার স্টাইল নয় বিদ্রুপকেই জোরালো করবে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক ৪৬ রানের ইনিংসটা বাবর না খেললে পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য আরও কঠিন হতে পারত। ৬ ওভারের মধ্যে সাইম আয়ুব (১৯) ও অধিনায়ক সলমন আলি আঘাকে (১) হারানোর পর সাহিবজাদা ফারহানের সঙ্গে বাবর ৮১ রানের পার্টনারশিপ গড়ে পাক ব্যাটিংকে স্বস্তি দিয়েছিলেন। যদিও রবিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বির বিরুদ্ধে নামার আগে শ্যাডলে ভ্যান স্কালউইক পাকিস্তান শিবিরকে চিন্তায় ফেলার জন্য সবরকম আয়োজন করে ফেলেছিলেন। ভারত ম্যাচের মতোই এদিনও স্কালউইকের (২৫/৪) সংগ্রহ ৪ উইকেট। তিনিই এখন প্রতিযোগিতায় সবাধিক উইকেট শিকারি। তাঁর দাপটের মাঝেও ফারহান পাঁচ ছক্কায় সাজানো ৪১ বলে ৭৩ রানের ইনিংস খেলে যান। যা পাকিস্তানকে একসময় পৌঁছে দিয়েছিল ১৩৭/৩-এ, স্বপ্ন দেখিয়েছিল ২০০ প্লাস স্কোরের। কিন্তু মহম্মদ নওয়াজ (৫), ফাহিম আশরফ (১), উসমান খানদের (০) ব্যর্থতায় সেই হিসেব মেলেনি। তাই শেষদিকে শাদাব খানের (১২ বলে ৩০) ক্যামিওর পরও পাকিস্তান থেমে যায় ১৯০/৯-এ।

রানতাড়ায় নেমে পাকিস্তানের ধুকপুকানি বাড়িয়ে দেন এক পাক বংশোদ্ভূত, করাচিতে জন্মানো শায়ন জাহাঙ্গির (৩৪ বলে ৪৯) মার্কিনিদের অঘটনের আশা দেখান। পরে শুভম রঞ্জানেও (৩০ বলে ৫১) রান পেয়েছেন। শায়নকে ফিরিয়ে দিয়ে সেই চিন্তা অনেকটাই দূর করেন শাদাব (২৬/২)। ভারত ম্যাচের আগে ছন্দে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন উসমান তারিকও (২৭/৩)। জোড়া ফলার সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটকে যায় ১৫৮/৮-এ।

অভিযান শুরুর আগে বিশ্বকাপে চোখ মার্শের

কলম্বো, ১০ ফেব্রুয়ারি : বেশিরভাগ ফেভারিট দল ইতিমধ্যেই কাপযুদ্ধে নেমে পড়েছে।

ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড এক বা একাধিক ম্যাচ খেলে ফেলেছে। বুধবার সেই তালিকায় যোগ দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগেই দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে যে চোখ, পরিষ্কার করে দিলেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান সিরিজে ০-৩ ফলে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় চোট-আঘাত। বিশ্বকাপেও প্যাট কামিন্স নেই। জোশ হ্যাজেলউডকে কবে থেকে পাওয়া যাবে তা নিয়ে সংশয়। মেগা আসরেও অজিদের সাফল্য নিয়ে যা প্রশ্ন উঠছে। যদিও পাক সিরিজের ব্যর্থতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ মার্শ। যুক্তি, ফলাফল নয়, বিশ্বকাপের পরিকল্পনা দেখে নেওয়ার মঞ্চ ছিল সিরিজটা। এবার পালা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের।

লক্ষ্যপূরণের পথে আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের স্পিন সহায়ক পরিস্থিতি সামলানো চ্যালেঞ্জ মানছেন মার্শ। বলেছেন, 'দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। টিম মিটিংয়ের ওপর জোর দিয়েছি আমরা। পরিস্থিতি যে রকমই হোক না কেন, ইতিবাচক থাকা জরুরি। স্পিন সহায়ক পরিস্থিতিতে ব্যাটারদের ভূমিকা নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নিজেদের করণীয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। বিশ্বাস, খেলোয়াড়রা দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হবে।'

টিম ডেভিড এখনও চোটমুক্ত না হলেও স্বস্তির খবর ফাস্ট বোলার নাথান এলিস ম্যাচ ফিট।

সেরা তিন পেসারকে না পেলেও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে অভিযান শুরুর ডাক অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শের।

আয়ারল্যান্ড ম্যাচের প্রাক্কালে সাংবাদিক সম্মেলনে যা জানিয়েও দিলেন মার্শ। আত্মবিশ্বাসী মার্শ বলেছেন, 'গত এক বছর ধরে ১৮-২০ জনকে নিয়ে একটা টিম গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বকাপের লক্ষ্যে। প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পেয়েছি আমরা। চোট-আঘাতের সমস্যা থাকলেও আমি আশাবাদী।'

এখনও পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। দুইটিতেই জয়। শেষ সাক্ষাৎকার ২০২২-এ। প্রায় চার বছর পর ফের মুখোমুখি। ক্যাঙারু ব্রিগেডের জয়ের হ্যাটট্রিক না হওয়াই অঘটন। ক্রিকেটীয় শক্তির ব্যবধান থাকলেও আয়ারল্যান্ডের হেডকোচ হেনরিক মালান কিন্তু দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।

রসদ জোগাচ্ছে গত শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। হারলেও ব্যাটে-বলে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল আইরিশরা। ব্যারি ম্যাককার্থি, জর্জ ডকরেলের বোলিংয়ে একসময় চাপে ছিল দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাটাররা। ডেথে কামিন্দু মেন্ডিস ঝোড়ো ব্যাটিং না করলে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হতেও পারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রেমদাসা স্টেডিয়ামেই খেলতে নামবেন ডকরেলরা। কোচ মালানের কথায়, শ্রীলঙ্কা ম্যাচ তাঁদের কাছে শিক্ষা। অজিদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর তাঁর দল।

৫ মার্চ ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকারের সঙ্গে সানিয়া চান্দোকের বিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিয়ের নিমন্ত্রণ করে এলেন শচীন তেন্ডুলকার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে।

যুবভারতী জয় লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে জট কাটল।

ক্লাব-লগ্নিকারী সংস্থার মধ্যে চাপানউতোরের অবসান। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ খেলা কার্যত চূড়ান্ত।

প্রথমে ঠিক ছিল এবার আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল তাদের হোম ম্যাচ খেলবে কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের তরফে এমনটাই জানানো হয় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। সেইমতোই সূচি ঘোষণা হয়। তবে লগ্নিকারী সংস্থার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তির সুর চড়িয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তারা। অবশেষে তাঁদেরই জয় হল। বলা ভালো যুবভারতী জয় করলেন লাল-হলুদের ক্লাব কর্তারাই।

মঙ্গলবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লাল-হলুদ শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার জানান, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তিনি এই সংকট থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন। বিনা খরচে যুবভারতীতে ম্যাচ আয়োজন করতে পারব আমরা।' এদিন সন্ধ্যায় যুবভারতীতে গিয়ে সেখানে হোম ম্যাচ খেলার বিষয় কথাবার্তা কার্যত চূড়ান্ত করে এসেছেন ম্যানেজমেন্টের কর্তারা। বাকি কেবল সরকারি ছাড়পত্র হাতে পাওয়া। তা হয়ে গেলেই প্রথম ম্যাচের টিকিট ছাপতে পাঠিয়ে দেবে ইস্টবেঙ্গল।

শীর্ষস্থান হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : শেষ ম্যাচে প্রথম হার। ডেভেলপমেন্ট লিগে আঞ্চলিক গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। ফলে গ্রুপে শীর্ষস্থান হাতছাড়া হল লাল-হলুদের। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ শীর্ষে থেকে মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ডায়মন্ড হারবার। দুই ও তিন নম্বরে যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মূল পর্বে খেলবে প্রথম তিনটি দলই।এদিকে এদিন ম্যাচ চলাকালীন ডান হাতে গুরুতর চোট পেয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট দলের ফুটবলার দেবজিৎ রায়।

এএফসি, ওসিএ-র নতুন নিয়ম

এশিয়ান গেমসে নেই পুরুষ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : এশিয়ান গেমসে খেলতে পারবে না ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দল। তবে আনন্দের কথা হল, মহিলা দল পাঠাতে পারবে ভারত।

এবার এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) ও অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া (ওসিএ) এবার নতুন নিয়ম করেছে। যেখানে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন না করলে কোনও জাতীয় দল এশিয়ান গেমসে খেলতে পারবে না। এশিয়ান গেমসে মূলত দল গড়া হয় অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারদের নিয়ে। সঙ্গে পাঁচজন সিনিয়ার ফুটবলার নেওয়া যায় দলে। এবার অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ভারতের পুরুষ দল। ফলে পুরুষ দলের খেলার সুযোগ আর থাকছে না। তবে মহিলা অনূর্ধ্ব-২৩ দল যোগ্যতা অর্জন করেছে এশিয়ান কাপে। তাই মহিলা দল পাঠাতে পারবে ক্রীড়ামন্ত্রক। আগেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ফুটবল দল পাঠানোর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। এবার সরকার থেকে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে মহাদেশীয় পর্যায়ে প্রথম আটে থাকা পুরুষ বা মহিলা অ্যাথলিট এবং দলগত বিভাগেও ক্রমপর্যায়ে প্রথম আটে থাকলে তবেই পাঠানো হবে এশিয়ান গেমসে। তবে সেই সময় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে আপত্তি জানিয়ে বলা হয়, ফুটবলের সঙ্গে অন্য খেলার তুলনা করা ঠিক নয়। কারণ ফুটবল খেলে পৃথিবীতে দুশোর বেশি দেশ। সেখানে প্রথম আটে থাকা সহজ কথা নয়। তাই দল যেন পাঠানো হয় বলে তাদের তরফে আর্জি ছিল। মনে করা হয়েছিল, শেষ এশিয়ান কাপের মতো এবারও হয়তো শেষমুহূর্তে মঞ্জুর হবে সেই আবেদন। কিন্তু তার আর কোনও সুযোগ থাকল না।

যাবেন মহিলারা

এএফসি ও ওসিএ-র নতুন নিয়মের ফলে এমনিতেই এশিয়ান গেমসে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ হারাল ভারতের পুরুষ দল। তবে মহিলা দলের যোগ্যতা অর্জন স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি উৎসাহ জোগাবে এদেশের মহিলা ফুটবলকে।

নিউজিল্যান্ডকে ফের জেতালেন সেইফার্ট

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-১৭৩/৬
নিউজিল্যান্ড-১৭৫/০
(১৫.২ ওভারে)

চেন্নাই, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বকাপে টিম সেইফার্টের দাপট অব্যাহত।

টানা দুই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের জয়ের নায়ক উইকেটকিপার-ব্যাটার। এদিন সেইফার্টের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে দাপট দেখালেন ফিন অ্যালেনও। ওপেনারদ্বয়ের রেকর্ড ১৭৫ রানের পার্টনারশিপের সামনে ধোপে টিকল না সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ১৭৩/৬ স্কোর। ১৫.২ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়েই জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড।

ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্টের ওপেনিং জুটিতে বাজিমাত করল নিউজিল্যান্ড। চেন্নাইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার।

জয়ী নেদারল্যান্ডস

নামিবিয়া-১৫৬/৮
নেদারল্যান্ডস-১৫৯/৩
(১৮ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'এ' গ্রুপে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল নেদারল্যান্ডস। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে হেরেছিল ডাচরা। এদিন তুলনামূলক দুর্বল নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। প্রথমে ব্যাটিং করে নামিবিয়া ৯ উইকেটে ১৫৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নেদারল্যান্ডস। ব্যাটে-বলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বাস ডি লিড। ২০ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পর ৪৮ বলে ৭২ রান করে অপরাজিত থাকেন লিড।

প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে আমিরশাহি। অধিনায়ক মহম্মদ ওয়াসিম (৬৬) ও আলিশান শরাফু (৫৫) হাফ সেঞ্চুরি করেন। ম্যাট হেনরি দুটি উইকেট নেন। মনে হচ্ছিল, ১৭৩-এর পুঁজি নিয়ে তুল্যমূল্য লড়াই চালাবে আমিরশাহি। যদিও সেইফার্ট-অ্যালেন যুগলবন্দিতে একেবারে বিপরীত ছবি।

আজকের জয়ের সুবাদে 'গ্রুপ অফ ডেথ' ডি-এ ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা (২ পয়েন্ট)। বাকি তিন দল নেপাল, আরব আমিরশাহি, কানাডা এখনও জয়ের মুখ দেখেনি।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং অনুশীলনে কড়া নজর টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের। নেটে চলেছেন সঞ্জু স্যামসন। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার।

জোড়া পদক শ্রেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লির কেডি যাদব ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৫ম সর্বভারতীয় কিক বক্সিংয়ে রবীন্দ্রনগরের শ্রেয়া বসাক জোড়া পদক জিতেছেন। লাইট কনট্যাক্ট ইভেন্টে সিনিয়ার বিভাগে অনূর্ধ্ব-৬০ কেজি ওজন বিভাগে শ্রেয়া রুপো পেয়েছেন। একই বয়স ও ওজন বিভাগের কিক লাইট ইভেন্ট থেকে তাঁর প্রাপ্তি ব্রোঞ্জ।

জোড়া পদক গলায় শ্রেয়া বসাক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা প্রীতম সেনাপতি - কে 17.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49L 17493 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আমার আনন্দ দ্বিগুণ করেছে। এটি উল্লেখ করার মতো যে আমার পরিবারের সদস্যরা কখনও আমাকে কোটিপতি হিসাবে কল্পনাও করেননি। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাদের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছে এবং আমাদের ভবিষ্যতও সুরক্ষিত হবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কিরণচন্দ্রর সেমিতে ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তাপসকুমার চক্রবর্তী ও নীতীশ তরফদার ট্রফি কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠেছে ওয়াইএমএ। মঙ্গলবার তারা ৩-১ গোলে জিতেছে কলকাতার পুলিশ এসি-র বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪৮ মিনিটে এস হাঁসদার গোলে পুলিশ এগিয়ে গিয়েছিল। ৪ মিনিট পরই অবশ্য রবি হাঁসদা খেলায় সমতা ফেরান। ৬০ মিনিটে এস সামের গোলে ম্যাচে প্রথমবার ওয়াইএমএ লিড নেয়। একেবারে শেষ লগ্নে এ বিশ্বাস তাদের তৃতীয় গোলটি করেন। ম্যাচের সেরা আদর্শ লামা তামাং। খেলার শেষদিকে পুলিশের কোচ সুমনকে রেফারির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ও কটু শব্দ প্রয়োগ করার জন্য লাল কার্ড দেখানো হয়। বুধবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব মুখোমুখি হবে আর্মি রেডের (ইন্ডিয়ান আর্মি)।

লাল কার্ড পুলিশের কোচকে

« ওয়াইএমএ-র ফুটবলারদের রুখতে হিমসিম খেল পুলিশ এসি।

ছবি : সূত্রধর

মিলনপল্লির ক্রিকেট শুরু

ফাঁসিদেওয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগর মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের লাবণ্যকুমার ঘোষ ট্রফি ১৬ দলীয় নকআউট ক্রিকেট শুরু হল মঙ্গলবার। মিলনপল্লি মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে পাঞ্জাব আরএনআর ৯৮ রানে হারিয়েছে তন্ময় একাদশকে। টসে জিতে আরএনআর ১৪ ওভারে ২ উইকেটে ২৩৩ রান তোলে। জবাবে তন্ময় ১৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৫ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা আরএনআর-এর মহম্মদ মাসুম।

কার্সিয়াংয়ে ফুটবল ট্রায়াল ২১, ২২ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : দুন হেরিটেজ স্কুলের ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্সে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল নেওয়া হবে। ট্রায়ালের স্থান হিসেবে কার্সিয়াংয়ের গোয়েথালস মেমোরিয়াল স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খো খো-য় অভিযান শুরুর আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা দল। বালাসোরের ফকিরমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জিতল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের খো খো-য় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ম্যাচে ৫ পয়েন্টে হারিয়েছে উত্তরপ্রদেশের এমজি কাশী বিদ্যাপীঠকে। বালাসোরের ফকিরমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দলে রয়েছেন – শেফালি মুন্ডা, তনুশ্রী রায়, করিশ্মা সেন, জয়শ্রী বর্মন, হিরা বর্মন, শিউলি মাহাতো, রিঙ্কি মাহাতো, মৌমিতা রায়, বিউটি রায়, নিশা রায়, মামনি সিংহ ও তিলোত্তমা রায়। কোচের দায়িত্বে মুকুন্দ দাস। ম্যানেজার চিকুরঞ্জন রায়।